NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের স্মৃতি

হার্দিকের ওপর ক্ষোভ প্রসাদের ১২

কলকাতা ১৫ অগস্ট ২০২৩ ২৯ শ্রাবণ ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ৬৬ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 15.8.2023, Vol.17, Issue No.66, 12 Pages, Price 3.00

ছুটি

৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আজ ১৫ অগস্ট, মঙ্গলবার একদিন পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশ হবে ১৭ অগস্ট, বৃহস্পতিবার। সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেন্টদের জানাই স্বাধীনতা দিবসের আন্তরিক শুভকামনা।

চাঁদের আরও কাছে চন্দ্রযান-৩

নয়াদিল্লি, ১৪ অগস্ট: চলছে দিন গোনার পালা। ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্য রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা। ক্রমশ কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে চন্দ্রযান-৩। হিসেব মতো সোমবার তৃতীয় কক্ষপথ পেরিয়ে চাঁদের আরও কাছাকাছি এল চন্দ্রযান-৩। চাঁদের চতুর্থ কক্ষপথটি পার হওয়ার কথা ১৬ অগস্ট। আর তারপর থেকে শুরু হবে ২৩ অগাস্ট শেষ অপেক্ষার মুহূর্ত। বুধবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করাই এখন লক্ষ্য ইসরোর। ইসরোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, চাঁদ থেকে আর মাত্র ১৭৭ কিলোমিটারের দূরত্ব। উপর থেকে নীচের দিকে নামছে চন্দ্রযান-৩। চাঁদের কক্ষপথ এক একটা করে পার হচ্ছে। এদিকে এই প্রক্রিয়ায় গতিবেগ কমাচ্ছে ইসরো। সর্বশেষ কক্ষপথে পৌঁছনোর অর্থ চাঁদের থেকে দূরত্ব কমে দাঁড়াবে ১০০ কিলোমিটার। সেখান থেকেই গতি কমিয়ে চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণের প্রক্রিয়া শুরু হবে। ৩০ কিলোমিটার উচ্চতায় মহাকাশযানটি পৌঁছলে সফট ল্যান্ডিংয়ের প্রক্রিয়া শুরু করবেন বিজ্ঞানীরা। তারপর ২০ মিনিট ধরে সময় ও গতিবেগের অঙ্ক সঠিক ভাবে মিলিয়ে দেখে ধীরে ধীরে হালকা পালকের মতো চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে ৭০ ডিগ্রি দ্রাঘিমায় নামবে চন্দ্রযানের ল্যান্ডার 'বিক্রম'।

কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আজ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বাধীনতার ৭৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সেজে উঠেছে রাজ্য। দেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালনে একগুচ্ছ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। প্রথা মাফিক সকালে গান্ধীঘাটে বিশেষ প্রার্থনাসভায় অংশ নেবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তিতে মালা দিয়েও শ্রদ্ধা জানাবেন রাজ্যপাল। রাজ্য সরকারের আয়োজনে স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি হবে কলকাতার রেড রোডে।

সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। এরপর প্রশাসন ও পুলিশের বাছাই করা দক্ষ আধিকারিকদের পদক দিয়ে পুরস্কৃত করবেন তিনি। রাজ্যের অনুষ্ঠানে এবারই প্রথম পুলিশের পাশপাশি দক্ষ আইএএস অফিসারদের পুরস্কৃত করবেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি আইপিএসদের চিফ মিনিস্টার্স পুলিশ মেডেল ফর আউটস্ট্যান্ডিং এবং কম্যান্ডেবল সার্ভিসের জন্য পুরস্কৃত করা হবে।

রেডরোডে প্রতি বছরের মত এবারেও একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। স্কুল পড়ুয়াদের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন কোচবিহার জেলা থেকে রাজবংশী শিল্পীরা। জঙ্গলমহলের আদিবাসী শিল্পীরাও ধামসা মাদল নিয়ে যোগ দিচ্ছেন স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে। দার্জিলিং জেলা থেকে খুকরি নৃত্যশিল্পীরাও অংশ নেবেন।

তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর থেকে 'বাংলার গর্ব দুর্গা মা' ট্যাবলোতে প্রদর্শিত হবে দুর্গা প্রতিমা। গোর্খা, কুর্মি, রাজবংশী সহ বাংলার সব জাতির প্রতিনিধিরাও মার্চপাস্ট এ যোগ দেবেন। এছাড়া থাকবে লদীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, স্বাস্থ্যসাথী, দুয়ারে রেশন, কৃষকবন্ধু প্রকল্পের ওপর ট্যাবলো। কলকাতা ও রাজ্য পুলিশে মহিলা বাহিনীসহ সব বাহিনী দেখাবে নানা ধরণের কসরৎ। লদীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রীর সাফল্যের পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া ও আদিবাসীদের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা এবার ট্যাবলোর মাধ্যমে তুলে ধরা হবে রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে।

জাতীয় পতাকার রঙে সেজে উঠেছে রেড রোড। গোটা রাস্তার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে খোলা হয়েছে কন্ট্রোলরুম । সেখান থেকে সিসিটিভির মাধ্যমে নজরদারি চালানো হবে। স্বাধীনতা দিবসের দিনে রেড রোডে মোতায়ন থাকবে ২০০০ পুলিশ কর্মী।

সোমবার সন্ধে থেকেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং শুরু হয়েছে । রয়েছে ১০০টি নাকা চেকিং পয়েন্ট। শহর জুড়ে গেস্ট হাউসে তল্লাশি করছে কলকাতা পুলিশ । রেড রোড ১৩টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৮৬টি সেক্টর থাকছে। ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদা অফিসার থাকছেন ১৭ জন। তা ছাড়াও ট্রাফিকের জন্য আরও ২ জন থাকছেন।৪৬ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদা অফিসার ও ৯০ জন ইনস্পেকটরকে সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শহর কলকাতার বেশ কিছু রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার কথা জানানো হয়েছে। সোমবার রাত ১০টা থেকে মঙ্গলবার দুপুর ১২টা বা অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্তও বন্ধ রাখা হবে রেডরোড।

নারীর ক্ষমতায়নের বার্তা দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী

নয়াদিল্লি, ১৪ অগস্ট: দেশের প্রতিটি নাগরিকই সমান। প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে। ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবসে প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে ভাষণে এমনই জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এপ্রসঙ্গে সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলাদের 'এগিয়ে আসা'র এবং 'প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা'র আহ্বান জানালেন। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের সমানাধিকারের উল্লেখ করে এদিন জাতির উদ্দেশে ভাষণে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, 'প্রত্যেক ভারতীয় সমান নাগরিক। এই দেশে প্রত্যেকের সমান সুযোগ, সমান অধিকার এবং সমান কর্তব্য রয়েছে। জাতি, ধর্ম, ভাষা-সহ সমস্ত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে সকলের একটাই পরিচয়, তাঁরা ভারতীয়।' বলেন, 'আজ মহিলারা দেশের উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং দেশসেবায় তাঁদের অবদান রাখছেন, যা দেশকে গৌরবান্বিত করে তুলছে। আজ আমাদের মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, সেটা কয়েক দশক আগেও ভাবা যেত না।'

কেন র‍্যাগিং সংক্রান্ত নির্দেশ অমান্য! যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে শো-কজ

দু'দিনে উত্তর চাইল শিশু সুরক্ষা কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় ছাত্রের বয়স ১৮-এর কম জানিয়ে হস্তক্ষেপ করেছে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। রবিবারই মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশনের উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী প্রশ্ন তুলেছিলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসি ক্যামেরা নেই কেন? সেটা কি অন্য কোনও গ্রহ?

সোমবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে র‍্যাগিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলি অমান্য করার কারণ দর্শাতে বলল শিশু সুরক্ষা কমিশন। অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্ট র‍্যাগিং সংক্রান্ত যে নির্দেশ দিয়েছিল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তা অমান্য করা হয়েছে। র‍্যাগিং নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর নির্দেশিকাও মানা হয়নি। দু'দিনের মধ্যে যাদবপুরকে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

রবিবার মৃত ছাত্রের বয়স ১৮ না হওয়ায় তাঁর নাম প্রকাশ না করার অনুরোধও করেছিলেন অনন্যা। জানিয়েছিলেন, ছাত্রের উপর যৌন হেনস্থা হয়েছে বলেই সন্দেহ। সেক্ষেত্রে ফলে এটি পকসো আইনের অধীনে পড়ে।

পাশাপাশি রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের তরফে যাদবপুরের ঘটনার তদন্তের অগ্রগতি জানতে চেয়ে রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সিভি আনন্দ বোসের কাছেও রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। কমিশন রিপোর্ট চেয়ে চিঠি দিয়েছে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকেও।

ইউজিসি নির্দিষ্ট র‍্যাগিং-বিরোধী নিয়মাবলি যাদবপুর-সহ ইউজিসি অনুমোদিত কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েই মানা হয় না, এই মর্মে সোমবারেই কলকাতা হাই কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। আবার একইসঙ্গে যাদবপুরের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নোটিস পাঠিয়েছে।

মেরেছে 'মার্ক্সবাদী'-রা: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমৃত্যু ও র‍্যাগিং নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। এই পরিস্থিতিতে সোমবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী ঘটনার দায় চাপালেন 'মার্ক্সবাদী'-দের দিকে। বেহালার ম্যান্টনে দলীয় একটি কর্মসূচি থেকে মমতা যাদবপুরকে 'আতঙ্কপুর' বলে কটাক্ষ করে বলেন, 'যারা ছেলেটাকে উপর থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, তারা সব মার্ক্সবাদী। এরা কখনও বিজেপি, কখনও কংগ্রেস।' তৃণমূলনেত্রীর নিশানা করেন সিপিএমকেও। বলেন, 'ওখানে কিছু আগমার্কা সিপিএম আছে। তারা ছেলেটার জামাকাপড় পর্যন্ত খুলে নিয়েছিল।'

মানবাধিকার কমিশনের নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে নোটিস পাঠাল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। স্বতঃপ্রণোদিত এই নোটিসে কমিশন জানায়, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে জানা যাচ্ছে ঘটনার আগে ডিনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন মৃত ছাত্রের সহ-আবাসিকেরা। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। মানবাধিকার কমিশনের পর্যবেক্ষণ, তরুণ ছাত্রের র‍্যাগিংয়ের আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের খবর সত্যি হলে স্পষ্ট হয় যে ছাত্রের মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে।

ইউজিসি-কে রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রিপোর্ট চেয়েছিল ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন (ইউজিসি)। হস্টেলে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় কী পদক্ষেপ করা হয়েছে রবিবার রাতেই সেই রিপোর্ট ইউজিসিকে পাঠাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। জানানো হয়েছে, বুধবারের ঘটনার পরেই ওই ছাত্রকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। তাঁর চিকিৎসারও বন্দোবস্ত করে কর্তৃপক্ষ। পুলিশে এফআইআর দায়ের করা হয়। কী ভাবে ওই ছাত্র হস্টেলের তিন তলার বারান্দা থেকে পড়ে গেলেন, তা জানার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

একদিন কন্যাশ্রী দিবস দেশজুড়ে পালিত হবে, বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কন্যাশ্রী দিবস সারা দেশে এক দিন 'ওয়ার্ল্ড গার্ল চাইল্ড ডে' হিসাবে পালিত হবে। কন্যাশ্রী দিবসের একদশক পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সোমবার এই প্রত্যয় ব্যাক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কন্যাশ্রী দিবসে কলকাতার ধনধান্য অডিটরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'আজ কন্যাশ্রী একটি ব্র্যান্ড। আমি বিশ্বাস করি। হিসেবে পালিত হবে। কন্যাশ্রীর লোগো গরিব মেয়ের ছবিকে নিয়েকে তৈরি করি। যেদিন কন্যাশ্রী প্রকল্প বিশ্বের সেরা প্রকল্পের পুরষ্কার পেয়েছিল সেদিন খুব খুশি হয়েছিলাম। কন্যাশ্রীর মেয়েরাই একদিন বাংলাকে গড়বে, বিশ্বকে জয় করবে। কোনও দিন যদি আন্দামান নিকোবর জেলে যাও, দেখবে যত নাম আছে, তার মধ্যে ৯০ শতাংশ নাম আছে বাংলার। আর বাদবাকি পঞ্জাবের। স্বাধীনতার যুদ্ধ, স্বাধীনতার লড়াই সবটাই কিন্তু বাংলা থেকে হয়েছিল। বাংলা যে স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল, সেটা নতুন করে বলার প্রয়োজন লাগে না। বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার মেধা এগিয়ে চলুক। কেউ যেন থামাতে না পারে।' পাশাপাশি এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাকে যেন কেউ চমক দেখাতে না পারে। বাংলাকে আমরা চমক দেখাব, উন্নয়নের সঙ্গে। বাংলাকে ধমকানি নয়, চমকানি নয়। বাংলা আমার কাছে আমার ঘর। আমার ঘর, মায়ের শাড়ির আঁচল, আম্মার শাড়ির আঁচল। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, সবাই একসঙ্গে থাকবে। বাংলা সংহতির এক প্রধান কেন্দ্র। বাংলাকে কেউ ধমকাবেন চমকাবে না। বাংলার কোনও ধমকানি চমকানির সামনে মাথা নত করবে না। বাংলাকে আমরাই গড়বো, আমরাই চমক দেব।' অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, রাজ্যের নারী-শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজা, রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও কৃষিমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী এবং স্বরাষ্ট্রসচিব বি পি গোপালিকাও। অছিলেন রাজ্যের মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়, শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায় ও উপদেষ্টা অনন্যা চ্যাটার্জি চক্রবর্তী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 10/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12293 নং এফিডেভিট বলে Shantanu Kumar Chakraborty S/o. Sreepati Kumar Chakraborty ও Santanu Chakraborty S/o. S. P. Chakraborty সাং বাগাটী, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 11/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12442 নং এফিডেভিট বলে Kamal Singha S/o. Bechu Singha ও Kamal Singh S/o. B. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 11/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12426 নং এফিডেভিট বলে Hemanta Manna S/o. Sital Prosad Manna ও Hemanta Kr. Manna S/o. Lt. S. P. Manna, Late Sital Prosad Manna, Shital Prasad Manna সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 11/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12364 নং এফিডেভিট বলে Moli Datta W/o. Shyamal Kumar Datta ও Moli Dutta W/o. S. K. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 10/08/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4100 নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Harun Ur Rasid & Md Harunur Rasid & Mohammad Harunur Rashid & Md Harunur Rashid & Md Harunar Rashid of Kaikala, Haripal, Hooghly-712405, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Md. Mamunur Rashid.

নাম-পদবী

গত 01/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11762 নং এফিডেভিট বলে আমি Mrinal Kanti Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Biswanath Ghosh ও Lt. Biswanath Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, ANKIT SRIVASTAV S/O SURAJ PRASAD LAL residing at 16B, Tarak Pramanick Road, Beadon Street, Kolkata - 700006 , WB hereby declare vide affidavit before the Ld. Metropolitan Magistrate (1st Class) at Kolkata dated 05.08.2023 that my father's actual and correct name is SURAJ PRASAD LAL i.e. recorded in all his documents including his Aadhar Card but inadvertently his name has been recorded as SURAJ SRIVASTAV in my all documents such as Mark sheet of Madhyamik Pariksha. SURAJ PRASAD LAL and SURAJ SRIVASTAV is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Manoj Kumar Mishra**, son of Late Basant Mishra from Purba Barisha, Kolkata, solemnly affirm that I was previously recognized as Manoj Mishra, as indicated in my son's (Abhishek Mishra) school certificate. Presently, I am known as Manoj Kumar Mishra, stated in my Voter ID. I affirm that both names refer to the same individual, as affirmed in the affidavit dated July 3rd, 2023, before Alipore's Notary Public.

CHANGE OF NAME

I, **Pratibha Mishra**, wife of Manoj Kumar Mishra, residing in Purba Barisha, Kolkata, affirm that my true name is Pratibha Mishra, consistent with my Aadhar Card and Voter ID. My son's (Abhishek Mishra) passport mistakenly states "Pratibha Devi" instead. I confirm **Pratibha Mishra** and **Pratibha Devi** are one and the same, affirmed by affidavit on July 3rd, 2023, before Alipore's Notary Public.

CHANGE OF NAME

I, Hushnaara Hadem D/o Smti Hunlang Hadem, Currently R/o SNV Hall of Residence, IIT Kharagpur Dist. West Medinipur, West Bengal do hearby declare that I have changed my name from Hushnaara Jahan Hussain Hadem to Hushnaara Hadem. Henceforth, I shall be known as Hushnaara Hadem for all intents and purposes vide an affidavit no 6621/31 dt 20.07.23 sworn before the Ld. 1st Class J.M. at Kharagpur.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৫ ই আগস্ট। ২৯ শে শ্রাবন। মঙ্গলবার। চতুর্দশী তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্রর মহাদশা। বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রতিবেশীর সাথে হঠাৎ করে বিবাদের সম্ভাবনা। ব্যবসাটি যেভাবে সাজাবেন ভেবেছিলেন, তাতে কিছু বাধা পড়বে। আজ সতর্ক থাকা ভালো, দূর সম্পর্কের আত্মীয় থেকে। হঠাৎ করে অপরিচিত ফোন কল না ধরা শুভ। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। একদম সকালে বাজার করাকে কেন্দ্র করে পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সম্ভাবনা। নিজেগৃহ মন্দিরে একমুষ্টি আতপ চাল ও প্রদীপ দান করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। যারা পোস্ট ত্মদ্রত্বন্থদ্রম্থষ্ঠত্র বা ডক্টরেট করার জন্য, বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য শুভ। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে শুভ যোগ তৈরি হবে। ঋণ দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। ব্যবসায় নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দেবী মহাকালী চরণে লাল জবা দিন। শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজ দিনটি খুবই শুভ হবে। কর্মের অনুসন্ধানে যারা রয়েছেন তাদের কর্ম প্রাপ্তির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ। ব্যাংক ইন্সুরেন্স থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। পরিবারে জটিল যে সমস্যা ছিল তার সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল শুভ। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : শুভ হবে। আজ পুরাতন বান্ধবী দ্বারা লাভ প্রাপ্তির দিন। প্রেম নিবেদন করবেন ভেবেছিলেন আজ শুভ দিন। প্রেমিক প্রেমিকাদের জন্য অতীব শুভ দিন, বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের শান্তির বাতাবরণ। গৃহ মন্দিরে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

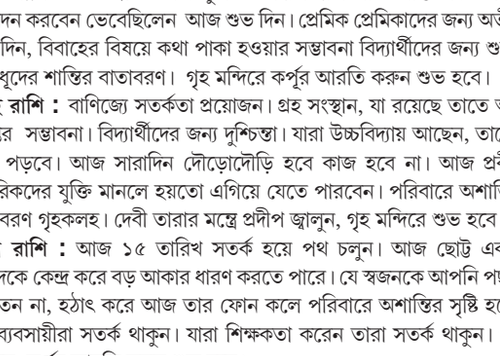

সিংহ রাশি : বাণিজ্যে সতর্কতা প্রয়োজন। গ্রহ সংস্থান, যা রয়েছে তাতে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। যারা উচ্চবিদ্যায় আছেন, তাদের বাধা পড়বে। আজ সারাদিন দৌড়োদৌড়ি হবে কাজ হবে না। আজ প্রবীণ নাগরিকদের যুক্তি মানলে হয়তো এগিয়ে যেতে পারবেন। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ গৃহকলহ। দেবী তারার মন্ত্রে প্রদীপ জ্বালুন, গৃহ মন্দিরে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ ১৫ তারিখ সতর্ক হয়ে পথ চলুন। আজ ছোট্ট একটি বিবাদকে কেন্দ্র করে বড় আকার ধারণ করতে পারে। যে স্বজনকে আপনি পছন্দ করতেন না, হঠাৎ করে আজ তার ফোন কলে পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হবে। বস্ত্র ব্যবসায়ীরা সতর্ক থাকুন। যারা শিক্ষকতা করেন তারা সতর্ক থাকুন। গৃহ মন্দিরে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। ব্যবসা বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করেছিলেন, নির্ভয় তা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমিক যুগল শুভ। গৃহ মন্দিরে ২১ টি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পুরাতন বান্ধবী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। যারা শিক্ষকতা করেন, যারা টেকনিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজের মধ্যে আছেন, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা উচ্চবিদ্যা আছেন তাদের জন্যও শুভ। ব্যাংকিং টেনশন যা ছিল, সেখান থেকে সমস্যার পথ পাবেন। পরিবারে গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন। কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : নৈরাশ্য- আলস্য- হতাশা, আপনাকে আজ গ্রাস করবে। কোন সুযোগ হাতের বাইরে যেতে পারে। আপনাকে আজ সাক্ষাতের জন্য কেউ ডাকলে, খুব গুরুত্ব সহকারে দেখা করুন। কোন প্রভাবশালী মানুষের সহযোগিতায় কোন কাজ হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু আপনার আলস্য নৈরাশ্য হতাশা আজ গ্রহ সংস্থান এইরকম। গৃহে কলহ বিবাদের সম্ভাবনা। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ জ্বালুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকে আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। মনের মধ্যে একটা আনন্দ অনুভূত হবে, স্বজন বান্ধব পরিবার প্রতিবেশী দ্বারা শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। এগিয়ে চলুন বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রেমিকদের অত্যন্ত শুভ। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন। শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : শ্রমের দ্বারা জয় নিশ্চিত। কিছুটা হতাশা মনোমধ্যে তৈরি হবে। কর্মে শুভ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। যারা শিল্পী এবং কলা কুশলী বা অভিনয় করেন তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যে যোগাযোগ আটকে ছিল আজ আবার তা নতুন পথ দেখাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে বিল্ব পত্রসহ ভগবান শিবের পুজো করুন ভালো হবে।

মীন রাশি : শুভ। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধি। বিশেষত তরল পদার্থ কেমিকেল জল দুধ এই ধরনের বাণিজ্যে যারা আছেন, তাদের প্রভূত সম্মান বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন স্বজন আত্মীয় দ্বারা উপকৃত হবেন। আজ গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন শুভ হবে।

(আজ ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস। ঋষি অরবিন্দ ঘোষের ভূমিষ্ঠ দিবস। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ভূমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. District Judge, Paschim Medinipur
J. Misc Case No. 57 of 2021
R-143/2021
Sri Rathindranath Maity
..... Petitioner

এদদ্বারা সবর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার অন্তর্গত হরিহরপুর সাকিনের রাজশ্রী মাইতি স্বামী-রজত শুভ্রা মাইতি তাহার নাবালক পুত্র রথীনন্দ্রনাথ মাইতির নামিত নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের নিমিত্ত স্থানীয় জেলা জজ আদালতে J. Mise Case No. 57 of 2021 নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তিনি উক্ত আদালতে আগামী ইং ১৮/০৮/২৩ তারিখে স্বয়ং কিম্বা কোন ভারপ্রাপ্ত আইনজীবির মাধ্যমে বেলা ১০.৩০ মিনিটে উপস্থিত হইয়া নিজ বক্তব্য পেশ করিতে পারেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীল

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- ডেবরা, জে.এল. নং ৪১৯, মৌজা- কালুয়া আকুব, আর, এস খতিয়ান নং ৮৯, এল.আর, খতিয়ান নং ২৮/২, আর.এস ও এল. আর দাগ নং ১২১, পরিমান -২৩ ডেঃ এর মধ্যে ১২ ডেঃ জল।

আদেশানুসারে
Bibhas Mondal.
সেরেস্তাদার
District Judge's Court
Paschim Medinipur

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-**adconnexon@gmail.com**

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

গঙ্গাতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৪ আগস্ট অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার। গোটা শ্রাবন মাস ধরেই প্রতি সোমবার অসংখ্য ভক্ত ও হিন্দু শ্রদ্ধালুরা মহাদেবের মাথায় জল ঢালতে বিভিন্ন মন্দিরে যায়। সোমবার মহাদেবের মাথায় জল ঢালার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে গঙ্গাতে তলিয়ে গেল বছর ১৬ র যুবক। পুলিশ সূত্রে খবর যুবকের নাম প্রীতম ঘুঘু (১৬), বাড়ি হাওড়ার যুজার সাহা এলাকাতে। স্থানীয় পিএন মান্না স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। সোমবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাঁকরাইল থানা সংলগ্ন গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে ছিলেন। যদিও সাঁতার না জানার কারণে ওই যুবক স্নান করতে নেবেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে সোমবার সকাল ৮৩০ মিনিট নাগাদ বাড়ির অমতেই বেরিয়েছিল। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে আনুমানিক সকাল ১১ টা নাগাদ। দুর্ঘটনা পর প্রশাসনের তরফ থেকে স্থানীয় নৌকা এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ডাকা হয়। তারা এসে দেহটিকে খোঁজার চেষ্টা চালায়। যদিও তাতেও তলিয়ে যাওয়া যুবককে খুঁজে না পেয়ে অবশেষে ডুবুরি নামাতে হয়। এখনো তাকে খোঁজার কাজ চলছে বলেই প্রশাসন সূত্রে খবর। দুর্ঘটনায় ওই যুবকের কাকা সত্যনাথ ঘুগু অভিযোগ করে বলেন 'এই বিশেষ দিনগুলোতে গঙ্গার ঘাটে পুণ্যার্থীরা গঙ্গাস্নান করতে আসেন। অনেক মানুষের ভিড় হয়, তাই প্রশাসনের উচিত ছিল আগে থেকে ওই স্থানে বিপর্যয় মোকাবিলা টিম মোতায়েন রাখতে। পুলিশের টিম মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও যদি এই ঘটনা ঘটে তাহলে সত্যি লজ্জিত হতে হয়।' বেশ কিছুক্ষন খোঁজার পর দুপুর ১ টা নাগাদ ডুবুরীরা ওই নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। ময়নাতদন্তের জন্য যুবকের মৃতদেহ নিয়ে যায় পুলিশ। ময়নাতদন্তের পর যুবকের দেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। প্রীতমের মৃত্যুর খবর আসার পর শোকের ছায়া নেমে আসে যুবকের পরিবারে। সামনের বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল নিখোঁজ যুবক প্রীতম ঘুগুর।

প্রকাশিত হল 'চারুলতা' পুস্তক

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি সল্টলেকের টিপসি টাইগার সভাকক্ষে রৌনক পাবলিকেশনের তরফে প্রকাশিত হলো 'চারুলতা' পুস্তকটি। মাধবী মুখোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকারভিত্তিক এই বইটির লেখিকা হলেন রেশমী মিত্র। এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রুপা মজুমদার, মাধবী মুখোপাধ্যায়, শিল্পী শুভা প্রসন্ন ভট্টাচার্য,অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, শিল্পী যোগেন চৌধুরি, টেকনো ইন্ডিয়া গোষ্ঠীর চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মানসী রায়চৌধুরি, শ্রীলা মজুমদার, মৃদুল পাঠক, হিডকোর এমডি দেবাশিস সেন ও জর্জ টেলিগ্রাফ গোস্টির এম ডি সুব্রত দত্ত প্রমুখ। দুই অভিনেত্রী চারুলতা নামক ভিন্ন দুটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করার সুবাদে বইটির নাম করন করা হয়েছে চারুলতা । তাঁদের জীবনের কিছু কথা বইটিতে উল্লেখ রয়েছে। আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে নতুনদের কাজে পৌঁছাতেই মূলত প্রকাশনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। চারুলতা এই পাবলিকেশনের সর্ব প্রথম বই হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। ছবি, নুরুল ইসলাম খান

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী হলে অনুষ্ঠিত হল নৃত্য -গীতি আলেখ্য 'অমৃতাঞ্জলি', ভারতীয় স্বাধীনতার বীরদের স্মরণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নৃত্য পরিবেশনে দীক্ষামঞ্জরী শিল্পীরা,পরিচালনায় বিশিষ্ট ওডিশি নৃত্য শিল্পী ডোনা গাঙ্গুলি, সংগীতে দক্ষিণায়ন ইউকের ড আনন্দ গুপ্ত, পাঠে কেতন সেনগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন মিউজিয়ামের ডাইরেক্টর ইনচার্জ অরিজিৎ দত্ত চৌধুরী।

মুম্বাইতে 'এশিয়াটেক্স -২০২৩' টেক্সটাইল ট্রেড ফেয়ারের ৫ম সংস্করণ আয়োজন করবে হিন্দুস্তান চেম্বার্স অফ কমার্স

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুম্বাই: হিন্দুস্তান চেম্বার অফ কমার্স ৩১ আগস্ট থেকে ২রা সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টার, বিকেসি, মুম্বাইতে "এশিয়াটেক্স ২০২৩" টেক্সটাইল ট্রেড ফেয়ারের আয়োজন করবে এটি বিটুবি মেলার ৫ম সংস্করণ হবে।

হিন্দুস্তান চেম্বার অফ কমার্সের (এইচসিসি) সভাপতি শিখরচন্দ জৈন বলেছেন যে চেম্বারের ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মেলায় প্রায় ১২৫টি স্টল থাকবে। চেম্বারের জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং মেলায় ৯০৪ বর্গ ফুট থেকে ৯৭ বর্গ ফুট পর্যন্ত বৃহৎস্থানের অধিকাংশের স্টল থাকবে মুম্বাই, ভিওয়ান্ডি, সুরাট, ইচালকারঞ্জি, ভিলওয়াড়া, আহমেদাবাদ এবং সমস্ত প্রধান টেক্সটাইল হাবগুলির প্রতিনিধি সহ বিস্তৃত পরিসরের স্টল থাকবে।

বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, সাইকোথেরাপিস্ট ও কাউন্সিলর, কেয়ারিং মাইন্ডস, আইক্যানফ্লাই, ক্যাফের আইক্যানফ্লাই-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারপার্সন আইসিসি টাস্কফোর্স মিনু বুধিয়া এবং বিধাননগর কমিশনারেটের কমিশনার আইপিএস গৌরব শর্মা, ভারতীয় চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে আয়োজিত নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত একটি কর্মসূচি 'বাঘিনী ২'-এ অংশগ্রহণকারীদের মেডেল এবং সংশাপত্র প্রদান করেন।

হাওড়া-সহ ১৩টি স্টেশনে পূর্ব রেলের 'দেশভাগের ভয়াবহতা স্মরণ দিবস' উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৪ অগাস্ট ২০২৩ সালে পূর্ব রেল 'দেশভাগের ভয়াবহতা স্মরণ দিবস' পালন করলো। দেশভাগের পরবর্তীতে দেশবাসীর মনে এর করুন প্রভাব তথ্যচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

দেশভাগের দরুন প্রভাবিত লক্ষ লক্ষ মানুষের যন্ত্রণা, যন্ত্রণা ও বেদনাকে আলোকিত করতে দেশভাগের ভয়াবহ স্মরণ দিবসের পরিকল্পনা করা হয়েছে বলেই পূর্ব রেল সূত্রে জানান হয়েছে।

পূর্ব রেলের ১৩ টি বিভিন্ন স্টেশনে 'দেশভাগের ভয়াবহতা স্মরণ দিবস'-এর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। যার মধ্যে শিয়ালদহ বিভাগে - রানাঘাট, কলকাতা, শিয়ালদহ, আসানসোল বিভাগে - আসানসোল, দুর্গাপুর, মালদা বিভাগে - ভাগলপুর, জামালপুর, মালদা, সাহিবগঞ্জ। শহর, কাহালগাঁও এবং হাওড়া বিভাগে - হাওড়া, বর্ধমান স্টেশনগুলি একটি রঙিন পদ্ধতিতে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

হাওড়া স্টেশনের অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত সীতারাম সাহার স্ত্রী শ্রীমতী বিন্দু রানী সাহা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত আনন্দ মোহন ব্যানার্জির স্ত্রী শ্রীমতি মুকুল ব্যানার্জি সহ একাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্ত্রী 'দেশভাগের ভয়াবহ স্মৃতি দিবস' প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন।

দেশভাগের ফলে ১০ থেকে ২০ লক্ষ মানুষ তাদের বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। বিভিন্ন সংঘর্ষে আরও ২ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ২০২১ সালের ১৪ অগাস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছিলেন যে ১৪ অগাস্ট ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় ভারতীয়দের দুর্ভোগ এবং ত্যাগের কথা জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতি বছর দেশভাগের ভয়াবহ স্মরণ দিবস হিসাবে স্মরণ করা হবে।

দেশভাগের সময়, বিভক্ত হওয়া এক দেশ থেকে অন্য রাজ্যে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার জন্য রেলপথগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়েছিল। দুঃস্থ উদ্বাস্তুতে ভরা ট্রেনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নতুন গন্তব্যের জন্য যাত্রা করা বেশ কয়েকটি ছবি এই প্রদর্শনীশালাতে প্রদর্শন করা হয়।

রেলওয়ে স্টেশনগুলির এই ১৩ টি প্রদর্শনীশালাতে ভারত ভাগের সময় গৃহহীনদের ভাঙা হৃদয়ের সাক্ষী হয়ে ঐতিহাসিক গুরুত্বের জায়গা হিসাবে দেশভাগের ভয়াবহ স্মরণ দিবসের প্রকৃত চেতনার প্রতিফলন করছে বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল।

প্রাক স্বাধীনতা দিবসে হাওড়া স্টেশনে নাশকতা বিরোধী অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশিকা অনুসারে, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী জিআরপি-র সাথে যৌথভাবে সমস্ত স্টেশন, ব্রিজ, ট্র্যাক, জনবহুল স্থান ক্লক রুম, ওয়েটিং হল, রিজার্ভেশন অফিস, টয়লেটে স্নিফার ডগ দিয়ে নাশকতাবিরোধী চেকিং পরিচালনা করছিল। এছাড়াও পার্সেল এলাকা, লবি, মেল/এক্সপ্রেস এবং প্যাসেঞ্জার ট্রেন, ইস্টার্ন রেলওয়ের অত্যাবশ্যক ইনস্টলেশন এবং কনকোর্স এলাকাতেও এই বিশেষ অভিযান চালানো হয়। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ফাঁকা র‍্যাক, দূরপাল্লার বিশেষ ট্রেন, রেলওয়ে সেতুতে স্নিফার ডগের সাহায্যে নজরদারি চালানো হচ্ছে। এই বিশেষ অভিযান ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত নিয়মিত চলবে। এছাড়াও, প্রতিটি স্টেশনে আরপিএফ এবং জিআরপি রেলওয়ে চত্বরে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মেটাল ডিটেক্টর, লাগেজ স্ক্যানার, এইচএইচএমডির মাধ্যমে চেকিং পরিচালনা করেছে।

পুলিশের কেন্দ্রীয় পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডোমজুড় থানার সাব ইন্সপেক্টর আলতার হোসেন মল্লিক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে পুরস্কার পাচ্ছেন

সৌরভের ঘরেই চলত র‍্যাগিং, এমনই তথ্য সামনে এল তদন্তে

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: ধৃত সৌরভকে জেরা করে চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে এসেছে তদন্তকারীদের, এমনটাই সূত্রে খবর। এই নয়া তথ্যের মধ্যে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের শুধু শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনই নয়, হেনস্থার ভিডিয়ো রেকর্ড করে রাখতেন ধৃত প্রাক্তনী সৌরভ চৌধুরী। এখানেই শেষ নয়, র‍্যাগিংয়ের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়া হুমকি দিয়ে প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের ভৃত্যবৃত্তি করতে বাধ্য করাতেন সিনিয়ররা। তাদের ঘর পরিষ্কার করা, জলের বোতল নিয়ে আসা, খাবার নিয়ে আসার মতো কাজ করতে হত নতুনদের। তবে পড়ুয়ার মৃত্যুর পর সৌরভ ও তাঁর সহযোগীরা সেই র‍্যাগিংয়ের ভিডিও মোবাইল থেকে মুছে ফেলেন বলেই জানতে পেরেছে পুলিশ।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত তিন পড়ুয়ার মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ভিডিও মুছে ফেলার তথ্য পাওয়ার জন্য ফোনগুলিকে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন হস্টেলে পড়ুয়াদের এই র‍্যাগিং চলত বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় প্রতিনিয়ক কীভাবে এই ঘটনা চলত, সেই প্রশ্নও ভাবাচ্ছে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকদের। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, হস্টেলে প্রথম বর্ষের নতুন কোনও পড়ুয়া এলে তাঁদের আলাদাভাবে সৌরভের ঘরে দেখা করার নির্দেশ দেওযা হতো। সেখানেই চলত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। বিবস্ত্র করে ভিডিও তুলে রাখা হত মোবাইলে। বিভিন্ন ছাত্রের নামে মোবাইলে আলাদা আলাদা ফোল্ডার ছিল বলেও জানতে পেরেছে পুলিশ। নির্যাতনের ভিডিও সংশ্লিষ্ট ছাত্রের নামের ফোল্ডারে রেখে দেওয়া হত। একইসঙ্গে এও জানা যাচ্ছে যে, হস্টেলে আসা নতুন কোনও পড়ুয়াকে গাঁজা কাটার 'টাস্ক' দিত সিনিয়ররা। না পারলে চলত অকথ্য গালিগালাজ। এমনকী যেসব পড়ুয়ারা কোনও নেশা করতেন না তাঁদের জোর করে মদ ও গাঁজা খাওয়ানো হত বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। প্রাক্তন সৌরভের হস্টেলের থাকার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে কী তথ্য ছিল, তা জানতে পুলিশের তরফে পাঠানো হচ্ছে চিঠি। এখন তদন্তে আরও নতুন কোনও দিক উন্মোচিত হয় কি না এখন সেটাই দেখার।

র‍্যাগিংয়ের বিরোধিতা করে জনস্বার্থ মামলা দায়ের কলকাতা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: র‍্যাগিংয়ের বিরোধিতায় জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার আবেদন জমা পড়ে কলকাতা হাইকোর্টে। সোমবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়েরের আবেদন জানানো হয়। আদালত সূত্রে খবর, আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় এই মামলা দায়ের করা আর্জি জানান। আইনজীবী সায়নের এই আবেদন মঞ্জুর করে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী সপ্তাহে এই মামলার শুনানি হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। হাইকোর্টে মামলাকারীর আবেদন করেন, র‍্যাগিংয়ের বিরোধিতায় সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে আর.কে রাঘবন কমিটি যে গাইডলাইন তৈরি করেছে, তা প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হোক। প্রাক্তন কোনও বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি তৈরি করে গাইডলাইন কর্যকর করার আবেদন জানান মামলাকারী।

একইসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির সুপারিশ কার্যকর করার আবেদন জানিয়েছেন আইনজীবী। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, কেরলের একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা

হয়েছিল। সে সময়ই আর. কে রাঘবন কমিটি অ্যান্টি র‍্যাগিং নিয়ে বেশ কিছু সুপারিশ করে। ২০০৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর তা তৈরি করা হয়েছিল। এই কমিটির-ই সুপারিশ কার্যকর করার আবেদন জানিয়েছেন আইনজীবী। কারণ, সেখানে হস্টেলে সিনিয়রদের থেকে জুনিয়রদের আলাদা রাখার কথা বলা হয়েছিল ওই রিপোর্টে। জুনিয়রদের জন্য যথাযোগ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করারও উল্লেখ ছিল। সেই সব সুপারিশ যাতে কার্যকর হয় তার আবেদন করেই এই জনস্বার্থ মামলা।

স্কুলছুট রুখতে শিক্ষা দপ্তরকেই নজর দিতে হবে: অলোক রাজোরিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মেয়েদের শিক্ষিত ও স্বনির্ভর করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৩ সালের ১৪ অগস্ট স্বপ্নের কন্যাশ্রী প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। এবছর এই প্রকল্পের দশম বর্ষ পূর্তি। সোমবার রাজ্যের সমস্ত স্কুলেই ঘটা করে কন্যাশ্রী দিবস পালন করা হয়। স্কুলের পাশাপাশি এদিন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে শ্যামনগর পাওয়ার হাউস মোড়ে ডিসি নর্থ অফিসেও ঘটা করে উদযাপিত হল কন্যাশ্রী দিবস। উক্ত অনুষ্ঠানে পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া হাজির হয়ে স্কুলছুট রুখতে সচেতনতার বার্তা দিলেন। প্রসঙ্গত, কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু হলেও শিল্পাঞ্চলের বহু স্কুল পড়ুয়ার অভাবে ধুঁকছে।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগে পিএইচডিতে ভর্তি নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলল পড়ুয়ারা

রূপম চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতা দিবসের পরদিন সকালে বিশ্বভারতীর নৃতত্ত্ব বিভাগে পিএইচডি-তে ভর্তির মৌখিক পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষাই পিএইচডি এট্রান্সের চূড়ান্ত পর্যায়। তার আগেই ওই বিভাগের কয়েকজন পড়ুয়া ও গবেষক বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে একটি চিঠি দিয়ে জানালেন, পরীক্ষার আগেই বিভাগের এক প্রভাবশালী অধ্যাপক ও আর একজন কর্মী নেট পাশ করেনি এবং বিগত সেমিস্টারগুলিতে ধারাবাহিকভাবে খারাপ ফল করেছে এমন চার প্রার্থীকে পিএইচডি-র জন্য নির্বাচিত করেছে। লিখিত পরীক্ষায় বেশি নম্বর দিয়ে আগেই অন্য প্রার্থীদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এবার আগামী ১৬

অগস্ট মৌখিক পরীক্ষাকে প্রহশনে পরিণত করে ওই চারজন প্রার্থীকে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে পিএইচডি-তে ভর্তির চক্রান্ত চলছে। নৃতত্ত্ব বিভাগের ওই শিক্ষক ডা. শিপয় সর্বেশ্বর এর নাম করেই উপাচার্যকে অভিযোগ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানানো হয়েছে, অভিযোগটি গুরুতর। এভাবে অনিয়ম করে পিএইচডিতে ঢোকানোর অভিযোগ আগে ওঠেনি। তাই এই বেআইনি কাজের যথাযত তদন্ত হবে।

৭৭তম পবিত্র স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ফুরফুরা দরবার শরীফের তরফে দেশের জনগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। সবাই ভালো থাকবেন। স্মরণীয় এই গৌরবময় দিনের আনন্দ আকাশে বাতাসে উড়ছে। কিন্তু দেশের বহুত্ববাদ ও

গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার ধ্বংস হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন আতঙ্কিত এবং ভীত সন্ত্রস্ত। তাঁদের হত্যা করা হচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছে মসজিদ। এরাজ্যও পিছিয়ে নেই। ভারতের বৃহত্তম মুসলিম তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত ফুরফুরা শরীফেও চলছে অমানবিক অত্যাচার, ক্ষত বিক্ষত হচ্ছেন পীর সাহেবগণেরা।

প্রশাসনের এই হিটলারি মনোভাবকে ধিক্কার জানাই। আজকের এই মহা আনন্দের দিনে আমাদের মন ভেঙে চুরমার। আজকের দিনেও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে রাস্তায় বসে রয়েছি আমরা। তবুও দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব আইন কে শ্রদ্ধা জানাই।

পীরজাদা সাউদ সিদ্দিকী

সম্পাদকীয়

র‍্যাগিং নামক আদিম প্রবৃত্তি চললেও কেন সরব হতে চান না প্রশাসন

দেশের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম যাদবপুর। কত কৃতী পড়ুয়ার উচ্চশিক্ষার আঁতুড়ঘর এই বিশ্ববিদ্যালয়, তা গুনে বলা যাবে না। এই রাজ্যে যত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, গ্ল্যামার আধুনিকতা আর উদার মনস্কতার মাপকাঠিতে যাদবপুর যেন তাল গাছসম। অথচ এমন এক উচ্চমার্গের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং নামক শতাধিক বছরের পুরনো এক কদর্য ব্যাধি বাসা বেঁধে রয়েছে, যা ভাবতেও অবাক লাগে। ন'বছর আগে, ২০১৪ সালের 'হোক কলরব'-এর কথা মনে আছে নিশ্চয়ই। ক্যাম্পাসের মধ্যেই এক ছাত্রীকে যৌন হেনস্তার ঘটনায় অভিযুক্ত হস্টেলের একদল ছাত্র। ওই ঘটনার বিচার চেয়ে যাদবপুরের গণ্ডি পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়া আন্দোলনের নাম 'হোক কলরব'। তার আগের বছর হস্টেলে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে দুই ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। গত কয়েক বছরে সেই ছবিটা কিছুটা বদলালেও নির্মূল হয়নি। কখনও বা প্রতিবাদী ছাত্রদের বিরুদ্ধে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। কখনও ক্যাম্পাসের মধ্যেই দৃষ্টিহীন ছাত্রকে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত হয়েছে কোনও ছাত্র। আবার গ্রাম শহরের পার্থক্য টেনে বর্ণবৈষম্যের কথা বলে হেনস্তারও সাক্ষী এই বিশ্ববিদ্যালয়। আবার কিছুদিন আগে এক প্রথম বর্ষের পড়ুয়াকে অডিটোরিয়ামের মঞ্চে তুলে অশালীন যৌন দৃশ্যে অভিনয় করানোর অভিযোগও ওঠে। পড়ুয়া থেকে প্রাক্তনীদের একাংশের কথায়, আধুনিক মনস্ক যাদবপুরে র‍্যাগিং হয়তো এক প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়েছে। অর্থাৎ এই 'অসুস্থ' মানসিকতা এখনও কারও কারও মধ্যে থেকে গিয়েছে। যখনই র‍্যাগিংয়ের কোনও অভিযোগ ওঠে তখনই ঘটা করে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। তদন্ত হয়। কিন্তু তারপর? র‍্যাগিংয়ের ঘটনা যাতে একটিও না ঘটে তার জন্য কাগজে-কলমে রয়েছে অজস্র নিয়মকানুন। সেগুলি কি মানা হয়? চলে কি কড়া নজরদারি? প্রাসঙ্গিক এই প্রশ্নগুলি উঠছে। ভাবতে অবাক লাগে, এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনা নিয়েও রাজনীতির কারবারিরা ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছেন! স্বপ্নদীপের মৃত্যুর পর জানা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের যে হস্টেলগুলিতে আর্থিকভাবে দুর্বল পড়ুয়াদের থাকার কথা, তার একটা অংশই নাকি দখল করে রয়েছেন প্রাক্তন ছাত্ররা। এমনকী তাঁদের কেউ-বা 'মেস' কমিটিরও সদস্য! এমন সিনিয়রদের কেউ কেউ নাকি স্বপ্নদীপের মতো নবাগতদের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করে 'স্মার্ট' হওয়ার পাঠ দেন! বছরের পর বছর ধরে এঁদের 'দাদাগিরি'র কথা কি জানেন না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ছাত্র সংসদের নেতা বা অন্য পড়ুয়ারা? কিন্তু প্রায় কেউই মুখ খুলতে সাহস দেখান না। যাদবপুরের বাম-অতিবামপন্থী ছাত্রদের একাংশ নিজেদের প্রতিবাদী ভাবমূর্তি বোঝাতে দুনিয়ার যে কোনও বিষয়ে সরব হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যে কোনও দাবি (হয়তো সঙ্গতও) নিয়ে উপাচার্য, সহ উপাচার্য, রেজিস্ট্রার বা কর্তৃপক্ষের কাউকে ২৪-৪৮-৭২ ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখার রেকর্ডও রয়েছে আন্দোলনরত ছাত্রদের। ব্যক্তিস্বাধীনতা, মুক্তচিন্তা, উদার মানসিকতার বুলিতে সবসময় সরগরম থাকে ক্যাম্পাস চত্বর। কিন্তু র‍্যাগিং নামক আদিম প্রবৃত্তি চললেও কেন তাঁরা সরব হন না? কোন কুশীলবরা প্রাক্তনীর ছদ্মবেশে ক্যাম্পাসে বা হস্টেলে র‍্যাগিংয়ের হোতা হয়ে বসে আছে? তাই প্রশ্ন উঠছে, এই মৃত্যু যে শিক্ষা দিয়ে গেল তারপরও কি পরিস্থিতি বদলাবে? আতঙ্কে রয়েছেন সাধারণ পড়ুয়ারা। প্রচ্ছন্ন হুমকি অন্যরূপে চলছে। সিনিয়রদের একাংশ উপদেশের ছলে জুনিয়রদের বোঝাচ্ছেন, মুখ বন্ধ রাখতে। পইপই করে বলে দেওয়া হচ্ছে, ভাই তুই কিন্তু কিছু দেখিসনি, শুনিসনি। কিন্তু তারুণ্যে ভরপুর গোটা ছাত্রসমাজকে তো এভাবে দমিয়ে রাখা যায় না। এই ভয়ের বাতাবরণের মধ্যেই সাহস করে মুখ খুলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদেরই একাংশ।

জন্মদিন

আজকের দিন

ঋষি অরবিন্দ

১৮৭২ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ঋষি অরবিন্দের জন্মদিন
১৯২৬ বিশিষ্ট কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যর জন্মদিন।
১৯৫৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রমেশ পোখরিওয়ালের জন্মদিন।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের স্মৃতি

অশোক সেনগুপ্ত

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল চট্টগ্রাম। সংগ্রামের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল চট্টগ্রাম। স্বাধীনতার ৭৬ বছর বাদে তাঁদের ত্যাগ ও অসম সাহসিকতার সেই স্মৃতি অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহ (১৮ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রি) ও বিপ্লবী সূর্য সেন (ফাঁসি ১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ খ্রিঃ) অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বদেশী ও চরমপন্থী আন্দোলনের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল, সুসংগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত একটি অধ্যায়। এই স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের নেপথ্যে অবিভক্ত ভারতের উল্লেখযোগ্য নানা ঘটনা নীরবে চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থান, বিদ্রোহের সব কর্মসূচি ও প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য রসদ ও প্রেরণা যুগিয়েছে।

চট্টগ্রামের কথা উঠলেই প্রথমে মনে পড়ে মাষ্টারদা সূর্য সেনের কথা। শৈশবে পিতা মাতাকে হারানো সূর্য সেন কাকা গৌরমনি সেনের কাছে মানুষ হয়েছেন। সূর্য সেন ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। বলিউডে ইতোমধ্যেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন নিয়ে খেলে 'হাম জি জান সে' শীর্ষক একটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে, যার প্রধান চরিত্র মাস্টারদা সূর্য সেন। ২০১০ সালের ৩ ডিসেম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত আশুতোষ গোয়ারিকর পরিচালিত এই ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন বলিউড তারকা অভিষেক বচ্চন।

এই সঙ্গে ছিলেন যামিনী সেন, মণীন্দ্র সেন আর অম্বিকা চক্রবর্তী। শুরুতে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল একটিই ছিল। তারা বাংলার প্রধান দু'টি বিপ্লবী দল 'যুগান্তর' এবং 'অনুশীলন'- কোনওটির সাথে একেবারে না মিশে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। শহর সংগঠনের দায়িত্বে-গণেশ ঘোষও অনন্ত সিংহ; গ্রামের সংগঠনের দায়িত্বে- নির্মল সেন। এছাড়া লোকনাথ বলকে ছাত্র আন্দোলন ও ব্যায়ামাগার গঠন প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। অনুরূপ সেন বিপ্লবীদলের সংবিধান লিখলেন এবং তাঁকে ও নগেন্দ্রনাথ সেনকে কলকাতার অন্য দলগুলোর সাথে যোগাযোগ এবং অস্ত্র সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

প্রথমদিকে বিপ্লবী সংগঠনে মেয়েদের সদস্য করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। বিপ্লবীদের প্রতি মা, নিজের বোন এবং অন্যান্য নিকট আত্নীয় ছাড়া অন্য মেয়েদের সাথে মেলামেশা না করার নির্দেশ ছিলো মাষ্টার'দা সূর্য সেনের।পরে তিনি এই নির্দেশ শিথিল করেন। এতে পরবর্তীতে কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন ও জালালাবাদ যুদ্ধ হয় ১৮ এপ্রিল ১৯৩০। সূর্য সেন অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠনের ঘোষনা দেন। তিনি তাঁর ঘোষনায় বলেন "The great task of revolution in India has fallen on the Indian Republican Army. We in Chittagong have the honour to achieve this patriotic task of revolution for fulfilling the aspiration and urge of our nation."

মাস্টারদা সূর্য সেন থেকে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত থেকে গণেশ ঘোষ; অগ্নিযুগের অসংখ্য অগ্নিসন্তানের জন্ম বা কৈশোর অথবা পূর্বপুষদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে চট্টগ্রামের সঙ্গে। তাঁদের কীর্তি নিয়ে অনেক লেখালেখি হলেও তাঁদের ঘনিষ্ঠদের জবানীতে পরিবারের কতটা বদল এসেছে, তার কোনও প্রামান্য লেখনি ধরে রাখা যায়নি।

মাস্টারদার সবচেয়ে কাছের অন্যতম ছিলেন অনুরূপ সেন। তাঁদেরও বাড়ি ছিল নোয়াপাড়া গ্রামে। সংগ্রামীদের বিপ্লবী সংগঠনের রচয়িতা ছিলেন অনুরূপ সেন। ১৯২৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। বিপ্লবের গবেষক আশিস সেন বলেন, 'দেশ ভাগের ঠিক পর থেকেই ওখানে ব্যাপক জমি দখল শুরু হয়। দেশ ভাগের পর প্রবীন বিপ্লবী বিনোদ চৌধুরী ওখানকার সাংসদ হন। তিনি ১৯৫১-৫২ সালে ওখানে অনুরূপ সেনের বাড়ি খুঁজে পাননি। কয়েক বছর আগে ১০২ বছর বয়সে প্রয়াত হন বিনোদ চৌধুরী।'

অগ্নিসন্তানের অন্যতম বিধূভূষণ সেন ১৯৩০-এর জুন থেকে আট বছরের ওপর অন্তরীন ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার সময় সপরিবারে চলে আসেন এপাড়ে। স্মৃতিচারণায় তাঁর পুত্র আশিস সেন এই প্রতিবেদককে বলেন,তআমার জন্ম এপার বাংলায়, ১৯৫২ সালে। এই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতার আলেখ্য সেভাবে বলতে পারব না। তবে, আমার পরিবারের কথা যখন, পূর্বপুরুষদের কাছে শুনেছি। কিছু স্মৃতি তো আছেই!ত

আশিস সেনের কথায়, ঠাকুর্দা প্যারীমোহন সেন ছিলেন আইনজীবী। মূলত আমাদের বাড়ি ছিল চট্টগ্রাম শহর থেকে ১৬ মাইল দূরে। বাড়ির কাছ দিয়ে বয়ে গিয়েছিল কর্ণফুলি নদীর একটা শাখা। এর এক দিক ছিল পশ্চিমপাড়। অন্যদিকে মধ্য ও পূর্ব পাড়।

মধ্যপাড়ে বিশাল জমির ওপর আমাদের বসতি ছিল। মাটির দোতলা বাড়ি। ওপরে টিনের ছাউনি। তার নিচে সিলিং। ঠাকুর্দা প্যারীমোহন সেন ছিলেন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাণ্ড কমিশনার অফ কক্সেসবাজার এবং এজলাসের অ্যাডভোকেট। মূলত তিনি কক্সবাজারেই থাকতেন। প্যারীমোহনের তিন সন্তানের কনিষ্ঠ বিধুভূষণ সেন ছিলেন আমার বাবা। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের জেরে ১৯৩০-এর জুন মাসে তিনি গ্রেফতার হন।

আমাদের অনেকটা জমি ছিল সেখানেও। কক্সবাজারে সাগরপাড়ের গঞ্জে মূলত আইনের পেশায় যুক্ত কিছু হিন্দু পরিবার বাস করতেন। সেখানকার বেশ কিছু জমি বেহাত হয়ে গেছে। একসময় আমাদের ভিটে ছিল সমুদ্র থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার ভিতরে। ১৯৭০ সালে একবার গিয়েছিলাম। দেখি ক্রমে সেই ব্যবধান অনেকটাই কমে গিয়েছে।

রামু বলে একটা জায়গা আছে। তিন জায়গা মিলিয়ে আমাদের প্রায় ১,২৮০ বিঘা জমি ছিল। জ্যাঠামশাই কিছু বিক্রি করেছেন। কিছু দান করা হরেছিল স্থানীয় চাষিদের। আত্মীয়দের কেউ কেউ নিয়েছেন মধ্যস্বত্ব হিসাবে। তাতেও কিছুকাল আগে প্রায় সাড়ে তিনশ বিঘার মত জমি ছিল। মাটির সেই দ্বিতল বাড়ি আর নেই। ১৯৭৮-এর দুর্যোগে প্রবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখন গোটা জায়গাটা আরও বদলে গিয়েছে। তবে, ঠিক কতটা বদলেছে স্বচক্ষে দেখলে তবে বুঝতে পারব।

চট্টগ্রামের আর এক বিপ্লবী ভোলানাথ দত্ত। তাঁর বিরুদ্ধে বড় কোনও অপরাধের প্রমাণ করতে না পারায় কারাবাসও হয় স্বল্প মেয়াদের। তবে, একাধিকবার তাঁকে যেতে হয়েছিল কারার অন্তরালে। তাঁর পুত্র তপনবিকাশ দত্ত কলকাতার 'বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংসদ'-এর যুগ্ম সম্পাদক। তপনবাবুর ঠাকুর্দা ছিলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। বাবাও হোমিওপ্যাথি পাশ করা। বাড়ি ছিল পটিয়া থানার অন্তর্গত কেলিশহরে। তপনবাবু এ কথা জানিয়ে এই বলেন, 'আসলে মোগল আমলে ওই এলাকায়একটি কেল্লা ছিল। তা থেকে প্রথমে কেল্লাগড়, পরে কেলিশহর।'

এই বিপ্লবীদের জমিজমা অনেক জায়গাতেই বেহাত হয়ে গিয়েছে। তপনবাবুর কথায়, 'আমাদের নিজেদের খুব বেশি জমি ছিল না। মূল বসতবাড়ি বাদ দিলে হয়ত সওয়া দু'বিঘার মত। দ্বিতল, মাটির দেওয়াল। টিনের ছাউনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাড়িটির বড় ক্ষতি হয়। বড়দা জজকোর্টের আইনজীবী। তিনি ১৯৮৪ থেকে '৮৯ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। আমার জন্ম ১৯৫৪-তে। শৈশব কেটেছে ওখানেই। তবে প্রতিবেশি প্রচুর হিন্দু ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই আমার মতই চলে এসেছেন এই বাংলায়। তপনবাবু জানান, বাবা ছিলেন মাস্টারদার অনুসারি, বিভিন্ন সময়ে তিন বার কারাবরণ করেন। উনি দীর্ঘ দিন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ছিলেন। গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ের উনি প্রতিষ্ঠাতা চিকিৎসক। বড়দা ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (১৯৮৪-'৮৯)। বরিশাল, খুলনায় হিন্দুদের ওপর মাঝে মাঝে আক্রমণ হলেও আমাদের এলাকা অনেকটাই শান্তিপূর্ণ ছিল। তা সত্বেও অনেকে থাকার ভরসা পাননি।'

তপনবাবুর কথায়, 'সূর্য সেনের বসতভিটেতে মা ও শিশু হাসপাতাল হয়েছে। একটা স্মারক থাকলেও যতদূর জানি তাঁর মূর্তি নেই। সেখানে স্থানীয় হিন্দুরা অনেকেই চাপে আছেন। নিজেদের জমি ইচ্ছেমত বিক্রি করতে পারেন না।'

বিপ্লবী মনোভাবের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্পনা দত্তকে 'অগ্নিকন্যা' বলেছিলেন। বলিউডে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন নিয়ে 'খেলে হাম জি জান' সে শীর্ষক একটি চলচিত্র মুক্তি পেয়েছে, যার অন্যতম প্রধান চরিত্র কল্পনা দত্ত। এই ছবিতে তাঁর চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিখ্যাত বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। দুঃখের বিষয় শ্রীপুর গ্রামে সেই কল্পনা দত্তদের জমি চলে গেছে কৃষকদের দখলে। ওখানে ওঁর কোনও মূর্তি, স্মারক নেই।

বিপ্লবী দলের সদস্য হিসেবে আক্রমণের কার্যক্রমে তারকেশ্বর দস্তিদার অংশ নেন। প্রধান নেতা সূর্য সেন ধরা পড়লে তিনি ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির নেতৃত্ব নিয়ে আড়াল থেকে বিপ্লব পরিচালনা করেন। ১৯ মে ১৯৩৩ তারিখে গহিড়ায় পূর্ণ তালুকদারের বাড়িতে পুলিসের সংগে সংঘর্ষের সময় গ্রেপ্তার হন।ব্রিটিশ সরকার*তাঁকে ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি, মাস্টারদা সূর্য সেনের সাথে ফাঁসি দেয়। তপনবাবু বলেন, চট্টগ্রাম কারাগারে মাস্টারদার ম্যুরাল থাকলেও তারকেশ্বর দস্তিদারের নেই। তাঁর নামে স্মৃতি সংসদ এ ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছে। আর এক অকুতোভয় বিপ্লবী সতীশচন্দ্র দস্তিদারের বাড়ি ছিল বোয়ালখালিতে। তাঁদের জমি অনেকটা দখল হয়ে গিয়েছে। কিছুটা আছে লিজে। চট্টগ্রামে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, অর্ধেন্দু দস্তিদার, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, সুখেন্দু দস্তিদারদের প্রায় আড়াই বিঘা জমির অনেকটা '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের আগে শত্রু সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। চেষ্টা চালিয়ে প্রীতিলতা ট্রাস্ট জমির দখল পেরেছে। আরও নিশ্চিত হতে তা বাংলাদেশ সার্ভে খতিয়ানে অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা করছে। সেখানে প্রীতিলতা ট্রাস্ট একটা তোরণ বানিয়েছে। তোরণটি চিহ্নিত হয়েছে ওই চার শহিদের নামে।

১৯২১ সালে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্যারিস্টারি পেশা ত্যাগ করেন। বর্মা অয়েল কোম্পানি ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট পরিচালনার দায়ে তাঁর সস্ত্রীক কারাদণ্ড হয়। চট্টগ্রামের ভূমিপুত্র হিসেবে সেখানে নানা সামাজিক কাজকর্মে তিনি ছিলেন অগ্রণী সেনানী। ১৯৩১ সালে চট্টগ্রামে ভয়াবহ বন্যায়, ১৯২৬ এ কলকাতায়, ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ত্রাণকার্যের পুরোভাগে থাকেন। ১৯৩৩-এ প্রয়াত হন। ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার তাঁর স্ত্রী নেলী সেনগুপ্তাকে রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দেয়। কলকাতায় লিন্ডসে স্ট্রীট রাস্তাটি 'নেলী সেনগুপ্তা সরণী' হিসেবে নামাঙ্কিত হয়েছে। কেষ্টপুরে তাঁর স্মৃতিতে একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। চট্টগ্রামে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে যতীন্দ্রমোহন-নেলি সেনগুপ্তর বাড়ি।

আশিসবাবু জানান, শহরের প্রাণকেন্দ্র রহমতগঞ্জে পাহারটিলায় এই বাড়িতে বিখ্যাত অনেকে এসেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ইন্দিরা গান্ধী নেলি সেনগুপ্তকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসেন। তার পর নেলি সেনগুপ্ত চট্টগ্রামের বাড়িতে আর ফিরতে পারেননি। অনেকটা জমি নিয়ে তৈরি বাড়িটি খাস সম্পত্তি হয়। শিশুবাগ নামে একটি স্কুল হল সেখানে।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়ে ঘোষণা করেছিলেন, কোনও সম্পত্তির মালিকানা প্রমাণ করতে পারলে সেটি বৈধ মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হবে। যতীন্দ্রমোহনের পরিবারের সদস্য হিসাবে ভুয়া পরিচয় দিয়ে এক মুস্লিম জমিটা নেন। বহুতল তৈরির লক্ষ্যে সেখানকার বাড়িটা তিনি ভাঙতে উদ্যোগী হতেই স্থানীয় অনেকে বাধা দেন। খাস মন্ত্রী এবং প্রশাসন হস্তক্ষেপ করে। এর পর ঠিক হয় সেখানে মুক্তিযুদ্ধের জাদুঘর হবে। একটি নামফলকও বসানো হয়। ব্যাস। ওই পর্যন্তই। কাজ এগোয়নি।

চট্টগ্রামের সাংসদ তথা তথ্যমন্ত্রী হাছান মামুদ বলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এখানকার অকুতোভয় বিপ্লবীদের প্রকৃতই শ্রদ্ধা করি। তাঁদের অবদান স্মরণ করি নতমস্তকে। চট্টগ্রামের সংগ্রহশালায় ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের নানা স্মারক আছে। শহরের দ্রষ্টব্য কিছু স্থলে আছে ম্যুরাল। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পরিচালক প্রদীপ ঘোষ সম্প্রতি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে নিয়ে একটি ছায়াছবি করেছেন। দুই বাংলাতেই সেটি সমাদৃত হয়েছে। প্রদীপবাবু এই প্রতিবেদককে বলেন, প্রীতিলতার নেতৃত্বে যে ইউরোপীয়ান ক্লাবে অভিযান চালিয়েছিলেন বিপ্লবীরা, সেটা রেলের নিয়ন্ত্রণে ছিল। প্রথামিক স্কুলের ক্লাশ হত সেখানে। এখন খালি করা হয়েছে। বিপ্লবীদের একটি সংগ্রহশালা সেখানে তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে জটিলতা হয়েছে উল্লাসকর দত্তর স্মৃতিবিজরিত বাড়ি বাঁচানো নিয়ে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার কালিকচ্ছ গ্রামে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের ঐতিহাসিক বাড়ির সামনের অংশে পাকা ভবন তৈরি করে ঢেকে ফেলাকে কেন্দ্র করে প্রবল উত্তেজনা হয়। সেখানে বহুতল ভবন গড়ে তুলছেন ক্রয়-সূত্রে বাড়িটির মালিক দাবি করা কালিকচ্ছ ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আহমেদুর রহমান।

তাঁর দাবি, উল্লাসকর দত্তের জ্ঞাতি ভ্রাতুস্পুত্র শিবেন্দ্র কুমার দত্তের কাছ থেকে বাড়ি ও পুকুরসহ ৮০ শতাংশ জায়গা তিনি ১৯৯০ সালে কিনেছেন। যদিও বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের উত্তরসূরি ছিল না। পূর্বসূরি যাঁরা ছিলেন তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের অনেক আগেই ভারতে পাড়ি জমিয়েছেন। আবার অনেকের দাবি, ২০০5 সালের প্রত্নতত্ত্ব আইনে বলা আছে; ১০০ বছরের বেশি পুরনো বাড়ি বা স্থাপনা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর অধিগ্রহণ করে সেই আইন অনুযায়ী প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর অধিগ্রহণ করে এখানে স্মৃতি জাদুঘর ও পাঠাগার নির্মাণ করুক।

স্বাধীনতা মানে কি

সুবল সরদার

ভারতবাসীর গর্ব, বঙ্গবাসীর দুঃখ এটাই কি আমাদের স্বাধীনতা?

ভারত বর্ষ স্বাধীন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাংলা? বাংলা আজও পরাধীন হয়ে আছে। ভারত বর্ষে ইংরেজদের দাসত্ব শুরু হয়েছিল এই বঙ্গ থেকে। ভারত ইংরেজদের পরাধীনতার হাত থেকে আজ মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু বাংলা আজও পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে বেঁচে আছে । সেদিনের ভারত বর্ষ পেয়েছিল স্বাধীনতার উপহার আর আমরা পেয়েছিলাম খন্ডিত বঙ্গের উপহার। একরাশ চোখের জল ফেলে চির বিদায় দিতে হয় প্রিয় জন্মভূমিকে। শারণার্থীদের সে কী লম্বা মিছিল পূর্ব থেকে পশ্চিম, পশ্চিম থেকে পূর্বে! এমন স্বাধীনতার উদয় হয়েছিল মধ্য রাতের আকাশে। এটা যদি আমাদের পশ্চিম বঙ্গ হয়, আমাদের পূর্ব বঙ্গ গেলো কোথায়? স্বাধীনতার শর্তে দেশ ভাগ হয়। এমন চুক্তি ভিত্তিক স্বাধীনতায় কখনো মুক্তি মেলে? তবুও আমরা স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে মরছি। স্বাধীনতার সোনালী রোদ কখনো আমাদের গায়ে লাগে নি।

স্বাধীনতা কি? ইংরেজদের দাসত্ব থেকে মুক্তি? সত্যি আমরা মুক্ত? ইংরেজরা আমাদের ছেড়ে গেলে কি হবে, রেখে গেছে তাদের ভাষা কালচার। এই ভাষা কালচারের কলোনি থেকে কখনো আমরা মুক্ত হতে পেরেছি? ইংরেজদের মতো সমান ভাবে সদা ইংরেজীর ভয়ে মরছি। আগে ইংরেজদের ভয়ে মরতাম এখন মরছি ইংরেজীর ভয়ে। ইংরেজী শিখলে চাকুরী, চাকুরীতে প্রোমোশন দুই সহজে মেলে,অন্যথায় কাঁচকলা মেলে। ইংরেজদের সঙ্গে ইংরেজী ভাষাকে কখনো আমরা তাড়াতে পারি নি। ইংরেজী ভাষা আমাদেরকে আষ্টে পিষ্টে বেঁধে রেখেছে। মনের এই ভয়, এই মলিনতা আমরা কখনো তাড়াতে পারবো বলে মনে হয় না। স্বাধীনতা ৭৬ বছরেও ইংরেজী ভাষার জাদুতে আমরা আছন্ন হয়ে পড়েছি ।

অন্যদিকে আমার দিন দুঃখীনি মা, আমার মাতৃভাষা আজও দুয়োরাণীর মতো কুঁড়ে ঘরে একা বাস করছে। অযত্নে, অবহেলিত, লাঞ্ছিতা হয়ে আজ সে পড়ে আছে। কে বুঝবে তার দুঃখ, কে মোছাবে তার চোখের জল? আত্মঘাতী বাঙালির শিকড় নেই,মুখের ভাষা নেই। সে আজ ম্লান, ভাষাহীন-মৌন-বধির। ইংরেজীর পাশে বাংলা যেন গরিমাহীন, জৌলুসহীন। সারাক্ষণ ইংরেজীর স্বপ্ন দেখে দেখে বাঙালির চোখে নেশা লাগে। বাদবাকি সময় হিন্দিতে সে পারদর্শী হয়ে উঠতে চেষ্টা করে। মায়ের ভাষা বাংলা গেল কোথায়? সে বিলুপ্ত হয়ে যাবে? সংস্কৃতির মতো মৃত ভাষা হবে, তখন বাঙালির পরিচয় কি হবে? আবেগহীন ,অনুভূতিহীন সে কি রোবটে পরিনত হবে? কী বিপর্যয়ের মুখে বাঙালি আজ দাঁড়িয়ে আছে! সওদাগরদের ভাষা কেমন করে আমাদের ভাষাটাকে সওদা করেছে কেউ কি কখনো ভেবেছে? আমরা এখন আধুনিক স্যাটেট বুটেট বাঙালি হয়েছি। তাই বাংলা ছেড়ে ইংরেজী চাই। দই ছেড়ে আইসক্রিম খাওয়া শিখেছি। ঘোলের বদলে লস্যি খেয়ে মজা পাচ্ছি। ডাবের বদলে থামসআপ এ তৃপ্তির ঢেকুর তুলছি এ যেন ঠিক নাকের বদলে নরুণ পাওয়া গল্পের মতো। আমাদের নিজস্বতা হারিয়ে পরনির্ভরতা আমাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছে। প্রেমের বদলে 'লাভ' দিয়ে আমরা কখনো ভালোবাসা পাই? ভারত দিয়ে ইন্ডিয়া পেয়েছি বলে আমরা অখন্ডিত বঙ্গ পাইনি। এ স্বাধীনতা বঞ্চনার স্বাধীনতা। দুঃখ,ব্যথা, বেদনা, গ্লানি, হতাশার স্বাধীনতা।

আমাদের এই স্বাধীনতা জনগণের কোন উৎসাহ, উদ্দীপনা আছে বলে মনে হয় না।

এই স্বাধীনতা নিয়ে তাদের যথেষ্ট মাথা ব্যথার কারণ আছে। এই কর্পোরেট স্বাধীনতা নিয়ে আমজনতা কি ধুয়ে খাবে? জনগণ এটা একটা বিশ্রাম দিবস হিসেবে গণ্য করে। তাই তারা একদিন ছুটি পায়। অমল সেদিন ট্রেনে তাই বলছিল 'একদিন ছুটি পাওয়া যাবে, কোম্পানির হাড়ভাঙা খাটুনি থেকে একটু বিশ্রাম পাবো।' স্বাধীনতা দিবসে তাদের হাড়ে একটু বাতাস বইবে এমনই তাদের ধারণা। কবি জীবনানন্দ দাসের ভাষায় তাদের স্বাধীনতা ছেঁড়া জুতো পায়ে, পচা আলু কেনাকাটা করে। এছাড়াও জনগণের আর কি আছে। এ স্বাধীনতা পরাধীনতা ছাড়া আর কিছু নয়। এ স্বাধীনতা রামের নয়, শ্যামের নয়, সবজিওয়ালার নয়, মাছওয়ালার নয়, মুটে-মজদুরের নয়। রাক্ষসদের স্বাধীনতা ক্ষোকসরা পালন করে। তাই এ নিয়ে আমজনতার কোনো বাড়তি উৎসাহ নেই।

তাদের মুক্তি কোথাও নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তারা নেতানেত্রীদের, মজুতদারের কেনা গোলাম হয়ে থাকে ঠিক ব্রিটিশ পিরিয়ডের মতো। আমরা শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরত্বের কাহিনী শুনেছি কিন্তু কখনো জনগণের দুঃখ ,কষ্ট ,ব্যথা, বেদনার করুণ কাহিনী শুনিনি, কখনো শুনিনি তাদের জীবন যন্ত্রণার দুঃখ গাথা। ইতিহাসের আড়ালে কেমন করে ইতিহাস লুকিয়ে থাকে। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ভাষায় বলি - খেটে খেকো মানুষরা চায় নাকো এই স্বাধীনতা, তারা চায় দুটো ভাত একটু নুন।

গণতন্ত্র, নির্বাচন, সংবিধান , স্বাধীনতা এগুলো খায় না মাখে তাদের জানার কথা নয়। শিক্ষিত বেকারের কাছে এগুলো রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষা হতে পারে। মননশীল বাঙালির কাছে এগুলো নতুন শব্দ ভান্ডার ও হতে পারে। বাঙালির মেরুদন্ড কতো বড় দুর্বল! ফানুসের মতো তারা পেট ফোলা বাঙালি হয়ে বেঁচে আছে, তারা কখনো মানুষ হতে পারে নি। কখন তাদের আত্মগরিমা ফানুসের মতো ফেটে যায়। ইংরেজ পারে নি বঙ্গভঙ্গ করতে কিন্তু সেই বঙ্গকে ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে যায় ১৯৪৭ সালে। বাংলার মননশীলতা কোথায়! সে কখনো ভেবেছে কোথায় ছিলাম, এখন কোথায় আছি? আমাদের ধড় এখানে আর আমাদের মাথা স্বাধীনতা খুঁজতে গিয়েছে লন্ডনে। আসলে আমাদের মানসিকতার মধ্যে দাসত্ব লুকিয়ে আছে, স্বাধীনতা আসবে কি করে? জীর্ণ জাতির কপালে ভালোবেসে কে পরাবে কাজলের টিপ।

স্বাধীনতার নতুন সূর্যোদয় কবে উঠবে জানি না। তবুও স্বপ্ন দেখি। বসন্ত একদিন আসবে, পাখি গান গাইবে। গাছে ফুল ফুটবে। সর্বহারা, বঞ্চিত, খেটে খাওয়া মানুষরা তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে। তারা নেতানেত্রীদের, মজুতদারের শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবে। মুক্তি পাবে ইংরেজদের দাসত্বের ভাষা থেকে। তারা রাজার রাজত্বে সবাই রাজা, নইলে তারা রাজার সাথে মিলবে কি শর্তে? জনগণের কাছে রবি ঠাকুর এমই সমতার বার্তা দিতে চেয়েছিলেন। যদি কখনো এরকম হয়, সেদিন পাব আমরা সেই আকাঙ্খিত স্বাধীনতা।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ১০ হাজার কর্মী-সমর্থক নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস। পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোটা রাজ্যে ভালো ফল করেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস, যা ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে দলীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

তবে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকে বিরোধী শিবির পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারেনি ফলে বিরোধী শূন্য ইন্দাস ব্লকে সোমবার পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। সেই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় প্রায় দশ হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থক স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ইন্দাস ব্লক প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। পরে পঞ্চায়েত সমিতির আসনে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীরা শপথ গ্রহণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা।

এদিন উপস্থিত ছিলেন ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ হামিদ, ইন্দাস ব্লকের নবনির্বাচিত সভাপতি চন্দন রক্ষিত সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ হামিদ বলেন, 'উচ্ছ্বাস, উন্মাদনার মধ্য দিয়ে আজ আমরা পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন করলাম। আগামী দিনে মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে আমরা কাজ করব।'

কন্যাশ্রী দিবসে উত্তরপাড়ায় ১৬টি স্কুলের পদযাত্রা, সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: সোমবার কন্যাশ্রী দিবস সারা পশ্চিমবঙ্গে। এই উপলক্ষে অন্যান্য জায়গার মতো হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে কন্যাশ্রী দিবস পালন করা হল। এই উপলক্ষে পুরসভার গণভবনে একটি অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে উত্তরপাড়া শহরের ১৬টি স্কুলের ছাত্রীরা ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। এই দিনে ছাত্রীরা শপথ বাক্য পাঠ করল যে, কোনও ভাবেই তারা স্কুল ড্রপ করবে না, ভালোভাবে পড়াশোনা করবে নিজেরা স্বাবলম্বী হবে এবং নাবালিকা বিবাহ রুখবে এবং পরিবারকে দেখবে। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এই মন্ত্র ছিল আজকে তাদের শপথ বাক্য।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে ব্লাইন্ড স্কুলের দৃষ্টিহীন ছাত্রীরা একইসঙ্গে শপথ নিল ও তারা আবৃত্তিও পাঠ করে। একই সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব, কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদব, অর্ণব রায়, মানসী সিংহ সহ কয়েকজন কাউন্সিলর। এই অনুষ্ঠানের পর কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে ১৬ টি স্কুলের ছাত্রীরা বড় ব্যানার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে পদযাত্রা ও সাইকেল মিছিল করে শহরের এক কিলোমিটার রাস্তায় হাঁটে।

এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সোমবার কন্যাশ্রী দিবস পালন হয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে এই দিনটি উদযাপিত হচ্ছে। ১০ বছর পূর্ণ হল। ছাত্রীরা এদিন শপথ নিল, তারা এই স্কুল ড্রপ করবে না, ভালো করে পড়াশোনা করবে, নিজেরা স্বাবলম্বী হবে এবং কঠোরভাবে নাবালিকা বিবাহ রুখবে। মুখ্যমন্ত্রী এই কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করেছেন এবং ছাত্রীদের আরও অনেক প্রকল্প আছে তারা সুযোগ পাচ্ছে এবং এখন স্কুল ড্রপ অনেক কমে গিয়েছে। ছাত্রীরা প্রতিষ্ঠিত হোক তাদের পরিবারকে দেখুক এটাই আমরা চাই। এর ফলে নাবালিকা বিবাহ বন্ধ হবে।'

যুবকের মৃত্যুতে রহস্য, ধৃত বন্ধু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিন্দমোটর: হুগলির হিন্দমোটর এলাকায় এক যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে দানা বাঁধছে রহস্য। বাড়ির মধ্যেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিলেন ওই যুবক। তাঁকে প্রথমে উত্তরপাড়া রাজবাটি হাসপাতালে ও পরে কলকাতা আরজিকর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। রবিবার রাতে নিথর দেহ আসে হিন্দমোটরের তাঁর আবাসনে। মৃতের নাম মানস চৌধুরী। জানা গিয়েছে, তাঁর মৃত্যুতে পার্থ দাস নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনার সূত্রপাত ৯ তারিখ রাত থেকে। সেই রাতে মৃত যুবক মানস চৌধুরীকে বাড়ি পৌঁছাতে আসেন পার্থ দাস। হুগলির কোন্নগরের বাসিন্দা পার্থ মানসের বহুদিনের বন্ধু। মৃত মানস চৌধুরী হিন্দমোটরের দেবাইপুকুর এলাকার একটি আবাসনে একাই থাকতেন। তাঁর পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন জেঠার পরিবার।

দুই স্বাধীনতা সংগ্রামীর ভিটে থেকে মাটি সংগ্রহ বিএসএফ জওয়ানদের

বনস্পতি দে ● হুগলি

১৯৪২ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের পরিবারকে সম্মান জানাতে চায় কেন্দ্রের সরকার। সে জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভিটের মাটি সংগ্রহের কাজ চলছে। রবিবার হুগলি জেলার বৈচিতে দুই স্বাধীনতা সংগ্রামীর বাড়ির ভিটের মাটি সংগ্রহ করলেন ভারতীয় সেনার জওয়ানরা। রবিবার বিএসএফের ছয় জওয়ান প্রণব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামকৃষ্ণ বসুর ভিটে থেকে মাটি সংগ্রহ করেন। এর পাশাপাশি বৈচিতে পতাকা উত্তোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানও করা হয়।

বিএসএফের ১১৮ ব্যাটেলিয়ানের কম্যান্ডার গণেশ দত্ত গৌতম এ বিষয়ে বলেন, 'দেশের বিভিন্ন প্রান্তের এমন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পুণ্য ভূমি থেকে মাটি সংগ্রহ করে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে অমৃত ভাটিকা তৈরিতে এই সব মাটি ব্যবহার করা হবে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিশেষ ভূ মিকা ছিল। তাই সে সময় যাঁরা এই আন্দোলন করেছিলেন, আন্দোলন করতে গিয়ে জেল খেটেছিলেন তাঁদের পরিবারকে সম্মান জানাতে উদ্যোগ নিয়েছে দেশের সরকার।' রামকৃষ্ণ বসুর ছেলে সঞ্জয় বসু বলেন, 'আমার বাবা ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ওনারা ইংরেজদের মেরেধরে তাড়ানোতে বিশ্বাসী ছিলেন। বাবারা রেলের তার কেটে দিয়ে ব্রিটিশদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। পরে তিন বছর জেল খাটেন বাবা।' সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবার স্মৃতিচারণা করেছেন। কেন্দ্রের এই উদ্যোগে নিজেদের খুশির কথা গোপন করেননি এলাকার বাসিন্দারাও।

স্বাধীনতা দিবসের আগে পুলিশের রুটমার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: মঙ্গলবার স্বাধীনতা দিবস। আর এদিন সকাল থেকেই কাঁকসাজুড়ে কড়া নজরদারি চলবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কাঁকসা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় নানান অনুষ্ঠানে মেতে উঠবেন এলাকার মানুষ। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এলাকায় নাশকতার ঘটনা রুখতে সোমবার দুপুরে পানাগড় বাজারের বিভিন্ন এলাকায় রুটমার্চ করেন কাঁকসা থানার পুলিশ কর্মীরা। পাশাপাশি এদিন রেল পুলিশের সঙ্গে পানাগড় স্টেশনের যাত্রীদের ব্যাগ তল্লাশি করা হয়।

এদিন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল এবং কাঁকসা থানার পুলিশের নেতৃত্বে রুটমার্চ করার পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায় কাঁকসা থানার পুলিশ। কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, প্রতি বছরের মতো এবছরও স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

ভুয়ো টিকিট পরীক্ষক গ্রেপ্তার বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গলায় টাই, কোমরের বেল্টে ঝোলানো পরিচয়পত্র। সিভিল ড্রেসে হাতে ট্যাব নিয়ে মেল ট্রেনের স্লিপার ক্লাসের যাত্রীদের টিকিট চেক করছিলেন এক যুবক। আরপিএফের ট্রেন এসকর্ট পার্টির কর্তব্যরত অফিসারদের সন্দেহ হওয়ায় ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জালিয়াতি ধরা পড়ে যায় বলে দাবি। ভুয়ো টিকিট পরীক্ষকের কাজের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় মনোজিৎ গোস্বামী নামের ওই যুবককে। আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৩ বছরের ধৃত যুবকের বাড়ি বিহারের জামুই জেলার ঝাঁঝা থানার অন্তর্গত ধুমাটোলি এলাকায়।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra भारत सरकार का उद्यम एक परिवार एक बैंक

জোনাল অফিস : কলকাতা
ম্যাকলিয়ড হাউস, ২য় তল, ৩ এন.এস. রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪০৩৭৪৯০৮, ইমেল : dzmkolkata@mahabank.co.in
প্রধান কার্যালয় : 'লোকমঙ্গল', ১৫০১, শিবাজি নগর, পুনে - ৪১১ ০০৫

[রুল - ৮(১)] দখল নোটিশ

যেহেতু
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা জোন, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার (১২) উপধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে **৩০.০৪.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী পঙ্কজ সাহা পিতা শ্রী পরিবোশ চন্দ্র সাহা এবং শ্রীমতি পাপড়ি সাহা পিতা শ্রী নিবাস সাহা **(ঋণগ্রহীতা)** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭৩,৪৭,৯৯০.০০ টাকা (তিয়াত্তর লাখ সাতচল্লিশ হাজার নশো নব্বই টাকা) টাকা দাবি নোটিশের তারিখ থেকে প্রযোজ্য হারে সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ** ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। রেজিস্টার্ড এডি পোস্টে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১০ আগস্ট ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র,** নিকট উপরি উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত সম্পত্তির বিবরণ :
সম্পত্তি -১: ফ্ল্যাট ন ডি-১, ৫ম তলে, হোল্ডিং নং ৩৩, রবীন্দ্র সরণি, রানাঘাট পুরসভা অধীন, আরএস দাগ নং ১৫৩৬, ১৫৩৮/৫৫৭৩, ১৫৩৭/৫৫৭৪, এলআর দাগ নং ৪৯২০, ৪৯২২, ৪৯২৩, ওয়ার্ড নং ৫, পো এবং থানা-রানাঘাট, জেলা-নদিয়া, পিন - ৭৪১২০১, পশ্চিমবঙ্গ এবং **চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে :** সমর পোদ্দারের সম্পত্তি, **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া রবীন্দ্র সরণি, **পশ্চিমে :** সুজিত কুমার ঘোষের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ৬ ফুট চওড়া ঢালাই চলার পত বন্ধকদত্ত শ্রী পঙ্কজ সাহা, পিতা পরিতোষ চন্দ্র সাহা কর্তৃক সমন্বিত।
সম্পত্তি -২ : ফ্ল্যাট নং জিবি, একতলায়, অবস্থিত মৌজা- শ্যামনগর, জেএল নং ১৭ (পুরানো) ৩২/২০ (নতুন) আরএস দাগ নং২৪৭৫, সার্কেল নং ৭, হোল্ডিং নং ৫৯০ (নতুন) ৩৭৯ (পুরানো), প্রেমিসেস নং ৩৬৫, দম দম পার্ক, ওয়ার্ড নং ২৮ কলকাতা - ৭০০০৫৫, পশ্চিমবঙ্গ, এবং **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং ৩৬৮, দমদম পার্ক, **পূর্বে :** প্লট নং ৩৭৩, দম দম পার্ক, **পশ্চিমে :** ৩০ ফুট চওড়া পুর সড়ক, **দক্ষিণে :** প্লট নং ৩৬৬ দম দম পার্ক ঋণগ্রহীতা শ্রী পঙ্কজ সাহা কর্তৃক বন্ধকদত্ত, পিতা পরিতোষ চন্দ্র সাহা।
তারিখ : ১৫.০৮.২০২৩, স্থান : কলকাতা — ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র'এর পক্ষে, অনুমোদিত অফিসার

इंडियन बैंक Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস, কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III
সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

পরিশিষ্ট - IV {রুল-৮(১)} দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিরট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবি পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রীমতি সংগীতা সরকার, শ্রী সঞ্জয় সরকার এবং শ্রী সমর চন্দ্র সরকার (এ/সি - ৫০১৬৩১৮৭৫৯২) **শাখা : গলফ গার্ডেন**	ক. ১৯.০৯.২০২২ খ. ১০.০৮.২০২৩	১৮৯৫০৪৮.০০ টাকা (আঠার লাখ পঁচানব্বই হাজার আটচল্লিশ টাকা) টাকা ০৯.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ	**সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৯০০ বর্গফুট (অনুমানিক) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪র্থতলে জি-৩ ভবনে প্রেমিসেস নং ৫৩,পল্লিশ্রী, ওয়ার্ড নং ৯৮, কেএমসি অধীন, কলকাতা - ৭০০০৯২, জেএল নং ৩৩, মৌজা - রাইপুর, দাগ নং -৪৮(অংশ), ৪৯ (অংশ) শ্রীমতি সঙ্গীতা সরকার এবং শ্রী সঞ্জয় সরকার এর নামে সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি : উত্তরে : ইপি নং -৫৪, দক্ষিণে : কলোনি রোড, পূর্বে : শ্রী অরবিন্দ দেবনাথের প্লট, পশ্চিমে : কলোনি রোড সমন্বিত।**
২.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী সুভাষ প্রসাদ পিতা প্রয়াত কৃস্টো প্রসাদ এবং শ্রীমতি মধুবালা প্রসাদ স্বামী শ্রী সুভাষ প্রসাদ (এ/সি - ৫৮০০৪৭৩৮৪০৯) **শাখা : টালিগঞ্জ**	ক. ১৬.১১.২০২২ খ. ১০.০৮.২০২৩	৩২০৪৯৬৮.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ চার হাজার নশো আটষট্টি টাকা) ০৯.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থ তলে, এস এস রিজেন্সি ভবনে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৯৩এ/১৬, পিকনিক গার্ডেন রোড, ওয়ার্ড নং ৬৭, থানা -কসবা, কলকাতা - ৭০০০৩৯, পরিমাণ আনুমানিক ৮৩৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সুভাষ প্রসাদের নামে সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস ১৯৩এন পিকনিক গার্ডেন রোড, দাক্ষিণে : ১৬ ফুট সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : প্রেমিসেস নং ১৯৩এ/১০, পিকনিক গার্ডেন রোড, পশ্চিমে : অন্যান্যের জমি সমন্বিত।
৩.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রীমতি উদয়দিত্য চক্রবর্তী এবং অদিতি চক্রবর্তী (এ/সি - ৭০০৭৩২২০৫৬) **শাখা : টালিগঞ্জ**	ক. ১৮.০২.২০২৩ খ. ১০.০৮.২০২৩	১৭৩৫৪১৪.০০ টাকা (সতের লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার চারশ চোদ্দ টাকা) ০৯.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ	**সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমুদয় দ্বিতীয় তল দুটি ফ্ল্যাট নং ১এ, কভার এরিয়া ৬০০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি এবং ফ্ল্যাট নং ১বি কভার এরিয়া ৬০০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি, উভয় ফ্ল্যাটের মোট ঢাকা এরিয়া ১২০০ বর্গফুট কমবেশি এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫০০ বর্গফুট এরিয়া কমবেশি সন্নিধি অ্যাপার্টমেন্টে এবং ভবনের সংলগ্ন অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৮ ছটাক ১৮ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা - কালুয়া, পরগনা-মাগুরা, জেএল নং ২২, আরএস নং ৩৩৬, তৌজি নং ৫৮, সিএস এবং আরএস দাগ নং ৩৭৫, সিএস খতিয়ান নং ১০, আরএস খতিয়ান নং ৯১৪, এলআর দাগ নং ৪৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৭৪৩৬, থানা - হরিদেবপুর, (সাবেক ঠাকুরপুকুর) এডিএসআর-বেহালা,জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা,প্রেমিসেস নং-৮৮/৬, শ্রীজনী, কলকাতা - ৭০০১০৪, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৪৩, চৌহদ্দি ভবনের : উত্তরে : আরএস দাগ নং ৩৭৫ অংশ, দক্ষিণে : আরএস দাগ নং ৩৭৭, পূর্বে : আরএস দাগ নং ৩৭৬ এবং আরএস দাগ নং ৩৭৫, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণের সড়ক সমন্বিত।**

তারিখ : ১০.০৮.২০২৩, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

[রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল Sastra সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জাননো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম	বন্ধকদত্ত অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) কলকাতা যাদবপুর ব্রাঞ্চ (১৪৮৫০০) খ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স দি বারুইপুর হোম টাউন, স্বত্বা: রুকশানা পরভিন জামিনদাতাগণ : ১. মইদুল ইসলাম মোল্লা ২. রুকশানা পরভিন** গ্রাম - পদ্মপুকুর (সেলপুর) পো. এবং থানা - বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৪৪	সেই সমস্ত অংশের সমান বন্ধক এবং প্রায় ০৩ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি পরিমাপের সম্পত্তি এবং সেখানে অবস্থিত একতলা আবাসিক ভবন সহ, খ) ১২.০৮.২০২৩ মৌজা - কুসুম্বা, পরগনা - মেদনমাল্লা, জেএল নং ১৫৯২ এবং ১৪৯৯, আরএস দাগ নং ২৩১৭, এলআর দাগ নং ২৪২৫, ভিলে অবস্থিত - কুসুম্বা, পো- নরেন্দ্রপুর, থানা- সোনারপুর, রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৭, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০ ১০৩, ২০১১ সালের জন্য বিক্রয় দলিল নং ১-৫৪৭৬-২০১১ সালের, রেজিস্ট্রার এডিএসআরও-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তির মালিক (১) মাইদুল ইসলাম মোল্লা (২) রুকসানা পারভিন। চৌহদ্দি-** উত্তর দিকে - ১০ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ এবং দাগ নং ২৩১৭ জমি, দক্ষিণে দাগ নং ২৩২৫ এবং ২৩২৬ এর জমি, পূর্ব দিকে - ২৪ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পশ্চিমে - ভূমি দাগ নং ২২২২ এবং ২২২৩ সমন্বিত।	**ক) ২৯.০৫.২০২৩ খ) ১২.০৮.২০২৩ গ) ৯৬,৮১,৫৭৬.২২ টাকা** ৩০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
২.	**ক) ঢাকুরিয়া ব্রাঞ্চ (০০৮৯২০) খ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স জেনেক্সট বায়োটেক স্বত্বা. শ্রী অভীক দাস রায় জামিনদাতাগণ : ডা. তাপস কুমার দাস রেজি. ঠিকানা -** মাঝেরহাট, পো. মাদারাট, কদমতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩ ৬১০	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ৩ (তিন) শয়নকক্ষ, ১ (এক) ড্রয়িং-তথা-সহ মোট ৯০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপ বা কম-বেশি মোট ৯০০ বর্গফুট বিশিষ্ট প্রথম তলায় একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩ ডাইনিং স্পেস, ১ (এক) রান্নাঘর, ১ (এক) ডব্লুসি ১ (এক) টয়লেট, ২ (দুই) বারান্দা সোহিনী অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে মৌজা-লস্করপুর পরগনা - মাগুরা, খতিয়ান নং ১১৮, দাগ নং ১১৫০ (অংশ), জেএল নং ৫৭, আরএস নং ১৭৪, পূর্বে ঋষি রাজনারায়ণ ২ গ্রাম পঞ্চায়েত সোনারপুর ব্লক এখন স্কিম প্লট নং ৩, ওয়ার্ড নং ২৯ এর মধ্যে রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নং ৫১৩, পূর্বপাড়া, পো - লস্করপুর, থানা-এবং এডিএসআর - সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫৩ **সম্পত্তির মালিক শ্রী অভিক দাস রায়,** পিতা- প্রয়াত সুবীর দাস রায় উল্লেখ্য দান দলিল নং ১-৫৬৮৮/২০১০ এবং উল্লেখ্য দলিল নং ১১৯৭৭ ।	**ক) ২৯.০৫.২০২৩ খ) ১০.০৮.২০২৩ গ) ৫২,৩৫,৮৭৮.২০ টাকা** ৩০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
৩.	**ক) গড়িয়া ব্রাঞ্চ (০১৪৩২০) খ) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স গুপ্তা ট্রেডার্স স্বত্বা. অশোক কুমার গুপ্তা** ২, ধরমদাস রো, থানা - কালীঘাট, কলকাতা - ৭০০ ০২৬, পশ্চিমবঙ্গ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পুরো ২য় তল ১৬৩০ বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ট আপএরিয়া সুহাঙ্গিনী অ্যাপার্টমেন্টে মৌজা -সোনারপুর, জেএল নং ৩০, আরএস নং ১৩, তৌজি নং ১০, আরএস খতিয়ান নং ২৩৪ এবং ২৩৫, আরএস নং ১৫০১ এবং ১৫০৩ হোল্ডিং নং ১৬৯, নারায়ণপুর রোড, এপি নগর পশ্চিম, থানা - সোনারপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৫০, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১১ অধীন, **সম্পত্তির মালিক শ্রী অশোক কুমার গুপ্তা,** পিতা প্রয়াত গিরিজা প্রসাদ গুপ্তা, উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১-০৩৩০৫/০৬, রেজিস্ট্রিকৃত -৪ আলিপুর।	**ক) ৩০.০৫.২০২৩ খ) ১৪.০৮.২০২৩ গ) ১,৪৬,৬৪,৩৭১.০৭ টাকা** ৩০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
৪.	**ক) গড়িয়া ব্রাঞ্চ (০১৪৩২০) খ) ঋণগ্রহীতা : ১. শ্রীমতি রানু পারই** স্বামী মহাদেব পারই **২. শ্রী মহাদেব পারই** পিতা সুধীর পারই **আরও :** ৪৯/১, আমবাগান কলোনি, বরানগর (এম), পো. বরানগর, কলকাতা - ৭০০০৯০ পশ্চিমবঙ্গ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্লট জমির পরিমাণ কমবেশি ১ কাঠা ১২ ছটাক ১৩ বর্গ ফুট জি-২ তলা ভবন পরিমাণ কমবেশি ২২৬৫ বর্গফুট (প্রতি তলায় ৭৫৫৮ বর্গফুট) অবস্থিত ৬২/১, রাজাপুর পূর্ব, পো - সন্তোষপুর, কলকাতা-৭০০০৭৫, ওয়ার্ড নং ১০৩, অ্যাসেসি নং ৩১-১০৩-৩৭-৫৩৩০-৯, মৌজা - রাজাপুর, পরগনা-খাসপুর, জেএল নং ২৩, আরএস নং ১৪, তৌজি নং ১০৯, আরএস দাগ নং ৮৪৩, খতিয়ান নং ৪০৮ থানা- পূর্ব যাদবপুর, বর্তমানে সার্ভে পার্ক, **সম্পত্তির মালিক শ্রীমতি রানু পারই,** স্বামী শ্রী মহাদেব পারাই উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১-৩১৯১/১৮।	**ক) ২৯.০৫.২০২৩ খ) ১২.০৮.২০২৩ গ) ৭৪,৬৫,৫৬৯.০০ টাকা** ৩১.০৩.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
৫.	**ক) ওল্ড বালিগঞ্জ ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : গুড়িয়া রানী ঝা, স্বত্বাধিকারী মেসার্স বজরঙ্গ এন্টারপ্রাইজ মালিক তথা জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী নন্দ কিশোর ঝা ২. শ্রীমতি সুনিতা দেবী**	সংশ্লিষ্ট সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ৬০৫ বর্গফুট, কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪র্থ তলে (দক্ষিণ-পূর্ব দিকে) দুই বেড রুম, এক ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট সমন্বিত প্রেমিসেস নং ৩৭/৩বি, দাগ নং ১৭২১, আরএস খতিয়ান নং ৭০৯, জেএল নং ১৩, মৌজা- কসবা, তৌজি নং ১৪৫, ডা.জি এস বোস রোড, পিকনিক গার্ডেন, পো- তিলজলা, থানা- কসবা,ওয়ার্ড নং ৬৭ কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, কলকাতা - ৭০০০৩৯ অনুযায়ী সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যের জমি, দক্ষিণে : দাগ নং ১৭২১ জমি, পূর্বে : দাগ নং ১৭১৯ জমি, পশ্চিমে : ডা. জি এস বোস রেডা। অনুযায়ী **সম্পত্তির মালিক ১) শ্রী নন্দ কিশোর ঝা, পিতা অদভূ ঝা, ২) শ্রীমতি সুনীতা দেবী** স্বামী শ্রী নন্দ কিশোর ঝা।	**ক) ০২.০৬.২০২৩ খ) ১০.০৮.২০২৩ গ) ১৩,৭৮,৭৩৬.৮৩ টাকা** ৩১.০৩.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
৬.	**ক) গড়িয়া (ই-ইউএনআই) ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রী চঞ্চল মুখোপাধ্যায়** পিতা শ্রী নরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রাম - বেনিয়াবো, পো. এবং থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৬১৩	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মালিকানাধীন বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ৮৩৮ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ফ্ল্যাট নং ৪ই, ব্লক ১, অবস্থিত ৫মতলে, (উত্তর-পশ্চিম দিকে) জি-৪ তলা "গীতাঞ্জলি গার্ডেন," ফেজ -১, এবং একটি খোলা কার পার্কিং স্পেস নং ০৯, পরিমাণ আনুমানিক ১২০ বর্গফুট, একতলায় এবং ৬৮.০০ কাঠা জমির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩১৫, উত্তর কল্যাণপুর, থানা - বারুইপুর, কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৪৪, মৌজা - উত্তর কল্যাণপুর, জেএল নং ৩৮, তৌজি নং ৬৩ এবং ৬৪, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২ , আরএস খতিয়ান নং ১০৯ এবং ৩৮, এলআর খতিয়ান নং ৫১৯ , রেজিস্ট্রার এডিএসআর নং ১- ১৬০৪০২৬৮১-২০১৯ সালের, রেজিস্ট্রার বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তির মালিক শ্রী চঞ্চল মুখোপাধ্যায়।** উক্ত প্রেমিসেস **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জি এস প্রোকোন প্রা.লি, ফেজ ৩ এবং ২০ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : সীমা পাঁচিল, পশ্চিমে : বাই পাশ ২, জি এস প্রোকোন প্রা. লি. এবং দক্ষিণে : ফেজ ২- জি এস প্রোকোন প্রা. লি. সমন্বিত।	**ক) ০৩.০৬.২০২৩ খ) ১২.০৮.২০২৩ গ) ৪১,৮৫,৪৪৬.৪১ টাকা** ৩১.০৩.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
৭.	**ক) গড়িয়া (ই-ইউএনআই) ব্রাঞ্চ খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি মিতা দেব** স্বামী শ্রী প্রশান্ত কুমার দেব, আর১৬, শ্রীনগর, পূর্বপাড়া, পঞ্চসায়র, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০৯৪ **আরও :** প্রেমিসেস নং ২২৫, কালীকাপুর, রোড (৭৮/বি, হসপিটাল লিঙ্ক রোড), ইস্টার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, থানা - সার্ভে পার্ক, ওয়ার্ড নং ১০৪, কেএমসি, কলকাতা - ৭০০ ০৭৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি : একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৪৯০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি অবস্থিত দক্ষিণ পশ্চিম দিকে একতলায় ফ্ল্যাট নং ১, অংশত জি-৩ এবং অংশত সিধা ৩ তলা ভবনের অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ২ কাঠা ৮ ছটাক ২০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা - গরফা, জেএল নং ১৯, আরএস নং ২, তৌজি নং ১২, আরএস দাগ নং ২৩৯৮, আরএস খতিয়ান নং ৭৭৮, পুর প্রেমিসেস নং ২২৫, কালিকাপুর রোড (ডাক ঠিকানা : ৭৮/বি, হসপিটাল লিঙ্ক রোড), ইস্টার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা- ৭০০০৭৫, থানা -সার্ভে পার্ক, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৪, বিআর নং ১২, অ্যাসেসি নং ৩১-১০৪-২৬-০২২৫-৯, কেএমসি অধীন, **সম্পত্তির মালিক শ্রীমতি মিতা দেব, চৌহদ্দি :** উত্তরে রানি ব্যানার্জি রোড, দক্ষিণে : অন্যান্যের সম্পত্তি (আরএস দাগ নং ২৩৯৮), পূর্বে : অন্যান্যের সম্পত্তি (আরএস দাগ নং ২৩৯৮), পশ্চিমে : রানি ব্যানার্জি রোড সমন্বিত।	**ক) ০১.০৬.২০২৩ খ) ১২.০৮.২০২৩ গ) ২২,৬৫,৫৬৮.০০ টাকা** ৩১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ১৫.০৮.২০২৩ স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India आंध्रा Andhra कॉर्पोरेशन Corporation (A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩,
সিটি সেন্টার-৭১৩২১৬, ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **০১.০৬.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স ভি.এন. মার্কেটিং প্রা লি, অপরেশ ঘোষ, রাজেন্দ্র মোহন দাঁ, শিবদাস মুস্তাফি, হেমা মুকিম,** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩৭,৮৯,৬০২.১৫ টাকা (সাঁয়ত্রিশ লাখ উননব্বই হাজার ছশো দুই টাকা এবং পনের পয়সা) টাকা** ৩১.০৫.২০২৩ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১১.০৮.২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রহমানিয়া হাই স্কুল ব্রাঞ্চ, নিকট বকেয়া পরিমাণ ৩৭,৮৯,৬০২.১৫ টাকা (সাঁয়ত্রিশ লাখ উননব্বই হাজার ছশো দুই টাকা এবং পনের পয়সা) টাকা ৩১.০৫.২০২৩** পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি শ্রী অপরেশ ঘোষ, পিতা শ্রী সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ এর নামে আরএস প্লট নং: ৩০১১, আরএস খতিয়ান নং : ৪, জেএল নং : ২০, মৌজা : আসানসোল পুরসভা, ধর্মপল্লি, ধর্মপল্লি ফুটবল মাঠের নিকট, চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৬ চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : প্রিয়রঞ্জন মুখার্জির সম্পত্তি, পূর্বে : ৫ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : অমরেশ ঘোষের অংশ সমন্বিত।

তারিখ - ১১.০৮.২০২৩ স্থান - আসানসোল — অনুমোদিত অফিসার ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

এসবিআই, কাটাবাগান ব্রাঞ্চ (০৭১৪৭)
গ্রাম - ভাকুরি, পো. চলতিয়া, থানা - বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১০১ (প.ব.)

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১০.০৫.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **"হালদার ব্রিক ফিল্ড", অংশীদারগণ - (১) শ্রী অজিত হালদার (২) শ্রীমতি ছবি হালদার (৩) শ্রী অনির্বান হালদার,** পিতা খগেন্দ্রনাথ হালদার, গ্রাম - হরিদাসমতি, পো. বলরামপুর, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ এবং (সাকিন) ২৮/২, এস এন বাগচি রোড, পো. এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১ কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২৯,৫২,৩৯৮.৪৬ টাকা (উনত্রিশ লাখ বাহান্ন হাজার তিনশো আটানব্বই টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা) টাকা ০৯.০৫.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৯ আগস্ট ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কাটাবাগান ব্রাঞ্চ নিকট বকেয়া পরিমাণ **২৯,৫২,৩৯৮.৪৬ টাকা (উনত্রিশ লাখ বাহান্ন হাজার তিনশো আটানব্বই টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা) টাকা ০৯.০৫.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ ১০.০৫.২০২৩ থেকে ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
লোন এ/সি নং - ৩৭৩৬৯৮২৭৯৯৩ (সি.সি) ৩৯৪৫৫২০৮৯৯১ (জিইসিএল) ৪০২৫৩২১৪৪০৫ (এফআইটিএল)

স্থাবর সমম্পত্তির বিস্তারিত
সম্পত্তির মালিক : শ্রী অজিত হালদার
জেলা -মুর্শিদাবাদ,থানা - বহরমপুর,মৌজা - হরিদাসমতি, জেএল নং ৮৭, এসআরও -বহরমপুর, (১) দলিল নং -২৮৯২, ১৯৯৪ সালের ২) দলিল নং -২২২১, ১৯৯৫ সালের ৩) দলিল নং -২২২২, ১৯৯৫ সালের , ৪) দলিল নং -২৭২৩, ১৯৯৭ সালের, ৫) দলিল নং -২৪০০, ১৯৯৯ সালের, খতিয়ান নং -এলআর ২৬১৩, প্লট নং -১১৩৯, প্রকৃতি -ইটখোলা, এরিয়া - ০.৩৯ একর, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর খালি জমি, দক্ষিণে : মালিকের খালি জমি, পূর্বে : মালিকের খালি জমি, পশ্চিমে : অন্যান্যর খালি জমি এবং পরবর্তীতে পঞ্চায়েত সড়ক সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৯.০৮.২০২৩ স্থান - বহরমপুর — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

TATA

টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩
কলকাতা ব্রাঞ্চ অফিস : ৩০২ অবনী সিগনেচার, ৪র্থ তল, ৯১/এ/১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

পরিশিষ্ট -৪
দখল নোটিশ

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্স সার্ভিসেস লিমিটেডের ("টিসিএফএসএল") এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনসট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট)রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ২৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জমিনদাতা/দায়বদ্ধদাতাগণ ১) সুপ্রীম ইলেক্ট্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা), ২) শ্রী অর্জুন আগরওয়াল (জামিনদাতা) ৩) শ্রীমতি সুধা আগরওয়াল (জামিনদাতা), ৪) শ্রী রাজেশ আগরওয়াল (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা), এবং ৫) শ্রী হরিশ কুমার আগরওয়াল (জামিনদাতা)কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ ৪, ৭৭, ৪০, ৫৯৫ . ৭৫ (চার কোটি সাতাত্তর লাখ চল্লিশ হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা) টাকা ১২ এপ্রিল ২০২৩ অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতা/বন্ধকদাতা/দায়বদ্ধগণকে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল সংস্থান অধীনে ১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা/দায়বদ্ধগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে,কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন টাটা ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের (টিসিএফএসএল) নিকট বকেয়া পরিমাণ ৪,৭৭,৪০,৫৯৫.৭৫ (চার কোটি সাতাত্তর লাখ চল্লিশ হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা) টাকা ১২ এপ্রিল ২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক এবং ব্যয় পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ।

নোটিশ প্রাপক নং ৪, শ্রী রাজেশ আগরওয়াল বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

প্লট নং/ফ্ল্যাট নং	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ভবন নং এ/০৯/১৯ একতলায় এবং দ্বিতীয়তলায় পরিমাণ আনুমানিক ২১৯.৯৯ বর্গ মিটার সমপরিমাণ ২৩৬৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ,টাউনশিপ "কলকাতা পশ্চিম ইন্টারন্যাশনাল সিটি" হিসেবে পরিচিত নির্মাণ এবং অবস্থিত জমি পরিমাণ ১৭৩১ বর্গফুট, সমপরিমাণ ২.৪০কাঠা কমবেশি মৌজা-তেঁতুলখালি, জেএল নং ৫৪, স্থানীয় বাঁকড়া নং ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা -ডোমজুড়, জেলা-হাওড়া এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ভবন নং এ/০৯/১৮ একতলায় এবং দ্বিতীয় তলায় পরিমাণ আনুমানিক ২২৪.৯২ বর্গ মিটার সমপরিমাণ ২৪২১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া টাউনশিপ "কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি " নির্মিত নির্মাণ বা সংশ্লিষ্ট জমিস্থিত পরিমাণ ২১৫২.৮০ বর্গফুট সমপরিমাণ ২০.৯৯কাঠা কমবেশি মৌজা - তেঁতুলখুলি,জেএল নং ৫৪ স্থানীয় বাঁকড়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা -ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া।
পরিমাণ/ জমির সীমা :	সংশ্লিষ্ট সকল বসবাসের ভবন নং এ/০৯/১৮ একতলা এবং দোতলা পরিমাণ আনুমানিক ২১৯.৯৯ বর্গ মিটার সমপরিমাণ ২৪২১ বর্গফুট সুপারবিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত টাউনশিপ "কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি" নামে পরিচিত। এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ভবন নং এ/০৯/১৮ একতলা এবং দোতলা পরিমাণ ২২৪.৯২ বর্গ মিটার সমপরিমাণ ২৪২১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া টাউনশিপ "কলকাতা ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল সিটি" তে অবস্থিত।
স্থান/চিহ্নিতকরণ/ এলাকার নাম, মহল্লা :	জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৭৩১ বর্গফুট সমপরিমাণ ২.৪০ কাঠা কমবেশি এরিয়া, মহল্লা (মৌজা-তেঁতুলখুলি,জেএল নং ৫৪, স্থানীয় বাঁকড়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা -ডোমজুড়, জেলা -হাওড়া। এবং জমির পরিমাণ আনুমানিক ২১৫২.৮০ বর্গফুট সমপরিমাণ ২.৯৯ কাঠা কমবেশি মৌজা-তেঁতুলখুলি, জেএল নং ৫৪ স্থানীয় বাঁকড়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন থানা-ডোমজুড়, জেলা-হাওড়া।
শহর/জেলা :	হাওড়া
চৌহদ্দি :	
পূর্বে :	সংলগ্ন ইউনিট নং এ/০৯/১৭ এবং সংলগ্ন ইউনিট নং : এ/০৯/১৮
পশ্চিমে :	সংলগ্ন ইউনিট নং এ/০৯/১৯ এবং সংলগ্ন ইউনিট নং এ/০৯/২০
দক্ষিণে :	১০ মিটার চওড়া রো
উত্তরে :	সংলগ্ন খালি জমি দাগ নং ২৩৯২ ,তেঁতুলখুলি মৌজা এবং ক্যানাল

তারিখ : ১৪ আগস্ট ২০২৩ স্থান : কলকাতা — টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের পক্ষে স্বা/- অনুমোদিত অফিসার

বোর্ড গঠনে বাধা এলেও অবশেষে গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড গঠনে বিরোধী দলগুলি যে ষড়যন্ত্র করেছিল তা আবারও সোশ্যাল মিডিয়ার ভাইরাল হওয়া একটি বক্তব্যের মাধ্যমে বেরিয়ে এল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে গয়েশবাড়ি অঞ্চল কমিটির তৃণমূলের এক যুব নেতা সেদিনের ঘটনার বিষয়গুলি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। অভিযোগ, তাদেরকে বিরোধীরা প্ররোচিত করেই বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিরোধীদের সেই ষড়যন্ত্রে জল ঢেলে দেয় তৃণমূল। গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করে তৃণমূল কংগ্রেস।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯ অগস্ট গয়েশবাড়ি বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে বিরোধী দলের কি ধরনের ষড়যন্ত্র ছিল সেই ব্যাপারে সোমবার তৃণমূলের গয়েশবাড়ি অঞ্চল কমিটির সভাপতি মিরাজুল বোসনি সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন। কিন্তু শত ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার পরেও সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের বোর্ড গঠনে সাফল্য পেয়েছে। গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছেন রহিমা হোসেন এবং উপপ্রধান হয়েছেন মেহেরুন নেশা।

উল্লেখ্য, কালিয়াচক ১ ব্লকের গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৯ অগস্ট বোর্ড গঠন হয়। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা হচ্ছে ২৬। তৃণমূলের রয়েছে ১৫ টি আসন। কংগ্রেসের রয়েছে ৯টি আসন, সিপিএম পেয়েছে ২টি আসন ও আইএসএফ পেয়েছে ১টি আসন।

৯ অগস্ট পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের দিন গয়েশবাড়ি তৃণমূল অঞ্চল কমিটির সভাপতি মিরাজুল বোসনির বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধান গঠনের নামে টাকা লেনদেনের বিস্তর অভিযোগ ভাইরাল হয়েছিল। সেই দিন বিরোধীদের শত পরিকল্পনা বানচাল করেই ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। আর এর কিছুদিন পরেই বিরোধীরা যে ষড়যন্ত্র করে বোর্ড গঠনে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করেছিল তা নতুন করে সোশ্যাল মিডিয়ার ভাইরাল হওয়া একটি বক্তব্যে বেরিয়ে এসেছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে যুব তৃণমূলের গয়েশবাড়ি অঞ্চল কমিটির সহ-সভাপতি কামাল শেখ বলছেন, প্রধান গঠনের ক্ষেত্রে টাকা পয়সার কোনো রকম লেনদেন হয়নি। তৃণমূলের গয়েশবাড়ি অঞ্চল কমিটির সভাপতি মিরাজুল বোসনি বাড়িতে গিয়ে টাকা লেনদেনের যে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মিরাজুল বোসনির ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আমার কাছে টাকা পেতেন। সেই টাকায় তাকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বিরোধীরা সেই ছবি কারচুপি করে মিথ্যা ভাবে ভাইরাল করেছে।

এদিকে পুরো বিষয়টি সামনে আসতেই বিরোধী দল কংগ্রেস, বিজেপি , সিপিএমকে এক হাত নিয়েছে তৃণমূলের গয়েশবাড়ি অঞ্চল কমিটির সভাপতি মিরাজুল বোসনি। তিনি বলেন, এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে বিরোধীরা অনেক ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে তৃণমূলের প্রত্যেক সদস্যদের সমর্থন নিয়েই বোর্ড গঠনে সাফল্য পেয়েছি। আর সেখানে একটা মিথ্যা ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে শুধু আমার নয়, তৃণমূলের বদনাম করার চেষ্টা করেছে। এরপরই আসল ঘটনা সামনে চলে এসেছে । সবাই তা দেখতে পেয়েছে। পুরো বিষয়টি জেলা এবং রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েছি । যারা এই ধরনের জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছে । তাদের বিরুদ্ধে যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে ব্যাপারে পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

কন্যাশ্রী দিবসে কন্যাশ্রীদের উদ্দেশে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও আচরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: কন্যাশ্রী দিবসে কন্যাশ্রীদের উদ্দেশ অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও আচরণের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদরের ঐতিহ্যবাহী বারাসাত কালিকৃষ্ণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। ঘটনার পরপরই বারাসাত থানায় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমি সেনগুপ্ত জানান, কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে মেয়েরা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান করছিল। পাশাপাশি স্বাধীনতা দিবস ও শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানের অনুশীলন করছিল মেয়েরা সেই সময় এক ব্যক্তি মেয়েদের উদ্দেশে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও আচরণ করে। মেয়েরা বিষয়টি শিক্ষিকাদের জানাতেই ওই ব্যক্তি পালিয়ে যায়। মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য আমরা বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি।

কন্যাশ্রীতে শ্রেষ্ঠত্বের তালিকায় উত্তর ২৪ পরগনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: কন্যাশ্রীর ১০ তম বর্ষে শ্রেষ্ঠত্বের তালিকায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। পাশাপাশি রাজ্যে বেষ্ট অ্যাচিভারের তালিকায় দুই কন্যাশ্রী। সোমবার ছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী তথা বিশ্ববন্দিত প্রকল্প কন্যাশ্রী দিবস। সেই উপলক্ষে উত্তর ২৪ পরগনার রবীন্দ্র ভবনে আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হল দিনটি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদ কুমার দীবেদি, এডিএম ট্রেজারী তাহেরুজ্জামান, ডিআইসিও পল্লব পাল, বারাসাতের মহকুমা শাসক সোমা সাউ সহ অন্যান্য মহকুমা শাসক এবং প্রচুর কন্যাশ্রী মেয়েরা। এদিন এডিএম (ট্রেজারী) তাহেরুজ্জামান বলেন, এবার কন্যাশ্রীতে বেষ্ট পারফর্ম করেছে ৫টি জেলা। তার মধ্যে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। বাকিগুলি হল হুগলি, হাওড়া, নদিয়া এবং পূর্ব মেদিনীপুর। এছাড়াও রাজ্যে বেষ্ট অ্যাচিভার তালিকায় আছে এই জেলার বিপাশা বারুই ও পল্লবী ঢালি। তিনি আরও জানান, আমাদের জেলার নিরিখে কন্যাশ্রী নিয়ে সবথেকে ভালো কাজ করেছে বিধাননগর মহকুমা এবং ব্লকের নিরিখে বারাসাত ২ নম্বর ব্লক। এদিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কন্যাশ্রীর প্রতিটি বিভাগের প্রথম তিন জন কন্যাশ্রী মেয়েদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। এদিন পুরস্কৃত কন্যাশ্রীরা মঞ্চে তাদের সাফল্যের বক্তব্য রাখে।

পশ্চিম মেদিনীপুরে নতুন সভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের নতুন সভাধিপতি নির্বাচিত হলেন প্রতিভা রানি মাইতি। এর আগে ২০১৩ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত দু'দফায় সভাধিপতির দায়িত্ব সামলেছেন গড়বেতার বর্তমান বিধায়ক উত্তরা সিংহ হাজরা। এবার জেলা পরিষদের দশম সভাধিপতি হলেন প্রতিভা রানি মাইতি, সহ সভাধিপতি নির্বাচিত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কো-অর্ডিনেটর তথা পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি। এবারের নির্বাচনে গড়বেতা থেকে ৫১ নম্বর জেলা পরিষদ আসনে বিদায়ী সভাধিপতি উত্তরা সিংহ হাজরা রেকর্ড ভোটে জিতলেও দলীয় মহলের বক্তব্য ছিল, তাঁর পুনরায় সভাধিপতি হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। গত বছর মে মাসে জেলা সফরে এসে প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তাই ধরেই নেওয়া হয়েছিল এবার জেলা পরিষদে নতুন সভাধিপতি পেতে চলেছে পশ্চিম মেদিনীপুর। নয়া সভাধিপতি হিসাবে দলীয় মহলে নাম উঠছিল অভিজ্ঞ ও বর্ষীয়ান নেত্রী তথা বিদায়ী বোর্ডের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রতিভা রানি মাইতির। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতির আসনটিও মহিলা সংরক্ষিত। পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলা পরিষদের ৬০টি আসনেই জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে তাঁকেই এবার স্বীকৃতি দেওয়া হল।

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড

CIN: L92419WB1989PLC046487
রেজিস্টার্ড অফিস : "ঝিল মিল" সেক্টর-৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ই-মেল : niccopark@niccoparks.com, ওয়েবসাইট : www.niccoparks.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২২	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২২
	(উল্লেখ্য নীচের দ্রষ্টব্য)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	২৭৮৮.১০	১৯৮২.৪২	২৫০১.৮৭	২৭৮৮.১০	১৯৮২.৪২	২৫০১.৮৭
২.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	১৩৯৬.৮২	৪২২.৬৬	১২৮৫.৪৩	১৫০৫.৪৯	৪৮৮.২৪	১৩৯১.৮২
৩.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১৩৯৬.৮২	৪২২.৬৬	১২৮৫.৪৩	১৫০৫.৪৯	৪৮৮.২৪	১৩৯১.৮২
৪.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১০০১.০৭	৩১৪.৬৮	৯৪৬.৪০	১০৮৪.৮৮	৩৬৫.২৬	৮২৬.৭৭
৫.	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)]	৯৭৯.৩২	১৮৩.৯৪	৯৫৬.৯৩	১১৩৪.৯৫	২০৫.০১	৮৪৫.৮৮
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু ১ টাকা প্রতি শেয়ার)	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) বিগত গণনা বর্ষের উদ্বর্তপত্রে দর্শিত পুনর্মূল্যায়ণ ব্যতীত মজুত	৫৫৭৮.৭৩ ৩১.০৩.২০২৩ তারিখে	৪০২৭.১৩ ৩১.০৩.২০২২ তারিখে	৪০২৭.১৩ ৩১.০৩.২০২২ তারিখে	৭০৪৫.৩২ ৩১.০৩.২০২৩ তারিখে	৫২৩১.৩২ ৩১.০৩.২০২২ তারিখে	৫২৩১.৩২ ৩১.০৩.২০২২ তারিখে
৮.	শেয়ার প্রতি আয় সময়কালের জন্য (ফেস ভ্যালু ১/- টাকা প্রতিটি) - মূল এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	২.১৪	০.৬৭	২.০২	২.৩২	০.৭৮	১.৭৭

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জেস ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.niccoparks.com) -তে।

২. ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং তারপর পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৪ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নথিভুক্ত হয়েছে। বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকেরা ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের একটি সীমিত পর্যালোচনাও করেছেন।

৩. ২৩.০২.১৯৯০ তারিখের জয়েন্ট সেক্টর এগ্রিমেন্ট (''জেএসএ'') অনুসারে দ্য ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবল কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (বর্তমানে নিক্কো কর্পোরেশন লিমিটেড নামে পরিচিত - এনসিএল লিকুইডেশনের অধীনে), ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিটিডিসি) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিআইডিসি) এর মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল, কোম্পানির জমি যেটিতে অ্যামিউজমেন্ট পার্ক এবং এফএন্ডবি এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে কোম্পানিকে ৩৩ বছরের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে আরও দুটি মেয়াদের জন্য পুনর্নবীকরণ ধারা শর্ত সহ। এনসিএল-এর বিরুদ্ধে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে, তাদের হাতে থাকা কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এর ফলে, এতে উল্লেখিত জেএসএ অকার্যকর এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। অধিকন্তু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের গভর্নর এবং কোম্পানির মধ্যে ৫.০৭.১৯৯১ তারিখের চুক্তির মাধ্যমে ৩৩ বছরের ইজারার প্রথম মেয়াদ ২৩.০২.২০২৩ -এ শেষ হয়েছে যা সেই তারিখ থেকে পুনর্নবীকরণের জন্য রয়েছে। তদনুসারে, যথাসময়ে এর ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য উপরোক্ত চুক্তিগুলিকে আনুষ্ঠানিক করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইজারা চুক্তি পুনর্নবীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় আবেদন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের সাথে ১১.১০.২০২২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে করা হয়েছে, যা এই তারিখ পর্যন্ত কার্যকর করার জন্য মুলতুবি রয়েছে। ব্যবস্থাপনার দ্বারা বলা হয়েছে, এটি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে এবং এর মেয়াদ বাড়ানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উপরে গৃহীত পদক্ষেপগুলির মুলতুবি ফলাফল, অপারেশন এবং সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলিকে চলমান হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং উদ্বেগের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র আর্থিক বিবৃতি তৈরি করা অব্যাহত রয়েছে।

৪. ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ৫০ শতাংশ হারে পরিচালনা পর্ষদ তার উপরোক্ত সভায় অনুমোদন করেছে।

৫. ক) পার্কের এফ অ্যান্ড বি এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদজনক কার্যাবলী বদলি মরশুমের উপর নির্ভরশীল
খ) রাইডসের মন্ত্রণা, চুক্তি ও অংশাদি বিক্রি ও পরিবর্তন সাপেক্ষ যা চুক্তি সংখ্যার উপর নির্ভরশীল।

৬. পূর্ববর্তী সময়ের সংখ্যাগুলিকে পুনর্সজ্জিত/পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের পক্ষে
রাজেশ রায়সিংহানি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
(DIN : 07137479)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ অগস্ট, ২০২৩

ASHIANA HOUSING LIMITED

Registered Office: 5F Everest, 46/C, Chowringhee Road, Kolkata, West Bengal-700071
Correspondence Address: 304, Southern Park, Saket District Centre, Saket, New Delhi-110 017
Tel. No.: +91 011-42654265
Corporate Identification Number (CIN): L70109WB1986PLC040864
Contact Person: Mr. Nitin Sharma, Company Secretary and Compliance Officer
Email ID: investorrelations@ashianahousing.com; **Website:** www.ashianahousing.com

POST BUY BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS /BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF ASHIANA HOUSING LIMITED

This post Buy Back public advertisement (the **"Post Buy Back Public Announcement"**) is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (**"SEBI Buy Back Regulations"**) regarding completion of the Buy Back. This Post Buy Back Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated July 13, 2023 published on July 14, 2023 (**"Public Announcement"**) and the letter of offer dated July 29, 2023 (**"Letter of Offer"**), issued in connection with the Buy Back.

Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. BUY BACK

1.1. Ashiana Housing Limited (the "**Company**") had announced the Buy Back of upto 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 2/- (Rupees Two only) each of the Company (**"Equity Shares"** or **"Shares"**), at a price of ₹ 301/- (Rupees Three Hundred and One only) per Equity Share payable in cash for an aggregate amount of upto ₹ 55 Crores (Rupees Fifty Five Crores only), excluding expenses incurred or to be incurred for the Buy Back, which represents 7.23% and 7.32% of the aggregate of Company's fully paid-up Equity Share capital and free reserves as per the latest audited standalone and consolidated financial statements as on March 31, 2023 respectively, through the tender offer route using the stock exchange mechanism, on a proportionate basis from all the equity shareholders/beneficial owners of the Equity Shares of the Company as on the Record Date, in accordance with the Act and the SEBI Buy Back Regulations.

1.2. The Company adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buy Back. The Buy Back was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, read with SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCRIII/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and circular bearing number SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 08, 2023 including any amendments or statutory modifications for the time being in force.

1.3. The Buy Back Opening Date was Wednesday, August 02, 2023 and the Buy Back Closing Date was Tuesday, August 08, 2023.

2. DETAILS OF THE BUY BACK

2.1. The total number of Equity Shares bought back by the Company in the Buy Back were 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares, at the price of ₹ 301/- (Rupees Three Hundred and One Only) per Equity Share.

2.2. The total amount utilized in the Buy Back was ₹ 55 Crores (Rupees Fifty Five Crores only), excluding Transaction Costs.

2.3. The Registrar to the Buy Back i.e. Beetal Financial & Computer Services Private Limited (**"Registrar"**), considered a total of 15,659 valid bids for 7,69,46,135 Equity Shares in response to the Buy Back, which is approximately 42.11 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Category of Shareholders	No. of Equity Shares reserved in the Buy Back	No of valid Bids	Total no of Equity Shares validly tendered	Response (%)
Reserved category for Small Shareholders	2,74,087	14,587	12,30,298	448.87
General category for all other Eligible Shareholders	15,53,155	1,072	7,57,15,837	4,874.97
Total	**18,27,242**	**15,659**	**7,69,46,135**	**4,211.05**

2.4. All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the SEBI Buy Back Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection was sent by the Registrar to the Eligible Shareholders, on Monday, August 14, 2023 (by email where the email id is registered with the Company or the depository) and was dispatched on Monday, August 14, 2023 (through physical intimation where email id is not available).

2.5. The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited ("**Clearing Corporation**") on Monday, August 14, 2023. Clearing Corporation has made direct funds pay-out to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buy Back. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instruction was rejected by the Reserve Bank of India/ relevant bank(s), due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholder will be transferred to the Seller Members for onward transfer to such shareholders.

2.6. Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buy Back were transferred to the Company's demat account on Monday, August 14, 2023. The unaccepted dematerialized Equity Shares have been returned to respective Eligible Shareholders /custodians by release of lien on such Equity Shares by the Clearing Corporation on Monday, August 14, 2023. Excess physical Equity Shares pursuant to proportionate acceptance/rejection will be returned back to the Eligible Shareholder directly by the Registrar to the Buy Back.

2.7. The extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted under the Buy Back, comprising of 18,27, 208 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Eight) Equity Shares in dematerialized form and 34 (Thirty Four) Equity Shares in physical form, is currently under process and will be completed in accordance with the SEBI Buy Back Regulations, on or before Tuesday, August 22, 2023.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company pre and post Buy Back is set forth below:

Sr. No.	Particulars	Amount (in ₹)
A	**Authorised Share Capital**	
	17,50,00,000 Equity shares of ₹ 2/- each	35,00,00,000
B	**Issued, Subscribed and Paid Up Capital before the Buy Back**	
	10,23,52,099 Equity shares of ₹ 2/- each	20,47,04,198
C	**Issued, Subscribed and Paid Up Capital after the Buy Back***	
	10,05,24,857 Equity shares of ₹ 2/- each	20,10,49,714

**Subject to extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted in the Buy Back*

3.2. Details of the Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been bought back under the Buy Back are as mentioned below:

Sr. No.	Name of the Eligible Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buy Back	Equity Shares accepted as a % of the total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of the total post Buy Back Equity Share capital of the Company*
1	Varun Gupta	3,99,241	21.85	0.40
2	Ankur Gupta	3,99,202	21.85	0.40
3	Vishal Gupta	2,77,207	15.17	0.28
4	Rachna Gupta	1,22,104	6.68	0.12
5	SBI Contra Fund	85,086	4.66	0.08
6	OPG Realtors Limited	34,176	1.87	0.03
7	ICICI Prudential Equity & Debt Fund	32,391	1.77	0.03
8	Cellour Commercial Pvt Ltd	20,104	1.10	0.02

**Subject to extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted in the Buy Back*

3.3. The shareholding pattern of the Company, prior to the Buy Back (i.e., as of the Record Date, being Friday, July 28, 2023) and post the completion of the Buy Back is as follows:

Particulars	Pre Buy Back#		Post Buy Back*	
	No. of Equity Shares	% of total outstanding Equity Shares	No. of Equity Shares	% of total outstanding Equity Shares
Promoter and Promoter Group	6,26,58,716	61.22	6,14,26,786	61.11
Financial Institutions / Banks/AIFs and Mutual Funds	72,92,408	7.12	3,90,98,071	38.89
Foreign Investors (including Non Resident Indians / FPI / Foreign Nationals / Foreign Bodies Corporate etc.)	91,37,128	8.93		
Others (public, public bodies corporate, trust, etc.)	2,32,63,847	22.73		
TOTAL	**10,23,52,099**	**100.00**	**10,05,24,857**	**100.00**

 # As on the Record Date

**Subject to extinguishment of 18,27,242 (Eighteen Lakhs Twenty Seven Thousand Two Hundred and Forty Two) Equity Shares accepted in the Buy Back*

4. MANAGER TO THE BUY BACK

EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
Contact Person: Mr. Deepak Yadav/ Mr. Pranav Nagar
Regd. Off.: The Ruby, 7th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar-West, Mumbai - 400028, Maharashtra
Tel. No.: +91 22 66121212; **Fax No.:** +91 22 66121299
Email id: ahl.buyback@emkayglobal.com
Website: www.emkayglobal.com
SEBI Regn. No.: INM000011229
Validity Period: Permanent
CIN: L67120MH1995PLC084899

5. DIRECTORS RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buy Back Regulations, the Board of Directors of the Company (**"Board"**) accepts responsibility for the information contained in this Post Buy Back Public Announcement and confirms that this Post Buy Back Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

This Post Buy Back Public Announcement is issued under the authority of the Board and in terms of the resolution passed by the Board on July 12, 2023 and by the Buy Back Committee on August 14, 2023.

For and on behalf of the Board of Directors of Ashiana Housing Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Mr. Vishal Gupta Managing Director DIN: 00097939 **Place:** Frankfurt	Mr. Varun Gupta Director DIN: 01666653 **Place:** New Delhi	Nitin Sharma Company Secretary and Compliance Officer (ICSI Membership No.: A21191) **Place:** New Delhi

Date: August 14, 2023

PRESSMAN

আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে সবুজ ঝড়, উচ্ছ্বাস কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই গঠিত হল হুগলির আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড। এদিন কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয় আরামবাগ বিডিও অফিস। এই নিরাপত্তার মধ্যেই আরামবাগ বিডিও অফিসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জয়ী প্রার্থীরা উপস্থিত হন। তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাওয়ায় বিডিওর উপস্থিতিতে নিয়ম মেনে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হন আরামবাগ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিশির সরকার এবং সহ সভাপতি হন কাকলি রায় ব্যানার্জি। জানা গিয়েছে, হুগলি জেলার আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির ৪৫ আসনের মধ্যে শাসক দল তৃণমূল ৩৯ টি আসনে জয়লাভ করে, ৬ টি আসন পায় বিরোধী দল, এদিন ছিল আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন। তৃণমূল আরামবাগের ব্লক পাড়া দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল করে বিডিও অফিসে আসে। অন্যদিকে বিরোধী দল বিজেপিও বিডিও অফিসে আসে। তারপর বিডিও অফিসের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে বোর্ড গঠন উপলক্ষে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো। বিডিও অফিস থেকে শুরু করে রাস্তাতেও ব্যাপক পুলিশ মোতায়ন করা হয়। এই বিষয়ে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার বলেন, আমাদের সর্বভারতীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে, তারা আবার আমাকে ২০১৩ সালের পর ২০২৩ সালে আবার আমাকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিযুক্ত করেছে। ওনাদের ধন্যবাদ জানাই। মুখ্যমন্ত্রীর কমবেশি যে ৭২ টি প্রকল্প আছে, সেই প্রকল্প গুলো মানুষের কাছে গিয়েছে এবং মানুষের জন্য করতে হবে। পঞ্চায়েত সমিতি হবে মানুষের পঞ্চায়েত সমিতি। যেখানে ৮ হাজার ভোটে হারছিল সেখান থেকে আমি আস্তে আস্তে ৪৯ হাজার ভোটে জেলা পরিষদের লিড হয়েছে। আরামবাগ ব্লকের ১৫ টা পঞ্চায়েতে আমরা পেয়েছি। দল আমাকে দায়িত্ব দেয় সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সবসময় মানুষের পাশে আছেন। আগামী দিনে আরও উন্নয়নমূলক কাজ হবে। অপরদিকে এই বিষয়ে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি গুনোধর খাঁড়া বলেন, দিদির উন্নয়নের জন্য মানুষ তৃণমূলের পাশে আছে। খুব ভালো লাগছে তৃণমূল আবারও বোর্ড গঠন করছে। সবমিলিয়ে এদিন শান্তি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে বোর্ড গঠন হয়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

CIN NO : L63090WB1989PLC099645
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউজ, কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট অফিস: ৫ম তল শালিন বিল্ডিং, নেহরু ব্রিজ কর্নারের নিকটে, আশ্রম রোড, আমেদাবাদ - ৩৮০ ০০৯

৩০/০৬/২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(টাকার অঙ্ক লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ ২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০ জুন ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২২৮৪.২২	২০৫৬.২৮	২০৯৪.৭৮	৭৬৬৭.৫৪
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী দফার পূর্বে)	৩১.৭৭	৭৯.৮৪	৫৮.৪৮	৩৫২.৭০
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী দফার পরে)	৩১.৭৭	৭৯.৮৪	৫৮.৪৮	৩৫২.৭০
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফার পরে)	১৩.৬৩	৬৩.৩৩	৪৪.১৯	২৭০.৯৩
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় {সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)}	১৪.৫২	৬৮.১৮	৪৩.৮৮	২৭৪.৮৭
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতি শেয়ার)	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে যেমন প্রদর্শিত				৬৩৫.৭৪
৮	শেয়ার প্রতি আয় - মৌলিক ও মিশ্রিত	০.২৭	১.২৭	০.৮৯	৫.৪৪

দ্রষ্টব্য :
১. উপরের স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলটি অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং ১৪.০৮.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের নির্যাস যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের বিএসই ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.frontlinecorporation.org -এ পাওয়া যাবে।

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
পবনকুমার আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN NO: 00060418)
স্থান: আহমেদাবাদ
তারিখ: ১৪.০৮.২০২৩

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001 , Tel.: 033-22487406
Website: www.somatextiles.com; E-mail ID: investors@somatextiles.com
CIN:L51909WB1940PLC010070

EXTRACTS OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 30.06.2023 Unaudited	31.03.2023 Audited	30.06.2022 Unaudited	Year Ended 31.03.2023 Audited
Total income	175	348	321	1662
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items) ^	(40)	(134)	(266)	(216)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) ^	40	(63)	581	16726
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	40	(243)	581	16546
Total comprehensive income for the period [{Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)}]	40	(242)	581	16547
Paid up Equity Share Capital	10	10	10	10
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic :	0.12	(0.73)	1.76	50.09
Diluted:	0.12	(0.73)	1.76	50.09

^ Includes share in profit of associate.

Extract from the Standalone financial results:

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 30.06.2023 Unaudited	31.03.2023 Audited	30.06.2022 Unaudited	Year Ended 31.03.2023 Audited
Income from operations (Turnover)	107	278	26	520
Profit before tax	40	(63)	581	16726
Profit after tax	40	(243)	581	16546

Note:
1) The above results for the quarter ended June 30, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on August 14, 2023 and the Statutory Auditors of the Company have carried out "Limited Review" of the same.
2) The above is an extract of the detailed format of year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the same are available on Stock Exchanges Website i.e. NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com) and on Company's website www.somatextiles.com.

For **Soma Textiles & Industries Ltd.**
A. K. Somany
Managing Director
DIN: 00024903
Place: Ahmedabad
Date: 14th August, 2023

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিস: ৪, বিবাদি বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউস, রুম নং ৫, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০০০১,
ফোন: (০৩৩) ২২৩০১১৫৩, CIN NO. L63090WB1989PLC099645
ই-মেইল: cs.legal.frontline@gmail.com ওয়েবসাইট: www.frontlinecorporalion.org

ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে ইক্যুইটি শেয়ার ডিলিস্ট করার জন্য পাবলিক ঘোষণা:

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইক্যুইটি শেয়ার ডিলিস্টিং) রেগুলেশন, ২০০৯ (সেবি ডিলিস্টিং রেগুলেশনস) এর রেগুলেশন ৬ এবং ৭ এবং এর মধ্যে থাকা সংশোধনী অনুসারে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ তার অনুষ্ঠিত সভায় সোমবার, ১৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, **শুধুমাত্র দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই)** থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের তালিকা থেকে স্বেচ্ছা ডিলিস্টিং করার একটি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে (স্ক্রিপ্ট কোড ৫৩২০৪২) কারণ তালিকাভুক্ত কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারে কোনো লেনদেন হয়নি কয়েক বছর ধরে সিএসই তে। কোম্পানি সিএসই থেকে তার ইক্যুইটি শেয়ারের স্বেচ্ছামূলক ডিলিস্টিংয়ের প্রয়োজনীয় আবেদন করার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি দেশব্যাপী ট্রেডিং টার্মিনাল থাকা বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (বিএসই লিমিটেড) এ তালিকাভুক্ত থাকবে।

ডিলিস্টিং এর প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য:
সিএসই তে কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন বেশ কয়েক বছর ধরে হয়নি। সিএসই এর দেশব্যাপী ট্রেডিং টার্মিনাল নেই। অতএব, এই ধরনের তালিকা কোন দরকারী উদ্দেশ্য পরিবেশন করা যায় না। আমাদের কোম্পানি ইক্যুইটি শেয়ার ডিলিস্ট করতে চায় শুধুমাত্র সিএসই থেকে এবং দেশব্যাপী ট্রেডিং টার্মিনাল অর্থাৎ বিএসই স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত থাকবে। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা বিএসই-তে তালিকাভুক্তি এবং ট্রেডিংয়ের সুবিধাগুলি পেতে থাকবে।

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেডের পরিচালন পর্ষদের আদেশ দ্বারা
স্বা/
সুরেশ কুমার ভার্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
সদস্য নং: চ৩৭২৫
স্থান: আহমেদাবাদ
তারিখ: ১৪.০৮.২০২৩

অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১২
কর্পোরেট অফিস: 'এসকেপি হাউজ', ১৩২এ, এস. পি মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০২৬
ফোন নং ০৩৩৪০১৬৮০০০, ই-মেল: cs@ankitmetal.com, ওয়েবসাইট: www.ankitmetal.com
CIN No. L27101WB2002PLC094979

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩০ জুন, ২০২২ অনিরীক্ষিত	আর্থিক বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩ নিরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়	১৯,৪০৭.৩২	১৭,৪৪৮.৮৮	৭৫,৭৫০.৩২
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(৫,৩১৭.২৮)	(১,৩৫০.৬৮)	(৯,৮৭৪.৭৩)
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পূর্ববর্তী কিন্তু ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৫,৩১৭.২৮)	(১,৩৫০.৬৮)	(৯,৮৭৪.৭৩)
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (কর পরবর্তী এবং ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৫,৩১৭.২৮)	(১,৩৫০.৬৮)	(৯,৮৭৪.৭৩)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) [সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) এই সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৫,২৮৫.১৫)	(১,৩৩৪.৯০)	(৯৫,৭৪৬.২৪)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪,১১১.০৫	১৪,১১১.০৫	১৪,১১১.০৫
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)			
	১. মূল :	(৩.৭৭)	(০.৯৬)	(৭.০০)
	২. মিশ্রিত :	(৩.৭৭)	(০.৯৬)	(৭.০০)

দ্রষ্টব্য :
(১) উপরের ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত ও পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত, ১৪ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়। কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটররা এই ফলাফলগুলির একটি সীমিত পর্যালোচনা করেছে। উপরে উপস্থাপিত তথ্য এই ধরনের পর্যালোচনা করা আর্থিক ফলাফল থেকে নেওয়া হয়েছে।
(২) উপরেরটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে সমূহে ফাইল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.nscindia.com এবং www.bscindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ankitmetal.com -তে।
(৩) ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাগুলি ইন্ড এএস রুলস/এএস রুলস অনুযায়ী লাভ-ক্ষতির বিবৃতিতে সমন্বয় করা হয়েছে, যেটি প্রযোজ্য।

ডিরেক্টরস বোর্ডের আদেশানুসারে
স্বা/-
শুভম ভগত
(চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
তারিখ: ১৪ অগস্ট, ২০২৩
স্থান: কলকাতা

ইমপেক্স ফেরো টেক লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১২
কর্পোরেট অফিস: 'এসকেপি হাউজ', ১৩২এ, এস. পি মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০২৬
ফোন নং +৯১-৩৩-৪০১৬৮০০০/৮১০০ ফ্যাক্স: +৯১-৩৩-৪০১৬৮১৮৯/৮১৭০
ই-মেল আইডি: cs@impexferrotech.com, ওয়েবসাইট: www.impexferrotech.com
CIN - L27101WB1995PLC071996

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-০৬-২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩০-০৬-২০২২ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-০৩-২০২৩ নিরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৩৪.৩৪	১১,৫৪৮.২৯	১৫,৭১২.৭৬
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	-৩৫০.১১	৮৫৭.২৮	-৩,৩৫৯.৭৯
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-৩৫০.১১	-১,৪০৭.৯৮	-৩,৩৫৯.৭৯
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-৩৫০.১১	-১,৪০৭.৯৮	-৩,৩৫৯.৭৯
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়/(ক্ষতি) {সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) এই সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)}	-৩৫০.১১	-১,৪৩১.৬০	-৩,৩৬৭.৫৯
৬.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮,৭৯৩.১৬	৮,৭৯৩.১৬	৮,৭৯৩.১৬
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (বিশেষ দফা পূর্বে এবং পরে) (প্রতিটি ১/- টাকার):			
	মূল (টা.)	(০.৪০)	(১.৬০)	(৩.৮২)
	মিশ্রিত (টা.)	(০.৪০)	(১.৬০)	(৩.৮২)

দ্রষ্টব্য :
(১) উপরের ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত ও পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত, ১৪ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়। কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটররা এই ফলাফলগুলির একটি সীমিত পর্যালোচনা করেছে। উপরে উপস্থাপিত তথ্য এই ধরনের পর্যালোচনা করা আর্থিক ফলাফল থেকে নেওয়া হয়েছে।
(২) উপরেরটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে সমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফম্যার্ট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.nscindia.com এবং www.bscindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.impexferrotech.com -তে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের আদেশানুসারে
স্বা/-
শুভম ভগত
(চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
তারিখ: ১৪ অগস্ট, ২০২৩
স্থান : কলকাতা

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
নন্দলাল কমল কিশোর ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	নন্দলাল কমল কিশোর ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১২.০১.২০০৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51109WB2006PTC107233
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	রেজিস্টার্ড অফিস : ১এ, অক্রুর দত্ত লেন, কলকাতা - ৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া বন্ধের তারিখ	১০ আগস্ট, ২০২৩
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১০ আগস্ট, ২০২৩
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**নাম :** শ্রী সৌমেন্দ্র পোদ্দার **রেজি. নং :** IBBI/IPA-001/IP-P00446/2017-18/10789
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	**ঠিকানা :** ১/৪২৭ গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ), ৫ম তল কলকাতা ৭০০ ০৪৮ **ইমেল আইডি :** soumenpodder@hotmail.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	**ঠিকানা :** সুমেধা ম্যানেজমেন্ট সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্টস, ৮বি, মিডলটন স্ট্রিট, ফ্ল্যাট ২বি, কলকাতা - ৭০০০৭১ **ইমেল আইডি :** ip.nkkvpl@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে **নন্দলাল কমল কিশোর ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ১০ আগস্ট ২০২৩ তারিখে।
নন্দলাল কমল কিশোর ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

লিকুইডেটরের নাম এবং স্বাক্ষর
সৌমেন্দ্র পোদ্দার
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং - IBBI/IPA-001/IP-P00446/2017-18/10789
এএফএ বৈধ : ০৯ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৫ আগস্ট ২০২৩

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড

সিআইএন - L29307WB1990PLC048350
রেজিঃ অফিস : প্লট নং ৮৪৯, ব্লক পি ৪৮, প্রমথ চৌধুরি সরণি, ৩য় তল, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩,
ফোন: (০৩৩) ২৪০০০৪১৯, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২৪০০০৩৭৫
ওয়েবসাইট: www.webelsolar.com, ইমেল: websol@webelsolar.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	০.১৮	০.১১	৩.২৪	১৭.২২
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	(৫.৬৯)	(৪.৯৮)	(৮.১১)	(২৯.০২)
৩	কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	(৫.৬৯)	(৫.০৮)	(৮.১১)	(৩১.৫২)
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	(৫.০০)	(৫.৩৬)	(৭.৬১)	(২৩.৬৭)
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের জন্য মুনাফা এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় নিয়ে গঠিত)	(৫.০০)	(৫.২৮)	(৭.৬১)	(২৩.৫৯)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	৩৮.৮০	৩৬.৬৪	৩৮.৮০	৩৬.৬৪
৭	পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	–	–	–	১৫২.৪৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টা.)				
(ক)	মৌলিক (টা.)	(১.২৯)	(১.৩৮)	(২.০৮)	(৬.৩১)
(খ)	মিশ্রিত (টা.)	(১.২৯)	(১.৩৮)	(২.০৮)	(৬.৩১)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীন স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
২. আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা বিএসই ওয়েবসাইট (www.bseindia.com), এনএসই ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েসাইট (www.webelsolar.com) -এ।

রেজিস্টার্ড অফিস : প্লট নং ৮৪৯, ব্লক পি৪৮, প্রমথ চৌধুরি সরণি, ৩য় তল, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩
ফোন: (০৩৩) ২৪০০০৪১৯
ফ্যাক্স: (০৩৩) ২৪০০০৩৭৫
ওয়েবসাইট: www.webelsolar.com
তারিখ : ১৪.০৮.২০২৩
স্বাক্ষরের স্থান : কলকাতা

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
স্বা/-
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড

CIN: L52110WB1985PLC240038
রেজিস্টার্ড অফিস: ২১০, রুবি পার্ক, কসবা রথতলা, কলকাতা-৭০০০৭৮
ইমেল: ankurmarketing85@gmail.com
ওয়েসাইট: http://www.ankurmarketing.com টেলি: ৯০৫১১৫৩৩৮৫

ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড-এএস) মেনে প্রস্তুত করা ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত) পরিমাণ (₹)	৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত) (দ্রষ্টব্য-৭ দেখুন) পরিমাণ (₹)	৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত) পরিমাণ (₹)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত) পরিমাণ (₹)
১	মোট আয়	১১৮.২৪	১১৪.৫৯	১০৫.৮৫	৪৪০.৫৪
২	ব্যতিক্রমী দফা এবং বিশেষ দফা এবং কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)	৬১.৮৯	৫৮.০৫	৫০.১০	২১৫.৬০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৬১.৮৯	৫৮.০৫	৫০.১০	২১৫.৬০
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য চলতি কাজকর্ম থেকে	৫২.১১	৫০.৫৯	৪২.৩৩	১৮৫.০৮
৫	লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য	৫২.১১	৫০.৫৯	৪২.৩৩	১৮৫.০৮
৬	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	৫২.১১	৫৫.৭১	৪২.৩৩	১৯০.২০
৭	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতি শেয়ার)	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
৮	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৭৬১.২১
৯	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (ত্রৈমাসিকের জন্য ইপিএস বার্ষিকীকৃত নয়)				
	(ক) মৌলিক	১.৭৪	১.৬৯	১.৪১	৬.১৭
	(খ) মিশ্রিত	১.৭৪	১.৬৯	১.৪১	৬.১৭

আর্থিক ফলাফলের নোট :
১ নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি পর্যালোচনা করে এবং তারপরে পরিচালনা পর্ষদ তাদের নিজ নিজ সভায় অনুমোদিত হয়। সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে প্রয়োজন হিসাবে কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।
২ কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ২১০, রুবি পার্ক কসবা রথতলা, কলকাতা-৭০০০৭৮ -এ অবস্থিত।
৩ যেহেতু কোম্পানির ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ একক সেগমেন্ট ব্যবসার মধ্যে পড়ে, সেজন্য কোনও পৃথক সেগমেন্ট তথ্য দেওয়া নেই।
৪ কোম্পানি মেসার্স ওম দয়াল এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটির পক্ষ থেকে ব্যাংকে কর্পোরেট গ্যারান্টি দিয়েছে ৩,৯২১ লক্ষ টাকা (৩০.০৬.২০২৩ তারিখে বকেয়া ৩২০০.৪৬ লক্ষ টাকা) এবং মেসার্স কৃষ্ণদয়াল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ একাডেমি, ১,৮৬৮ লক্ষ টাকা (৩০.০৬.২০২৩ তারিখে বকেয়া ১১৯৪.৫০ লক্ষ টাকা)।
৫ ন্যায্য মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে আইএনডি-এএস অনুযায়ী অন্যান্য ব্যাপক আয় (ওসিআই) এর প্রভাব হিসাব করা হবে বর্ষ শেষে । তাই ত্রৈমাসিক ফলাফলে কোন প্রভাব দেওয়া হয়নি।
৬ এই আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.ankurmarketing.com এ পাওয়া যাবে।
৭ ৩১.০৩.২০২৩ -এ শেষ হওয়া শেষ ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি হল ৩১.০৩.২০২৩ -এর পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত আজ অবধি অনিরীক্ষিত প্রকাশিত পরিসংখ্যানগুলি ৩১.১২.২০২২ -এ শেষ হয়েছে, যা সীমিত পর্যালোচনার সাপেক্ষে ছিল।
৮ পূর্ববর্তী সময়কাল/বছরের পরিসংখ্যানগুলিকে বর্তমান সময়কাল/বছরের সাথে তুলনা করার জন্য পুনশ্রেণীভুক্ত /পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
[DIN: 01021359]
তারিখ: ১৪.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা

DUKE COMMERCE LIMITED

CIN : L51909WB1982PC035425
Registered Office : Hongkong House, 1st Floor, 31 B. B. D. Bagh (S), Kolkata - 700001
Phone : (033) 22488891/92, **E-mail :** duke.commerce@yahoo.com

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June 2023

(Rs In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30-06-2023 (Unaudited)	31-03-2023 (Audited)	30-06-2022 (Unaudited)	Year Ended 31-03-2023 (Audited)
1	**Income from operations**				
	a) Revenue from Operations				
	Interest Income	0.15	0.02	-	0.05
	Dividend Income	-	24.76	-	68.94
	Net gain on fair value changes	0.77	1.32	-	1.32
	Total Revenue from Operation	**0.92**	**26.10**	**-**	**70.31**
	b) Other Income	-	0.80	-	1.28
	Total Income from operations (a+b)	**0.92**	**26.90**	**-**	**71.59**
2	**Expenses**				
	a) Finance Costs	-	-	-	-
	b) Impairment on Financial Instruments	-	0.01	-	0.01
	c) Employees benefit expenses	1.35	1.34	0.90	4.62
	d) Depreciation and amortisation expense	0.19	0.02	-	0.02
	e) Other expenditure	1.35	0.77	2.26	4.95
	Total expenses	**2.89**	**2.14**	**3.16**	**9.60**
3	**Profit/(Loss) before tax (1-2)**	**(1.97)**	**24.76**	**(3.16)**	**61.99**
4	**Tax Expenses**	**-**	**16.27**	**-**	**16.27**
5	**Profit/(Loss) for the period (3-4)**	**(1.97)**	**8.49**	**(3.16)**	**45.72**
6	**Other Comprehensive Income**				
	(i) Items that may be reclassified to profit or loss (net of tax)	-	-	-	-
	(ii) Items that will not be reclassified to profit or loss (net of tax)	3,591.40	(3,898.65)	(724.07)	(3,189.42)
	Total comprehensive income/ (loss) for the period (net of tax)	**3,591.40**	**(3,898.65)**	**(724.07)**	**(3,189.42)**
7	**Total Comprehensive Income/(loss) for the period**	**3,589.43**	**(3,890.16)**	**(727.23)**	**(3,143.70)**
8	**Paid up Equity Share Capital of Rs. 10/- each**	**95.66**	**95.66**	**95.66**	**95.66**
9	**Other Equity**	**-**	**-**	**-**	**13,756.39**
10	**Earnings/ (loss) per Equity Share of face value of Rs. 10/- each**				
	(a) Basic	**(0.21)**	**0.89**	**(0.33)**	**4.78**
	(b) Diluted	**(0.21)**	**0.89**	**(0.33)**	**4.78**
		(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Not Annualised)	(Annualised)

NOTES:
1) The Company is engaged primarily in the business of Investing and accordingly there are no separate reportable segments as per Ind AS 108 dealing with Operating Segments.
2) The results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 read with companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and relevant amendment rules there after.
3) The results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14th August, 2023.
4) The Limited Review for the quarter ended 30th June 2023 has been carried out by the Statutory Auditors, as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation 2015.
5) Figures for the quarter ended 31st March 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and the published unaudited year to date figures upto the third quarter of the financial year.
6) The figure of the previous periods has been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to the classification for the quarter ended 30th June 2023.

For and on behalf of the Board of Directors
DUKE COMMERCE LIMITED
BIHARI LAL KANOONGO
DIRECTOR
DIN : 00486606
Place: Kolkata
Date : 14th August, 2023

এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড

CIN: L65921WB1989PLC047091
রেজিঃ অফিস : টোডি ম্যানসন, ১০ম তল, ১ লু সাং সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন নং- ০৩৩-২২৩৭৭২০১/৭২০২
ইমেল আইডি- npr1@nprfinance.com, ওয়েবসাইট- www.nprfinance.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত ৩০/০৬/২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৩ (নিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ৩০/০৬/২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৬৭.৬৮	৩৪৩.৯৩	২৫০.২০	১,২৭৪.৩৩
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে#)	৮.০৫	(৪.৮১)	(২০.৩৮)	(২৯৪.৭০)
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে#)	৮.০৫	(৪.৮১)	(২০.৩৮)	(৩৩১.৯৫)
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে#)	৫.৩৫	(৮.১২)	(২২.৮৫)	(২৪১.৬৮)
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৫.৩৫	(১৩৯.৫০)	(২২.৮৫)	(৩৭৩.০৬)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ বাদে)	৪,৩৮৮.৬৬	৪,৩৮৩.৩২	৪,৭৩৩.৫২	৪,৩৮৩.৩২
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকার প্রতিটি)(চালু থাকা ও ব্যাহত হওয়া কার্যাদির জন্য) –				
	(ক) মৌলিক :	০.০৯	(১.১৪)	(০.৩৮)	(৪.০৩)
	(খ) মিশ্রিত :	০.০৯	(১.১৪)	(০.৩৮)	(৪.০৩)

দ্রষ্টব্য ঃ
(১) উপরের ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং ১৪ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালন পর্ষদ দ্বারা তাদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
(২) চলতি সময়কালের উপস্থাপনাকে নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিগত বর্ষের রাশিসমূহকে পুনশ্রেণিযুক্ত/পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।
(৩) ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা বিএসই লিমিটেডে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (http://www.bseindia.com) -এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.nprfinance.com) -এ।
(৪) ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে শেষ হওয়া নয় মাসের অনিরীক্ষিত পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখছে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
এনপিআর ফিনান্স লিমিটেডের জন্য
পবন কুমার টোডি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN- 00590156
তারিখ: ১৪ অগস্ট, ২০২৩
স্থান: কলকাতা

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড

(কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর : L15520WB1960PLC024710)
রেজিঃ অফিস : "অ্যালেপে কোর্ট", ৪র্থ তল, ২২৫সি, এ.জি.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পঃবঃ
ফোন : (০৩৩)২২৮১৭০০১, ই-মেল : cs@obl.org.in, ওয়েবসাইট : www.obl.org.in

বিজ্ঞপ্তি

ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) -এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেডের সদস্যদের ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **শুক্রবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে দুপুর ১.০০টায় (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে **ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/আদার অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম")**-এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("দ্য অ্যাক্ট") এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির সাথে পঠিত এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)রেগুলেশনসের রেগুলেশন ("সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস") এবং তৎসহ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২০/২০২০, নং ০২/২০২১, এবং ০২/২০২২ তারিখ ০৮.০৪.২০২০, ১৩.০৪.২০২০, ০৫.০৫.২০২০, ১৩.০১.২০২১, এবং ০৫.০৫.২০২২ যথাক্রমে ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮.১২.২০২২ অনুযায়ী (এমসিএ সার্কুলারস) অধীনে এজিএম আয়োজনের অনুমতি দিয়েছে, একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই। তাই, সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ অংশ নিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারে।

উপরের সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ২০২২-২৩ আর্থিক বছর এর বার্ষিক রিপোর্ট ও এজিএম এর নোটিশের সফট কপিগুলি সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে, যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানিতে বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত। উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.obl.org.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর www.cse-india.com-তে উপলব্ধ করা হবে। এছাড়াও উক্ত বার্ষিক রিপোর্ট ও বিজ্ঞপ্তি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (রিমোট ই-ভোটিং এজেন্ট)-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com- তে উপলব্ধ।

ফিজিক্যাল/ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের ইমেল ঠিকানা/মোবাইল নম্বর কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে রেজিস্টার/আপডেট করার জন্য নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন এবং/অথবা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে ই-ভোটিং সহ এজিএমে যোগদানের জন্য লগইন বিশদ পেতে।

শেয়ারহোল্ডাররা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায় দূরবর্তীভাবে বা এজিএম চলাকালীন তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দূরবর্তীভাবে বা এজিএম চলাকালীন ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এবং এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশদ প্রদান করা হবে/পাওয়া যেতে পারে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.obl.org.in** থেকে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই **২৩.০৯.২০২৩ থেকে ২৯.০৯.২০২৩ (উভয়দিন সহ)** তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এজিএমের উদ্দেশ্যে।

শেয়ারহোল্ডাররা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত সার্কুলারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্টের নোটিশের প্রকৃত কপি পাঠাবে না।

এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা প্রযোজ্য সার্কুলারগুলি মেনে কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের তথ্য প্রদান এবং সুবিধার জন্য উপরোক্ত তথ্যগুলি জারি করা হচ্ছে।

বৈদ্যুতিন উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগগুলি মিঃ রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল), এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০১৩ বা helpdesk. evoting@cdslindia.com -তে একটি ইমেল পাঠাতে বা নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ -এ কল করতে পারেন।

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিঃ-র পক্ষে
জিয়ুত প্রসাদ
কোম্পানি সেক্রেটারি (A28758)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪.০৮.২০২৩

প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত হিমাচলে মেঘভাঙা বৃষ্টি ও ধস, মৃত ৩৩

সিমলা, ১৪ অগস্ট: প্রবল বৃষ্টিতে হিমাচল প্রদেশে ফুঁসছে নদী। সোলানে মেঘভাঙা বৃষ্টি ও সিমলায় শিবমন্দিরে ধসে এখনও পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যুর খবর মিলল। পাশাপাশি, মান্ডি জেলার সম্বল গ্রামে হড়পা বানে ভেসে গিয়েও সোমবার সে রাজ্যে সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। রবি ও সোমবার দু'দিনে মোট ৩৩ জন মারা গিয়েছেন। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা সিমলার ডেপুটি কমিশনার আদিত্য নেগি সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, ভূমিধসের ঘটনায় অনেক মানুষ মাটিচাপা পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। অন্য দিকে, ফাগলি এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়ি মাটির নীচে চাপা ধসে গিয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, হিমাচলে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

ভারী বর্ষণের জেরে রবিবার সোলান জেলায় মেঘভাঙা বৃষ্টিতে সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। সোলানের ডিভিশনাল কমিশনার মনমোহন শর্মা জানিয়েছেন, রবিবার রাতে মেঘভাঙা বৃষ্টির কবলে পড়ে হিমাচলের সোলান এলাকার জাডোন গ্রাম। জলের তোড়ে ভেসে যায় একাধিক বাড়ি। এই ঘটনায় মোট সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে ছ'জনকে।

অন্য দিকে, সোমবার সকালে সিমলা শহরের সামার হিলের শিবমন্দিরে ধসে এখনও পর্যন্ত ন'জনের মৃত্যু হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ভেঙে পড়া কংক্রিটের চাঁইয়ের নীচে এখনও চাপা রয়েছেন ১৫-২০ জন পুণ্যার্থী। গত দু'দিন ধরে হিমাচলে বৃষ্টি হচ্ছে প্রচণ্ড। বিভিন্ন জায়গায় ভূমি ধস শুরু হয়েছে। সোমবার সকালে সিমলার শিবমন্দিরে অন্তত ৫০ জন পুণ্যার্থী জড়ো হয়েছিলেন। ভারী বৃষ্টির জেরে মন্দিরের একাংশ হঠাৎ করেই হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে। কংক্রিটের নীচে চাপা পড়ে যান মন্দিরের ভিতরে থাকা পুণ্যার্থীদের অনেকে। এখনও পর্যন্ত ৯টি দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে। তবে আরও অনেকে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা প্রশাসনের। শুরু হয়েছে উদ্ধার কাজও।

মুখ্যমন্ত্রী সুখু হিমাচলের সাধারণ মানুষকে বাড়ির ভিতরে থাকার এবং নদীর ধারে না যাওয়ার আবেদন করেছেন। সংবাদমাধ্যমে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জনগণকে ভূমিধসপ্রবণ এলাকাগুলি থেকে দূরে সরে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন। পাশাপাশি এই সঙ্কটসময়ে পর্যটকদের সে রাজ্যে না আসারও অনুরোধও তিনি করেছেন। কয়েক দিন ধরেই হিমাচলে ভারী বৃষ্টিপাত চলছে। গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টির পরিমাণ আরও বেড়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে নদীর জলস্তর। ফুঁসছে খরস্রোতা বিপাশা নদী। মুহুর্মুহু পাহাড়ি ধসে ব্যাহত হয়েছে জনজীবন। বৃষ্টি এবং ভূমিধসের কারণে সে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৭৫২টি রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবং পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা ভেবে হিমাচলের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সোমবার থেকে বন্ধ থাকছে।

মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, হিমাচলে এখনই থামছে না বৃষ্টিপাত। হিমাচলের চাম্বা, কাংড়া, হমিরপুর, মান্ডি, বিলাসপুর, সোলান, শিমলার বিচ্ছিন্ন জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে কুলু এবং সিরমাউরে।

লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি!

নয়াদিল্লি, ১৪ অগস্ট: পাখির চোখ এখন লোকসভা নির্বাচন। ২০২৪ এ নির্বাচনে যখন বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' -র ভবিষ্যৎ নিয়ে জোর জল্পনা, তখন আরও এক ইঙ্গিত মিলল সোনিয়া গান্ধির জামাই রবার্ট ভদরার তরফে। লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন প্রিয়াঙ্কা, এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর স্বামী রবার্ট ভদরা।

এদিকে কর্নাটক নির্বাচনে জেতায় মনোবল বেড়েছে কংগ্রেস শিবিরের। কর্নাটকে জয়ের পিছনে প্রিয়াঙ্কারও অবদান যথেষ্ট। শুধু তাই নয়, লড়াকু সুবক্তা প্রিয়াঙ্কা গান্ধি যে দলের যে বড় সম্পদ তাও কয়েক বছরে নানা ক্ষেত্রে প্রমাণিত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বড় জয়ের নেপথ্যে অবদান রয়েছে প্রিয়াঙ্কার জনসভারও। তারই ফলে আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনে সোনিয়া-কন্যাকে বড় দায়িত্ব দিতে চলেছে কংগ্রেস এমনটাই সূত্রের খবর। এদিকে রবার্ট ভদরাও ইঙ্গিত দিয়েছেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি।

রবিবার প্রিয়াঙ্কা-স্বামী রবার্টের বক্তব্য, 'লোকসভা ভোটে ভালো বক্তব্য রাখার জন্য ভালো একজন প্রার্থী হতে পারেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি।' রবার্টের এই মন্তব্যের পরই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা। পাশাপাশি নবগঠিত 'ইন্ডিয়া' জোটের প্রশংসা করেছেন ভদরা। তাঁর কথায়, এই জোট বেকায়দায় ফেলবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএকে। বলেন, 'এই জোটের নামটি আমার খুবই পছন্দের। আমরা ফের ভারতকে মহান দেখতে চাই। বিজেপি সরকার ভারতকে ধ্বংস করেছে। এই জোট নিয়ে আমি খুবই আশাবাদী। আমি আশা করি দেশের নাগরিকরা এই জোটের সমর্থনে ভোট দেবেন। ভারতকে আরও উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন তারা। আমার আশা জণগন আবার ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সুযোগ করে দেবে।'

এদিকে আবার সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, বারাণসী কেন্দ্র থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি প্রার্থী হলে নিশ্চিতভাবেই জিতবেন। সঙ্গে এ খবরও

মিলছে সোনিয়া গান্ধি এবার সম্ভবত আর লোকসভায় প্রার্থী হবেন না। সেক্ষেত্রে রায়বারেলি থেকে প্রিয়াঙ্কা প্রার্থী হতে পারেন। অন্যদিকে অনেকের মতে, আমেথি পুনুরুদ্ধারে কংগ্রেসের সেরা বাজি হবেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি-ই। এদিকে আবার কংগ্রেসের একটা অংশ আবার বারাণসীতে মোদিকে খালি জমি ছাড়তে একেবারেই নারাজ। গত দুই লোকসভা নির্বাচনে বারাণসীতে শক্তিশালী প্রার্থী দিতে পারেনি হাত শিবির। প্রিয়াঙ্কা প্রার্থী হলে সেক্ষেত্রে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টির সমর্থন বারাণসীতে পাবে কংগ্রেস।

বেশ কয়েক বছর ধরেই প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকে সংসদের উচ্চকক্ষে যোগদানের জন্য বারবার আহ্বান জানানো হয়। জুনের শুরুতে এমনও সোনা গিয়েছিল যে, কংগ্রেস আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকে কোনও আসন থেকে প্রার্থী না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সোনিয়া গান্ধি এবং দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতারা। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, একক আসনে ফোকাস করার পরিবর্তে অভিজ্ঞ প্রিয়াঙ্কা সারা দেশে কংগ্রেসের হয়ে প্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকবেন। এদিকে এ খবরও মিলছে, নির্বাচনের আগে প্রিয়াঙ্কাকে হিমাচল প্রদেশ থেকে রাজ্যসভায় পাঠানোর চেষ্টা চলছে।

হাওয়াই দ্বীপে দাবানলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯৩

হনুলুলু, ১৪ অগস্ট: পাঁচদিন ধরে হাওয়াই দ্বীপে জ্বলছে দাবানল। হাওয়াইয়ের মাউই দ্বীপের লাহাইয়ানা শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। ২২০০-র বেশি পরিকাঠামো নষ্ট হয়ে গিয়েছে। গত কয়েকদিনে দাবানলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৩। ঘরছাড়া কয়েক হাজার মানুষ। এদিকে, এখনও পর্যন্ত জ্বলছে আগুন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন হাওয়াইয়ের গভর্নর জস গ্রিন। এটাই এই শতাব্দীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানল হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।তবে টানা পাঁচদিন পর অবশেষে লাহাইয়ানা শহরের আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে স্থানীয় প্রশাসনের দাবি। আপাতত শহরের বাসিন্দাদের আর আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই বলেও প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

লাহাইয়ানায় ১২ হাজারের বেশি ঘর, হাওয়াইয়ের প্রাক্তন রাজপরিবারের বাড়ি-সহ হোটেল, রেস্টুরেন্ট ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। এমনকি দেড়শো বছরের পুরানো একটি বটগাছ ছিল, যেটি পুজো করতেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেটিও পুড়ে গিয়েছে। তাই আপাতত শহরের আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও আতঙ্ক এখনও পিছু ছাড়েনি লাহাইয়ানার বাসিন্দাদের। শহরের যাটোর্ধ্ব এক বাসিন্দা তাঁর ভস্মীভূত ঘর দেখিয়ে বলেন, এটা আমার ঘর। সেখানে তাঁর মেয়ে, নাতি এবং দুটি বিড়াল ঘুমোচ্ছিল। পাহাড়ের পিছনে যে ভয়াবহ আগুন লেগেছিল, তা শহরের অনেকেই টের পাননি। পরে যখন জানতে পারেন, তখন আগুনের লেলিহান শিখা তাঁদের দিকে তেড়ে আসতে থাকে।ন্যাশনাল ফায়ার প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্ট অনুসারে, ১৯১৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা ও উইসকোনসিনে দাবানল ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। সেই দাবানলে ৪৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এরপর ২০১৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানলে মানচিত্র থেকে কার্যত মুছে গিয়েছিল ছোট্ট শহর প্যারাডাইস, মৃত্যু হয়েছিল ৮৬ জনের। এবারের দাবানল সেই ঘটনাকে ছাপিয়ে গেল। এই দাবানলে যে ক্ষতি হয়েছে, তা কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় ও কোটি-কোটি ডলার লাগবে বলে মাউই কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

৭৭তম স্বাধীনতা দিবসে রাজধানীতে জারি হাই এলার্ট

নয়াদিল্লি, ১৪ অগস্ট: রাত পোহালেই ভারতের স্বাধীনতা দিবস ৭৬তম বর্ষপূর্তি। রীতি মেনেই মঙ্গলবার দিল্লির লালকেল্লায় তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরপরই শুরু হবে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান। সেই উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে রাজধানীকে। কিন্তু, তার মধ্যেই এবার সন্ত্রাসবাদী হামলার আশঙ্কা। জানা গিয়েছে, পাকিস্তান মদতপুষ্ট লস্কর-ই-তৈবা এবং জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ভারতে হামলা চালানোর ছক কষা হচ্ছে। ইন্টালিজেন্স মারফত এই খবর পাওয়া মাত্রই হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে দিল্লিজুড়ে।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ১৫ অগাস্ট দিল্লিতে বড়সড় জঙ্গি হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছে লস্কর-ই-তৈবা এবং জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠন। বোমা বিস্ফোরণ হতে পারে দিল্লির একাধিক জনবহুল এলাকা এবং রেল স্টেশনে। দিল্লিকেই প্রাইম টার্গেট করেছে এই জঙ্গিরা।

একাধিক ইন্টালিজেন্স মারফত খবর পেয়ে তড়িঘড়ি হাই অ্যালার্ট জারি করেছে দিল্লি পুলিশ। শহরজুড়ে একাধিক এলাকায় নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন জনবহুল এলাকা, রেল স্টেশন, বিমানবন্দর এবং লালকেল্লা চত্বরে বাড়তি ফোর্স মোতায়েন করা হচ্ছে। ইন্টলিজেন্স সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সময় এই হামলার ছক কষছে সন্ত্রাসবাদীরা।জানা গিয়েছে, গত ফেব্রুয়ারি মাসেই স্বাধীনতা দিবসের এই হামলার পরিকল্পনার তথ্য পেয়েছিল ভারতীয় ইন্টালিজেন্স এজেন্সিগুলি। গত মে মাসে এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্টও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়। যেখানে উল্লেখ করা হয়, লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গিরা ১৫ অগাস্টে দিল্লিতে একটি বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছে। দিল্লির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, রেল স্টেশন, দিল্লি পুলিশ হেডকোয়ার্টার এমনকী ন্যাশনাল ইন্টালিজেন্স এজেন্সির দফতরে হামলা চালানোর ছক কষা হয়েছে।

চলতি বছর মে মাসে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছিল। যেখানে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর থেকে একটি জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিকে বলতে শোনা যায়, ভারতের বিভিন্ন মেট্রো শহরগুলিকে বোমা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়া হবে। দিল্লিতে স্বাধীনতা দিবসের দিন হামলার হুমকিও দিয়েছিল সেই জঙ্গি। সীমান্ত পারের সংগঠন এবং পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি থেকেই এই হামলার পরিকল্পনা বলে জানিয়েছে ইন্টালিজেন্স এজেন্সিগুলি। এ ছাড়াও শিখ জঙ্গি গোষ্ঠী, উগ্র বাম মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠীগুলিও উত্তর পূর্ব ভারতে হামলার হুমকি দিয়েছে। আর সেই কারণেই গোটা শহরজুড়ে নজরদারি বাড়িয়েছে দিল্লি পুলিশ। পেট্রোলিং ভ্যানের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ১০ হাজার অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে শহরজুড়ে। ১০০ সিসিটিভি ক্যামেরা, অ্যান্টি ড্রোন সিস্টেম লাগানো হয়েছে লালকেল্লা চত্বরে।

কোরীয় উপদ্বীপে চড়ছে উত্তেজনার পারদ, অস্ত্র উৎপাদনে জোর কিমের

পিয়ংইয়ং, ১৪ অগস্ট: কোরীয় উপদ্বীপে ঘনাচ্ছে যুদ্ধের মেঘ! সামরিক মহড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকা। প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতে দ্রুত মিসাইল উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দিলেন উত্তর কোরিয়ার একনায়ক কিম জং উন। উত্তর কোরিয়ার সরকারি সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ জানিয়েছে, বিভিন্ন অস্ত্র কারখানায় পরিদর্শন করছেন কিম। দ্রুত মিসাইল ও যুদ্ধের অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন। গত শুক্রবার ও শনিবার ক্ষেপণাস্ত্র, সাঁজোয়া যান, কামানের গোলা তৈরির কারখানায় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তিনি। এক রিপোর্ট মোতাবেক, কিম বলেছেন, যুদ্ধের প্রস্তুতি নির্ভর করে যুদ্ধাস্ত্র তৈরির শিল্পের উন্নতির উপর। এখানেই অস্ত্র তৈরির কারখানাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনীকে তারাই সাহায্য করবে।

জানা গিয়েছে, খুব শীঘ্রই আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়া যৌথভাবে সামরিক মহড়া ও অস্ত্রের পরীক্ষানিরিক্ষা শুরু করবে। যদিও এই জোটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তাদের উত্তর কোরিয়া আক্রমনের কোনও পরিকল্পনা নেই।

তবে দ্রুত অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে যুদ্ধের ময়দানে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকাই এখন একনায়ক কিমের লক্ষ্য।

উত্তরাখণ্ডে লাল সতর্কতা, মঙ্গল পর্যন্ত চারধাম যাত্রায় স্থগিতাদেশ

উত্তরাখণ্ড, ১৪ অগস্ট: একটানা ভারী বৃষ্টি। তার জেরে ফুঁসছে একাধিক নদী। উত্তরাখণ্ডের একাংশে লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। এই পরিস্থিতিতে সাময়িক ভাবে চার ধাম যাত্রাও স্থগিত করা হল। উত্তরাখণ্ড প্রশাসন জানিয়েছে,মঙ্গলবার পর্যন্ত পুণ্যার্থীদের জন্য গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথ এই চার ধাম যাত্রা নিরাপদ নয়।

দু'দিন ধরে উত্তরাখণ্ডে প্রবল বৃষ্টির জেরে ভূমিধস নেমেছে। বেশ কয়েকটি জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ। বিপর্যয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৬০ জন। কমপক্ষে ১৭ জন নিখোঁজ। প্রবল জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে কমপক্ষে ১,১৬৯টি ঘরবাড়ি এবং জমিজমা। খারাপ আবহাওয়ার কারণে দেহরাদুন, নৈনিতাল-সহ উত্তরাখণ্ডের ছ'টি জেলায় লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

এই আবহে সোমবার একটি বিবৃতি জারি করে উত্তরাখণ্ড রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর জানিয়েছে, 'উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টির জেরে ধস নামায় যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। সে কারণে ১৪ এবং ১৫ অগস্ট চার ধাম যাত্রা স্থগিত করা হল।'

বৃষ্টিতে ফুঁসছে বান্দল নদী

ভেঙে পড়লল দুন ডিফেন্স কলেজ

দেরাদুন, ১৪ অগস্ট: প্রকৃতির রোষ! ন্যাশনাল ডিফেন্স আকাদেমির কোচিং-এর অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান দুন ডিফেন্স কলেজ ভেঙে পড়ল তাসের ঘরের মতো। সোমবার বান্দল নদীর প্রবল স্রোতের টানে দেরাদুনের মালদেবতা এলাকায় ধসে পড়ে দুন ডিফেন্স কলেজের একটি ভবন। অবিরাম বর্ষণে বান্দল-সহ রাজ্যের অধিকাংশ নদীই উপচে গিয়েছে।বান্দল নদীর ঠিক তীরে অবস্থিত দুন ডিফেন্স কলেজ। গত ২৪ ঘণ্টার বৃষ্টিতে এখন বিপজ্জনক সীমা দিয়ে বইছে বান্দল নদী। লাল রঙের দুন ডিফেন্স কলেজের ভবনটির নীচের মাটি ভেসে গিয়েছিল নদীর স্রোতে। কিছু পরে, ভবনটির একটা বড় অংশ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে নদীর উপর। কলেজের পার্কিং লটে বেশ কিছু গাড়ি রাখা ছিল। সেগুলিরও ক্ষতি হয়েছে। সূত্রের খবর, গত বছরও বর্ষণ ও বন্যার জেরে কলেজ ভবনটির ক্ষতি হয়েছিল। তারপর সংস্কারের কাজও হয়নি। চলতি বছরেও বর্ষার শুরু থেকেই ভবনটির আরও ক্ষতি হয়। তবে দুন ডিফেন্স কলেজ শুধু নয়, গোটা মালদেবতা অঞ্চলই ধস আর বন্যার জেরে বিপর্যয়ের মুখে।দেরাদুনের আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে উত্তরাখণ্ডের ছয়টি জেলায় ভারী বৃষ্টির প্রেক্ষিতে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে। তার মধ্যে দেরাদুন ও নৈনিতালও রয়েছে। প্রবল বৃষ্টিতে ভূমিধসের কারণে জাতীয় সড়ক-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তেহরির কুঞ্জপুরি বাগারধরের কাছে ভূমিধসের জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ঋষিকেশ-চাম্বার মধ্যের জাতীয় মহাসড়ক। ঋষিকেশ-দেবপ্রয়াগ-শ্রীনগর জাতীয় মহাসড়কেও ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গাড়ি চলছে, তবে গতি খুব কম। দেরাদুন এবং চম্পাওয়াতে, প্রবল বৃষ্টি ও বন্যার কারণে এদিন সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। জেলাশাসক এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে উত্তরাখণ্ড সরকার।

কাবুলের হোটেলে বিস্ফোরণ, মৃত ৩, আহত কমপক্ষে ৭ জন

কাবুল, ১৪ অগস্ট: ফের বিস্ফোরণ আফগানিস্তানে। সোমবার দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশে এক হোটেলে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। এই ঘটনায় অন্তত তিন জন নিহত এবং আরও সাত জন আহত হয়েছেন। এই বিস্ফোরণের পিছনে কারা জড়িত, তা এখনও জানা যায়নি। কোনও জঙ্গি সংগঠন এখনও পর্যন্ত এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। এলাকাটি পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী। দীর্ঘদিন ধরেই এই অঞ্চল আইএস জঙ্গি এবং তাদের বিরোধী জঙ্গি গোষ্ঠীদের সংঘর্ষের সাক্ষী। আফগানিস্তানের ক্ষমতায় তালিবানরা ফেরার পর রাজধানী কাবুল-সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালাচ্ছে আইএস জঙ্গি গোষ্ঠী। গত কয়েক মাসে আফগানিস্তানে বেশ কয়েকটি বড় হামলার দায় স্বীকার করেছে আইএসআইএস। বর্তমানে, ইসলামিক স্টেটের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে আফগানিস্তানের তালেবান প্রশাসনও।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, খোস্তের 'কারি জারদান' হোটেলে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। স্থানীয় এক যোদ্ধা বাহিনীর সদস্যরা প্রায়শই এই হোটেলে ওঠে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সেই যোদ্ধা গোষ্ঠীর সদস্যদেগল হত্যা করাই এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল। হোটেলটির পাশেই রয়েছে একটি মসজিদ। বিস্ফোরণে সেই মসজিদটিরও বেশ ক্ষতি হয়েছে। ঘটনাস্থলের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, ওই হোটেলটি থেকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। ঘটনার পর পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। বিস্ফোরণস্থলের কাছেই পাকিস্তান সীমান্ত। উল্টোদিকে রয়েছে পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান। হতাহতদের মধ্যে, ওয়াজিরিস্তানের বাসিন্দারাও আছেন বলে জানা গিয়েছে। এই হামলার বিষয়ে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

ভারতে এসে বেজিংকে সংযত থাকার হুঁশিয়ারি মার্কিন কংগ্রেস সদস্যের

নয়াদিল্লি, ১৪ অগস্ট: গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকেই ভারত-চিন সীমান্তে কম-বেশি উত্তেজনা রয়েছে। বারবার ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালিয়েছে লালফৌজ। ভারতও তার কড়া জবাব দিয়েছে। এই আবহে বেজিংকে ভারতের সীমান্ত মেনে চলার হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য রো খান্না।

ভারত সফরে এসেছেন মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য রো খান্না। সোমবার সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'ভারতের সার্বভৌমত্ব মেনে চলা উচিত সবার। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চিনেরও উচিত ভারতে সীমান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরে যাতে বাণিজ্যপথ মুক্ত থাকে তা সুনিশ্চিত করবে আমেরিকার নৌসেনা।' তাঁকে গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবধিকার নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ' ভারত ও আমেরিকা গণতান্ত্রিক দেশ। দু'দেশই তাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারকে প্রাধান্য দেয়।'

২০২০ সালে গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে তলানিতে ঠেকেছে ভারত-চিন সম্পর্ক। সীমান্তে শান্তি ফিরলে তবেই সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে বলে সাফ জানিয়েছে মোদি সরকার। অন্যদিকে, চিনকে প্রতিহত করতে ভারতের পাশে রয়েছে আমেরিকা। এর মাঝেই আগামী মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন। যেখানে যোগ দিতে নয়াদিল্লি আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সম্মেলনে থাকার কথা চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের। নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন মিলে বেজিংকে কী বার্তা দেওয়া হয় সেই দিকে তাকিয়ে ওয়াকিবহাল মহল। তার আগে ভারতে এসে মার্কিন সদস্যের ভারত নিয়ে চিনকে বার্তা দেওয়া যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকদের একাংশ।

পুজোর পর ২০ মাইক্রনের নীচে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারে গুণতে হবে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কুড়ি মাইক্রনের নীচে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ দিলে বিক্রেতাকে ৫০০ টাকা আর ব্যবহারকারীকে ৫০ টাকা জরিমানা করতে চায় কলকাতা পুরসভা। আসন্ন পুজোর মরশুম পার হলেই এমনই কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলেই জানা গেছে কলকাতা পুরসভা সূত্রেই। তবে এরপর স্বাভাবিক ভাবে যে প্রশ্নটা সবার মাথায় আসে তা হল, হঠাৎ পুজোর পরে কেন? কেন-ই বা এই মুহূর্তেই নেওয়া হচ্ছে না এই কড়া ব্যবস্থা?

এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার। তিনি জানান, 'পুজোর মরশুমে আমরা সচেতনতামূলক প্রচার চালাতে চাইছি। প্লাস্টিক ব্যবহারে জরিমানার আইনি সংস্থান থাকলেও তা এখনও চালু করা হয়নি। জনতার সচেতনতার উপর ভরসা রাখতে চাই আমরা। সচেতনতা তৈরি না হলে পুজোর পরে কুড়ি মাইক্রনের নীচে প্লাস্টিক ব্যাগ বন্ধে জরিমানার সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে বাধ্য হব।'

এদিকে পরিবেশ বিভাগ সূত্রের খবর, লাগাতার সচেতনতামূলক প্রচার চালিয়ে কুড়ি মাইক্রনের নীচে প্লাস্টিক ব্যাগ বন্ধে অনেকটাই সফল হয়েছিল পুরসভা। এরপর কোভিড অতিমারি ও লকডাউন পর্বে তা ছন্দ হারায়। বিভিন্ন সংস্থা, রাজনৈতিক দল থেকে পাড়ার ক্লাব, অনেকেই তখন সাহায্য পৌঁছে দিতে এই ব্যাগ ব্যবহার করেছিল। অতিমারির পরে আর সে ভাবে আর প্লাস্টিক ব্যাগ নিয়ে সচেতনতা প্রচার হয়নি। তারই জেরে কলকাতায় ফের ফিরেছে পাতলা প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার।

পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত রয়েছে তাঁদের বক্তব্য, 'জরিমানাতেও শহরে কুড়ি মাইক্রনের নীচে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বন্ধ করা যাবে না। তাই এই ব্যাগকে উৎসেই বিনাশ করতে হবে। এই কারখানাগুলি বন্ধ করতে হবে প্রশাসনকেই।'

পরিবেশবাদী সংগঠন 'সবুজ মঞ্চ'-এর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, কুড়ি মাইক্রনের নীচে প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরি করে, এমন প্রায় ৭০টি ইউনিট চিহ্নিত করেছিলেন তাঁরা। প্রশাসনের কাছে সেই তালিকা জমাও দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশাসনের কাছ থেকে তেমন কোনও সাড়া মেলেনি। সবুজ মঞ্চের সদস্যদের বক্তব্য, 'প্লাস্টিক দূষণ রোধ আইনে পরিষ্কার বলা আছে, উৎপাদক, ক্রেতা এবং বিক্রেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। আর পুরসভা বলছে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। ব্যবস্থা যদি নিতেই হয় তা হলে তিন পক্ষের বিরুদ্ধেই নিতে হবে। তবে সুফল মিলবে।

২০২৪-এর আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা শুরু ১৮ জানুয়ারি, থিম কান্ট্রি থাকবে ব্রিটেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪-এর কলকাতা বইমেলার তারিখ জানাল পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড। আগামী বছর বইমেলা কিছুটা আগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আগামী ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ শুরু হতে চলেছে ৪৭ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। তার আগে অগস্ট মাস থেকেই আবেদন গ্রহণ শুরু মেলায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য। আগামী ৩১ অগস্ট পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ চলবে বলে জানানো হয়েছে। প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা, লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশকরা এই মেলায় অংশ গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

এদিকে গিল্ডের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, গত বছর বইমেলায় প্রায় ৯০০টি রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকাশনীর স্টল ছিল। যা ৪৫ বছরের রেকর্ড বলে জানায় বইমেলা কর্তৃপক্ষ। তার আগের বছর বইমেলায় প্রায় ২৩ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। ২০২৩ সালে কলকাতা বইমেলায় বই বিক্রির সেই অঙ্ক ছাড়িয়ে হয়েছে কম-বেশি ২৬ কোটি। এত টাকার বই বিক্রি সর্বকালীন রেকর্ড বলে জানায় গিল্ড।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের বইমেলাতে আগামী বছরের থিম কান্ট্রির নাম জানানো হয়। ২০২৪ সালে ৪৭তম বইমেলায় থিম কান্ট্রি থাকবে ব্রিটেন। আগামী বছর বইমেলায় প্রকাশনার সংস্থার স্টলের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। পাশাপাশি, পুস্তক বিক্রির সংখ্যাও আগের তুলনায় বাড়বে বলেও ধরে নেওয়া হচ্ছে।

আর সেই কারণেই আগামী বছরের মেলায় আবেদন করার জন্য প্রকাশনা সংস্থার নাম ও ঠিকানা, প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, স্টল বা টেবিলের মাপ, পুস্তক তালিকা এবং পত্রিকার প্রকাশিত সাম্প্রতিক সংখ্যা জমা দিতে বলা হয়েছে। এছাড়াও ২০২৩ সালে ওই প্রকাশনা সংস্থার জন্য বরাদ্দ জায়গার মাপ, মেলায় অংশগ্রহণের জন্য সমস্ত নিয়মবিধি মেনে চলার সম্মতি পত্রও আবেদন পত্রের সঙ্গে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে গিল্ডের তরফে।

জয়শ্রী নির্মাণ লিঃ

রেজিঃ অফিস: কক্ষ নং ৫০৩, ১ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯
সিআইএন নং : L45202WB1992PLC054157
ইমেল আইডি : jayshreenirmanlimited@gmail.com

৩০ জুন, ২০২৩ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

স্ট্যান্ডঅ্যালোন

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৩	বর্ষ থেকে তারিখ ০১.০৪.২০২৩ থেকে ৩০.০৬.২০২২	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩
		(অ-নিরীক্ষিত)	(অ-নিরীক্ষিত)	(অ-নিরীক্ষিত)
		টাকা '০০০ -তে		
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৩৪৯২৯৬	৩৪৯২৯৬	৭২৭২৩
২.	কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি)	৩১৪০০১	৩১৪০০১	৪৭৫৭৯
৩.	কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে লাভ / (ক্ষতি)	৩১৪০০১	৩১৪০০১	৪৭৫৭৯
৪.	সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) মোট ব্যাপক আয় (লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)	৬৭২৮২৫	৬৭২৮২৫	-৬৬৬৭১৮
৫.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫০৬১২	৫০৬১২	৫০৬১২
	ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতিটি	১০	১০	১০
৬.	ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষণ	২০৬১৩৯৩	১৭১১৭৭৪	১৭১১৭৭৪
৭.	নিট মূল্য	২১১২০০৫	১৭৬২৩৮৬	১৭৬২৩৮৬
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (মূল এবং মিশ্রিত) -	৬২.০৪	৬২.০৪	৯.৪০

দ্রষ্টব্য :
উপরোক্তটি এসইবিআই (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.jayshreenirmanlimited -তে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড -এর পক্ষে
অমিত এন প্যাটেল
ডিরেক্টর
DIN : 09795548

তারিখ : ১৪/০৮/২০২৩
স্থান : কলকাতা

দেশের বন্দরগুলির উন্নয়নে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ আনতে উদ্যোগী কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বন্দর ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগ আনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। কলকাতায় গ্লোবাল মেরিটাইম ইন্ডিয়া সামিট ২০২৩-এর প্রাক্কালে এক রোড শো অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় জাহাজ বন্দর ও জলপথ বিষয়ক মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল জানিয়েছেন, এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আগামী অক্টোবর মাসের ১৭ থেকে ১৯ তারিখ দিল্লিতে তৃতীয় গ্লোবাল মেরিটাইম ইন্ডিয়া সামিট ২০২৩ অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে বিশ্বের ১০০টির বেশি সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেখানে দেশগুলি তাদের বন্দর ক্ষেত্রে নানা সুযোগ সুবিধার বিষয়ে আলোকপাত করবে। পাশাপাশি ভারতও বন্দর ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিষয়গুলি তুলে ধরবে। এই সামিটে দশ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মন্ত্রী আশাবাদী। তিনি বলেন, ১০লক্ষ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ এলে ১৫ লক্ষের বেশি কর্মসংস্থান হবে। এরমধ্যে কলকাতা বন্দরে প্রায় ১লক্ষ কোটির বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এরাজ্যেও বহু কর্মসংস্থান হবে। মন্ত্রী জানান, দেশের বন্দর ও জাহাজ ক্ষেত্রে বিগত নয় বছরে বিশেষ উন্নতি হয়েছে। এর ফলে দেশের বন্দর ও জাহাজ ক্ষেত্রে ভারত বিশ্ব ব্যাংকের ক্রম তালিকায় ৫৪ থেকে ৩৮তম স্থানে উঠে এসেছে। মন্ত্রী আরও বলেন, সাগরমালা প্রকল্পের অধীনে ৮০২টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে খরচ হবে ৫দশমিক ৬লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে কলকাতা বন্দরের জন্য ১২হাজার কোটি টাকার প্রকল্প রয়েছে। শ্রী সোনোয়াল আসন্ন মেরিটাইম গ্লোবাল ইন্ডিয়া সামিটে অংশগ্রহণের জন্য বন্দর ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত সব স্টেক হোল্ডারকে অংশগ্রহণের আবেদন জানান। সামিটের প্রচারে দেশের বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের রোড শো হবে। কলকাতায় এই রোড শো প্রথম অনুষ্ঠিত হলো বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন।

পোদ্দার প্রোজেক্টস লিমিটেড

CIN No: L51909WB1963PLC025750
১৮ রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, ১০ম তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং : ০৩৩-২২২৫০৩৫২/৪১৪৭, **ই-মেল:** investors@poddarprojects.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত বর্ষ
	৩০.০৬.২০২৩	৩০.০৬.২০২২	৩১.০৩.২০২৩	৩১.০৩.২০২২
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
চলতি কাজকর্ম থেকে সূত্রে মোট আয়	১,৭৮৩.৩৪	১,১৩৫.৬৯	১,৭৬৮.৬৮	৫,৯৪৯.৫২
কাজকর্ম থেকে ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব লাভ (+)/ক্ষতি(-)	৩৮০.৯৭	১০৯.২৫	৩৫১.৪৯	৭৮৯.২২
চলতি কাজকর্ম থেকে কর পূর্ব কাজকর্ম থেকে লাভ(+)/ক্ষতি(-)	৩৮০.৯৭	১০৯.২৫	৩৫১.৪৯	৭৮৯.২২
লাভ(+)/ক্ষতি(-) সময়কালের জন্য, চলতি কাজকর্ম থেকে	২৭৪.৯৯	৮১.৯৩	৩১০.২৮	৫৯৫.৬৯
মোট ব্যাপক আয়			১১.৮৬	১১.৮৬
পরিশোধ করা ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫
অন্যান্য ইক্যুইটি				১৬,৩১৯.৮৩
শেয়ার প্রতি আয় ১০/- টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়) চলতি এবং অচলতি কাজকর্ম থেকে				
মৌলিক (টাকা)	৯.২৫	২.৭৬	১০.৪৩	২০.০৩
মিশ্রিত (টাকা)	৯.২৫	২.৭৬	১০.৪৩	২০.০৩

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করার পরে **১৪ আগস্ট ২০২৩** এ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি সারাংশ। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ www.poddarprojects.com
৩. কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) রুলস, ২০১৫ এবং এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক সংশোধনী বিধিমালা এর অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএনডি এএস) অনুসারে ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে।
৪. বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাস নিশ্চিত করার জন্য যেখানেই প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়কালের চিত্রটি পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ / পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
পোদ্দার প্রোজেক্টস লিঃ -এর পক্ষে
স্বা/-
অরুন কুমার পোদ্দার
(চেয়ারম্যান)
DIN : 01598304

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ১৪.০৮.২০২৩

আসাম এনট্রেড লিমিটেড

CIN: L20219WB1985PLC096557
১৬ তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩
ইমেল: assamentrade1985@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.assamentrade.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ
[সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) -এর পরিপ্রেক্ষিতে]

(লক্ষ টাকায়)

নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
		সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত বর্ষের জন্য	সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত বর্ষের জন্য
		৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৩	৩০.০৬.২০২২	৩১.০৩.২০২৩	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৩	৩০.০৬.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৯৫.৫৯	১৯৮.৭৫	১০৫.৪৭	৬৩৬.৫২	১৯৫.৭২	১৯৮.৮৪	১০৫.৬০	৬৩৭.১৯
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পূর্ব#)	৫৫.৪০	৩৯.৮৩	১০.৮০	১১৮.৭৪	৫৫.৩৭	২০.৯৩	১০.৬৬	১১৮.৯০
৩	সময়কালের জন্য কর পূর্ব নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	৫৫.৪০	৩৯.৮৩	১০.৮০	১১৮.৭৪	৫৫.৩৭	২০.৯৩	১০.৬৬	১১৮.৯০
৪	সময়কালের জন্য কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	(৪.৭৮)	৮২.৭৩	৭.৯৭	১৪৮.৭০	(৪.৮১)	৬৩.৮৩	৭.৮২	১৪৮.৮২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]	(৪.৭৮)	৮২.৭৩	৭.৯৭	১৪৮.৭০	(৪.৮১)	৬৩.৮৩	৭.৮২	১৪৮.৮২
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)*				৫,৬৩৩.৭৪				৫,৯৪৩.৫৬
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মূল ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	(০.৩৩)	৫.৭৫	০.০১	১০.৩২	(০.৩৩)	৪.৪৪	০.৫৫	১০.৩৪
	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মিশ্রিত ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	(০.৩৩)	৫.৭৫	০.০১	১০.৩২	(০.৩৩)	৪.৪৪	০.৫৫	১০.৩৪

* রিজার্ভের মধ্যে রয়েছে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়ামের পরিমাণ ৬২২.৭০৫ লক্ষ টাকা।

দ্রষ্টব্য:
১ উপরোক্তটি হল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.assamentrade.com) -তে।

আসাম এনট্রেড লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
(নিশান্ত গুপ্তা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00326317

তারিখ : ১৪/০৮/২০২৩
স্থান : কানপুর

কন্যাশ্রী প্রকল্পের দশম বর্ষ উপলক্ষে সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ব্যারাকপুর : স্কুলছুট মেয়েদের সংখ্যা কমাতে এবং বাল্য বিবাহ রুখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৩ সালের ১৪ অগস্ট কন্যাশ্রী প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। ২০১৭ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বিশেষ সম্মান অর্জন করেছিল মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের এই প্রকল্প। কন্যাশ্রী প্রকল্পের দশম বর্ষ উপলক্ষে কাঁকিনাড়ার রথতলা ফিঙ্গাপাড়া গার্লস হাই স্কুলের তরফে এক বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত র‍্যালি রথতলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে। কন্যাশ্রী দিবসে স্কুল কম্পাউন্ডে বৃক্ষরোপণও করা হয়। ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের নাচ, গান, আবৃত্তির

মাধ্যমে অনুষ্ঠান আলাদা মাত্রা জুগিয়েছিল। কন্যাশ্রী দিবস পালন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা পরিদর্শক দপ্তরের এ আই সঞ্জীব ব্যানার্জি, ভাটপাড়া থানার এসআই অয়ন কুণ্ডু ও মীরাজুল শেখ, স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, টিচার ইন চার্জ রুমা সাহা, কন্যাশ্রী নোডাল শ্রীলা ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য শিক্ষিকারা।

নৈহাটিতে টিকিট পরীক্ষকের হাতে পাকড়াও এক ভুয়ো সিবিআই অফিসার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শিয়ালদা-কৃষ্ণনগর মেইন শাখার গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন নৈহাটি। এখানে যাত্রীদের চাপও অত্যাধিক। জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে এই স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে চলছিল টিকিট চেকিং। আপ কৃষ্ণনগর লোকাল থেকে তিনজন নামতেই টিকিট পরীক্ষক স্নেহাশিস চক্রবর্তী তাদের কাছে টিকিট দেখতে চান। ব্রজগোপাল পাল নামে একজন নিজেকে সিবিআই অফিসার দাবি করেন। সন্দেহ জাগে টিকিট পরীক্ষকের। তখন ব্রজ গোপালের কাছে পরিচয়পত্র দেখতে চান ওই টিকিট পরীক্ষক। পরিচয়পত্র দেখেই টিকিট পরীক্ষকের সন্দেহ জাগে সেটি নকল। এরপর টিকিট পরীক্ষক ওই ভুয়ো সিবিআই অফিসারকে পাকড়াও করে নৈহাটি আরপিএফ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। যদিও সুযোগ বুঝে ওই ভুয়ো অফিসারের সঙ্গে থাকা বাকি দু'জন প্ল্যাটফর্ম থেকে চম্পট দেয়। তবে তদন্তকারীরা ধৃতের কাছ থেকে বেশ কিছু জাল নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে। সিনিয়র টিকিট পরীক্ষক স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, টিকিট চাইতেই ওই ব্যক্তি জোর গলায় নিজেকে সিবিআই অফিসার বলে দাবি করতে থাকেন। এমনকী তাঁর পরিচয়পত্র দেখতে চান ওই ভুয়ো অফিসার। পাল্টা পরিচয়পত্র দেখ তেই সন্দেহ জাগে ইনি ভুয়ো। এরপর ওনাকে আরপিএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবে সুযোগ বুঝে বাকি দু'জন পালিয়ে গিয়েছে। যদিও তদন্তকারীদের জেরায় ধৃত ভুয়ো অফিসার স্বীকার করেছেন, তিনি বাচ্চাদের টিউশন পড়ান। কিন্তু সিবিআই পরিচয় দিয়ে তিনি ভুল করেছেন।

সিমপ্লেকস্ ইনফ্রাস্ট্রাকচারস্ লিমিটেড

রেজি. অফিস : **"সিমপ্লেক্স হাউস", ২৭, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৭**
দূরভাষ : +৯১ ৩৩-২৩০১-১৬০০, ফ্যাক্স : +৯১-৩৩ ২২৮৯-১৪৬৮
ই-মেল: simplexkolkata@simplexinfra.com, ওয়েবসাইট: www.simplexinfra.com
CIN No. L45209WB1924PLC004969

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২২	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২২	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৩১,৫৬৪	৩৬,৯৩৫	৪২,২২১	১৫৮,৭৫৬	৩৯,৯৩৬	৪৭,৮৮২	৫৬,০৪১	১৯৬,১৮৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহ পূর্ববর্তী)	(২৩,০১৫)	(২৩,৫৪৩)	(২০,৬৩৮)	(৮৬,০২২)	(২২,৯৪৬)	(২৩,৫২১)	(১৭,১৬৫)	(৮২,৪৫৬)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহ পরবর্তী)	(২৩,০১৫)	(২৩,৫৪৩)	(২০,৬৩৮)	(৮৬,০২২)	(২২,৯৪৬)	(২৩,৫২১)	(১৭,১৬৫)	(৮২,৪৫৬)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহ পরবর্তী)	(১৫,০৬৪)	(৯,৬৭১)	(১৩,৫৬২)	(৫০,৬২৪)	(১৫,০১০)	(৯,৬৮৯)	(১০,০৮৪)	(৪৭,০৯৮)
৫	মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য	(১৫,২০০)	(১১,০৫৩)	(১১,৯৬৬)	(৪৮,৩৭২)	(১৫,১৫৫)	(১১,১৩০)	(৮,৪৮৪)	(৪৪,৮৯৫)
৬	পরিশোধ করা ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ₹২/-)	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)				২৭,৪৭৬				২৮,৯২৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ₹২/-) (বার্ষিকীকৃত নয়)								
	ক) মৌলিক (₹)	(২৬.৩৬)*	(১৬.৯২)*	(২৩.৭৩)*	(৮৮.৫৯)	(২৬.৩০)*	(১৬.৯৫)*	(১৭.৬৩)*	(৮২.৪১)
	খ) মিশ্রিত (₹)	(২৬.৩৬)*	(১৬.৯২)*	(২৩.৭৩)*	(৮৮.৫৯)	(২৬.৩০)*	(১৬.৯৫)*	(১৭.৬৩)*	(৮২.৪১)

* বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য :
ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ এবং ৫২ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / বার্ষিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / বার্ষিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com, www.nseindia.com, এবং www.cse-india.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.simplexinfra.com -তেও পাওয়া যাবে।
খ) সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৫২ (৪) -তে অন্যান্য আইটেমগুলির জন্য প্রাসঙ্গিক প্রকাশগুলি স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ) অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং দি ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং সংস্থার কাছে যথাক্রমে www.bseindia.com, www.nseindia.com, এবং www.cse-india.com এবং www.simplexinfra.com -এ অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

সিমপ্লেকস্ ইনফ্রাস্ট্রাকচারস্ লিমিটেড পক্ষে
এস. দত্ত
সম্পূর্ণ-সময়ের ডিরেক্টর এবং সি.এফ.ও.
DIN-00062827

কলকাতা
তারিখ: ১৪ অগস্ট, ২০২৩

স্বদেশ-স্বাধীনতা-ভারতবর্ষ

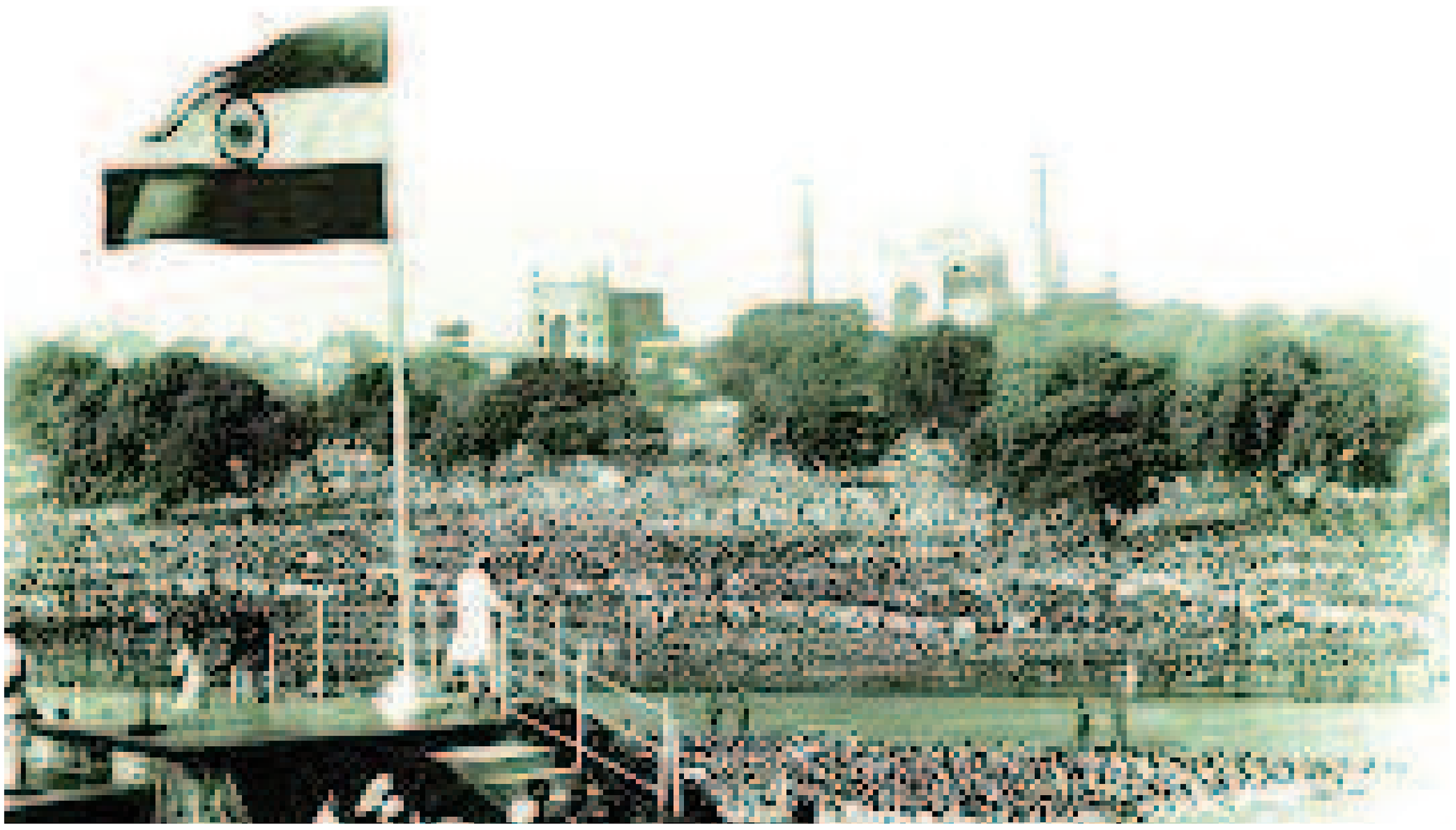

শান্তনু রায়

...তোমরা ভুলে যেওনা আমাকে
যার ছেঁড়া হাত, ফাঁসা জঠর,উপরে আনা কলজে
ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু, রক্ত ঘাম
মাইল-মাইল অভিমান আর ভালোবাসার নাম
স্বদেশ
স্বাধীনতা
ভারতবর্ষ ।

অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতার পংক্তিক'টির নির্যাস যেন- যত অভ্যিোগ অভিমান আর ক্ষোভ থাক না কেন,দিনের শেষে এই ভূমিই আমাদের আশ্রয়-আশা ভরসা কোন এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতের জন্য ।

আজ পনেরোই আগস্ট সেই ভূমির সাতাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস।

১৭৫৭এ পলাশীর প্রান্তরে এক অসম এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ন যুদ্ধের মাধ্যমে বনিকের মানদণ্ড রাজদন্ডে রূপান্তরিত হওয়ার সূচনার শতবর্ষ উপান্তে আপাত অসফল 'মহাসংগ্রামে' পর আজ থেকে সপ্তদশক পূর্বের এমন এক মধ্যরাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে ভারতভূমিকে দ্বিখন্ডিত করে এল দীর্ঘপ্রতীক্ষিত স্বাধীনতা। রনক্লান্ত মোহগ্রস্ত এবং ক্ষমতার তখতে বসতে অধীর নেতৃত্ব ভারতের ভাগ্যকে তখন করেছিলেন রাজনীতির ক্ষমতা লাভের ঘুঁটি। আর এজন্য বাংলা ও পাঞ্জাবকে দিতে হয়েছিল চরম মাশুল। চন্ডী লাহিড়ীর ভাষায়- It was the darkest day. To some it was the brightest .It brought joy to a handful and tears to the faithful সত্যই কি ঐ দিনে হতাশা আক্ষেপে উচ্চারিত হয় নি ,মনে প্রশ্ন জাগে না-এর জন্য এত কষ্ট ,আত্মনিগ্রহ আর আত্মবলিদান! বন্ধনমুক্তির পূর্ববর্তী কয়েক দশকে বীরপ্রসবিনী দেশমাতৃকার কত বীরসন্তান জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য অনুভবে নিশ্বেষে দিয়েছিল প্রান, নির্ভয়ে দিয়েছিল আত্মাহুতি, ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গিয়েছিল জীবনের জয়গান যাদের কথা হয়ত 'লেখা আছে অশ্রুজলে' ।কিন্তু সে লিখনও আজ আর তেমন অনুপ্রেরণাদায়ক নয়। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, উধম সিং মদনলাল ধিংড়ার আত্মবলিদানের কাহিনী কেবল ইতিহাস। ফাঁসীর আগে মদনলাল ধিংড়ার অন্তিম প্রার্থনা ছিলঃ My only prayer to God is that I may be reéôéborn of the same mother and I may reéôédie for the same sacred till the cause is successful and she stands free for the good of humanity. বর্তমান সময়ের পক্ষে বড় বেমানান কথা, এ সময়ের মূল্যায়নে বোধ হয় তেমন 'বুদ্ধিমান' ছিলেন না, ইতিমধ্যে বিশেষ মহল দ্বারা 'অ্যানার্কিষ্ট', 'টেররিষ্ট' ইত্যাদি নামে অভিহিত এই নির্ভীক স্বাধীনতাযোদ্ধারা; তাঁদের ভূমিকা লঘু প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা হয় 'আধুনিক' উচ্চশিক্ষাভিলাষী ছাত্র-যুব সমাজপরিসরে এঁদের নাম সচেতন অনুচ্চারনে। তবে হয়ত তাঁদের বীরত্বপুর্ন আত্মোৎসর্গের স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে বুড়িবালামের তীর, জালালাবাদের পাহাড় প্রান্তর এবং অন্যত্র। ইম্ফল মইরাং এর প্রান্তরের বাতাসেও ভাসমান যেন আজও পরম যোদ্ধা ,সন্ন্যাসীর সেই বলিষ্ঠ আহ্বান, তখন সর্বোতভাবে সাড়া না মিললেও। তখন আপোষ করে, দেশকে ভাগ করেও ক্ষমতায় আসীন হওয়া প্রয়োজন ছিল। মাতৃভূমি খন্ডীকরনের বিরুদ্ধে একজন মানুষ কিন্তু বারংবার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রনাঙ্গন থেকে বেতার মাধ্যমে বারবার দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন এভাবে 'I have no doubt that if India is divided– she will be ruined. I vehemently oppose the Pakistan scheme for the vivisection of our motherland– our divine motherland shall not be cutup'

তবু দেশকে ভাগ করে ধর্মভিত্তিক এক প্রতিবেশী নতুন রাষ্ট্র জন্মের ও ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা এল ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের ১৪/১৫এর মধ্যরাত্রিতে তা ভারতপথিকের বা শহীদ বীরদেরও ইপ্সিত স্বাধীনতা নয়। তবে এদেশে ব্রিটিশ শাসন অবসান ত্বরান্বিত করতে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সে স্বীকৃতি মিলেছে ব্রিটিশ সামরিক আধিকারিক থেকে ভাষ্যকারদের রচনায়। যদিও স্বাধীনতা প্রাপ্তির সে পুণ্যলগ্নে ১৫ই আগস্টের সে পুণ্যপ্রভাতে সদ্য স্বাধীন দেশের সরকারি প্রচার যন্ত্র থেকে উচ্চারিত হয়নি সুভাষচন্দ্র কিংবা আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম। ইতিহাস বিকৃতির সেই শুরু। স্বাধীনতা এসেছে কেবলমাত্র সত্যাগ্রহ আর অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে-এমন প্রচারেরসাথে ক্ষমতার কর্ণধারের আত্মপ্রচারও শুরু হল হয়ত সম্ভাব্য কারও পুনরাগমনে মসনদ হারানোর আশঙ্কায় সর্বক্ষনের উদ্বিগ্নতায়। হয়ত এ বৃহত্তম গনতন্ত্রে একটি পরিবারের বংশানুক্রমিক শাসনের বীজও রোপিত তখনই।

একথা বহু উল্লেখিত যে গান্ধিজী দেশবিভাগের বিরোধিতা করে বলেছিলেন- দেশবিভাগ যদি হয় আমার মৃতদেহের উপর দিয়েই হবে। তবে এও সত্য যে এই বলার কয়েকদিন পর ১৯৪৭এর ১৫ই জুন কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশবিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয় গান্ধিজীর সমর্থনে। আর তার আগে পাঞ্জাবভাগের প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছিল সে বছরের ৮ই মার্চ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে-অবশ্য তা হয়েছিল গান্ধিজীর অনুপস্থিতিতে। তবে গান্ধিজী দ্বিজাতি তত্ত্ব না মানলেও পাঁচবছর আগে ১৯৪২এই 'রাজাজী-প্রস্তাব' গ্রহণের মাধ্যমে পাকিস্তান গঠনে তাঁর নীতিগত স্বীকৃতি সূচীত হয়েছিল। পরবর্তীতে ক্ষমতা দখলের জন্য অধৈর্যতায় সোৎসাহে মাউন্টব্যাটেন-প্রস্তাব গ্রহণ। এসম্পর্কে ব্রিটিশ রাজনৈতিক ভাষ্যকার লিওনার্ড মোসলের বক্তব্য-But for Nehru and Pael and all Congressmen yearning for fruits of power –the carrot Mountbatten dangled infront of their noses was too delectable to be refused. They gobbled it down. আর ধৈর্য ধরা গেল না। হয়ত আশংকাও ছিল-আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীর সেনানীদের লালকেল্লায় বিচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর আবেগ ও দেশব্যাপী তুমুল গণবিক্ষোভ ও অন্যদিকে নৌবিদ্রোহের আবহে বিবিধ প্রতিকুলতায় ইম্ফলপ্রান্তে পৌঁছেও চুড়ান্ত সফলতা না পাওয়া 'দিল্লি চলো'র আহ্বান জ্ঞাপক সেই প্রবাদপুরুষ বিমান দূর্ঘটনায় মৃত্যুর 'খবর' প্রচারের আড়ালে স্বেচ্ছা-অন্তর্ধান করে পাছে আবার অন্য পথে দেশে পৌঁছে গেলে হয়ত কুরসি পাওয়ার লক্ষ্যে শেষরক্ষা নাও হতে পারে! মাইকেল এডোয়ার্ডসের ভাষায়- The ghost of Subhas Bose –like Hamletós father walked the battlements of RedFort–and his suddenly amplified figure overéôéawed the onferences that were to lead to independence.

অতএব দেশভাগ করেই স্বাধীনতা পাওয়া হল-অনেক রক্তের বিনিময়ে-লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের দূর্ভাগ্যকে সঙ্গী করে-অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আজাদহিন্দ বাহিনীর অবিস্মরণীয় দেশপ্রেম শৌর্য ও আত্মত্যাগ অস্বীকার করে। তবুও কিছু প্রত্যাশা ছিল ছিয়াত্তর বছর আগের সেই নবীন সূর্যের আলোয় আলোকিত প্রভাতের। বিভাজিত ভূমিরও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার আনন্দে উদ্বেল জনমানসে এক বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল এক 'নতুন ভারতে'র স্বপ্ন, সাবরমতীর মহাত্মন 'পিতা'র সস্নেহ আনুকূল্যে এলাহবাদের আধুনিক জননায়কের হাতে ভাগ্য সোপর্দ হওয়ায়। বাস্তবে কিন্তু অন্যরকম- কথায় কাজে পরিলক্ষিত হল বৈপরীত্য। ক্রমে দীর্ঘ লালিত ও প্রত্যাশিত স্বপ্ন বিবর্ন হতে লাগল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ব্যাপক অগ্রগতি,খাদ্যে অনেকয়াংশে স্বয়ংসম্পূর্নতা স্বত্তেও। প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং এক সময়ে শিল্পায়নে ব্যাপক পরিবর্তন হলেও এর অভিমুখ সঙ্গতকারনেই বিতর্কিত।

ভাসা ভাসা আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবাবেগে কল্পনাবিলাসী মানসিকতায় অদূরদর্শী পদক্ষেপে রাষ্ট্রের সার্বভৌমতা বারবার হয়েছে বিঘ্নিত। বলাইবাহুল্য এবিধ আচরণ জাতিগত শক্তির উদ্বোধনেও অনুঘটক হতে পারেনি। তুষ্টিকরন ও বন্ধুকৃত্যের উদ্দেশ্যে তৎকালীন মূঢ় অদূরদর্শী আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের মূল্য দেশকে দিতে হয়েছে, হচ্ছে এখনও।

তবে পরবর্তীতে ভারতীয় সংসদের এক ঐতিহাসিক এবং সাহসী সিদ্ধান্তে প্রায় সাত দশক আগের এক অবিমৃষ্যকারী সিদ্ধান্তজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের সাথে খন্ডিত ভারতের এক বিশেষ অংশের যেন যথার্থ স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্পূর্ন হয়েছে।

অন্যদিকে দারিদ্র্য দূরীকরন কর্মসূচী সত্ত্বেও এক শ্রেণির মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে কিন্তু শ্রেনীভেদে আর্থিক ফারাক বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকোচনে সংরক্ষণের ললিপপ নিতেই উদগ্রীব সকলে, সংরক্ষণ আরও সংরক্ষণ— এই এখন সর্বরোগহর বটিকা। অন্যদিকে এর সুযোগে অশুভ শক্তির কেন্দ্রগুলি কৌশলে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিভেদের বীজ, দেশকে দূর্বল ভঙ্গুর করার মন্ত্র-কখনও ধর্মের, কখনও জাতের নামে। অশিক্ষা স্বল্পশিক্ষা ও অপশিক্ষাজনিত অজ্ঞতায় কখন যেন ধর্মভীরু মন হয় ধর্মান্ধ, পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে স্বার্থান্ধ আগ্রাসী আন্তর্জাতিক মৌলবাদীচক্রের ইন্ধনে। অপপ্রচারের বিভ্রান্তি অনেক সময়েই বিস্মরন ঘটায় যে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গঠনের জন্য সবধরনের ধর্মীয় মৌলবাদই পরিত্যাজ্য।

দেশপ্রেমের কাউন্টার ন্যারেটিভ গড়ে তুলতে ব্যস্ত এক অশুভ শক্তি। অথচ যে কোন মতাদর্শেরই দেশ গড়তে দেশপ্রেম একটি গুরুত্বপূর্ন উপাদান যা কোন দলীয় অনুভূতি সঞ্জাত নয়। এক সময়ে বিবিধ 'স্ক্যাম' এর কর্কট ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল দেশ ক্ষমতার কুৎসিত প্রকাশের অশুচি স্পর্শে, অশুভ শক্তির সাহচর্যে-দেশের বিচারালয়ে এমনই অনেক অভিযোগ বিচারাধীন। দূর্নীতির অভিযোগ দিকেদিকে। অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃত্বের লক্ষ্য যে কোনভাবে ক্ষমতাদখল ,আদর্শের স্থান গৌণ-অঙ্গরাজ্যেও ক্ষমতা ধরে রাখতেও মরীয়া সর্বগ্রাসী দূর্নীতির অস্ত্র ব্যবহারে। স্বাধীনোত্তর এদেশে ভোটের বাক্সে সাময়িক সাফল্যের অঙ্কে অনেক ক্ষেত্রে শাসক এমনকি বিরোধী দলেরও আদর্শগত বিচ্যুতি আপোষ/তোষামোদের এমনকি বিভেদে উস্কানি দেওয়ার উপাখ্যানও দীর্ঘ। তাই মাঝে মাঝে এই প্রশ্ন কুরেকুরে খায় এ স্বাধীনতা কার?যারা এর সুযোগ নিয়ে আপন বানিজ্য এবং সম্পদ বৃদ্ধি করে চলেছে রাষ্ট্রকে ফাঁকি দিয়ে, দেশবাসীকে বঞ্চনা করে তাদের? আর যারা পরিকল্পনামত এই মানচিত্রের বদলে সদাসচেষ্ট তাদের? তাই কি তাদের নামেই জয়ধ্বনি ওঠে কোন কলরবে? তবে কি এই মানচিত্র অটুট রাখতে সীমান্তে সদা জাগ্রত সেনানীর রক্তের আল্পনা বৃথা হবে? খন্ডিত স্বার্থে দেশমাতাকে খণ্ডবিখণ্ড করার প্রয়াস সর্বদা। নাকি যারা এ দেশের গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে এর কাঠামোই বিনষ্ট করতে চায় তাদের? মনে রাখতে হবে কিছু কিছু খামতি থাকলেও এই বহুত্ববাদী বৃহত্তম গণতন্ত্রও আজ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্যবস্তু। সীমানায় সদা সতর্ক থাকতে হয় প্রহরীদের এই ভূখন্ডের নিরাপত্তা বিধানে, দেশের মানচিত্র পরিবর্তনে লিপ্ত বিদেশি মদতপুষ্ট কুচক্রী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। তবুও কখনও কোন কোনে গোপনে বা প্রকাশ্যে মানচিত্র বদলকারী বিচ্ছিন্নতাকামীশক্তির সমর্থনে ধ্বনি উচ্চারিত হয় কোন কোন মহলে চূড়ান্ত 'এলিটিজম' এর বাতাবরনে তথাকথিত 'র‍্যাডিক্যালিজম' বা আন্তর্জাতিকতার মোহে। অথচ এ দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে কি রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে,ব্যক্তিগত সুখদুঃখ বিসর্জন দিয়ে কত বীর সন্তানের অতুলনীয় দেশপ্রেম আর আত্মোৎসর্গ। যদিও বর্তমান রাজনৈতিক আবহে 'দেশপ্রেম' এবং 'জাতীয়তাবোধ শব্দদ্বয় আজ যেন অনেকের কাছে ব্রাত্য ও প্রায়শ 'দাঁড়ায়ে বাহির দুয়ারে', হয়ত কোন একটি দলের সময়বিশেষে মূঢ়তা বা অবিমৃষ্যকারিতা হেতু। হয়ত 'ন্যাশনালিজম' শব্দটিতে কোন কোন মহলের ঘোষিত বীতরাগ কিংবা কিঞ্চিৎ অস্বস্তিও থাকতে পারে কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বর্তমান বিশ্বে সব দেশই জাতীয়তাবাদী ভিন্ন ভিন্ন রূপে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদগাতা বলে মান্যতা লাভ করেছেন। তবে পাশ্চাত্যের স্বদেশপ্রেম থেকে তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল ভিন্ন।এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে 'ধর্মতত্ত্বে' গুরুর মুখ দিয়ে বলানো বঙ্কিমের উক্তি- আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম তাহা ইউরোপীয় patriotism নহে। ইউরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব।স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব কিন্তু অন্যসমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত patriotism এর প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়দের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম না লেখেন।

তবে এও হয়ত এক সমাপতন যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যাঁকে বলেছিলেন-'জাতীয়তাবাদের দ্রষ্টা ও দেশপ্রেমের কবি' সেই ঋষি শ্রীঅরবিন্দের আজ ১৫১তম জন্মবার্ষিকীও।

১৯০৮ এর জানুয়ারিতে এক ভাষণে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন — জাতীয়তাবাদ নিছক এক রাজনৈতিক কর্মসূচী নয়; জাতীয়তাবাদ একটি ধর্ম। কিন্তু আলিপুর বোমা মামলায় মুক্তি পাবার পর বিখ্যাত উত্তরপাড়া ভাষণে বলেছিলেন-আজ আমি বলছি আমাদের কাছে সনাতন ধর্মই হল জাতীয়তাবাদ। তিনি মনে করতেন-প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন নিজের বাঁচার এবং অন্তর্নিহিত গুণের বিকাশের অধিকার আছে তেমনই প্রত্যেক জাতির নিজের মত-চিন্তা চেতনা অনুযায়ী পথ নির্বাচন করার অধিকার ও স্বাধীনতা আছে।জাতীয়তাবাদের উপযোগিতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন-Had the great spirit that was Rousseaw not proclaimed the egalitarian principle– the impassioned aspirations of the French Revoluion could not have awakened a halféôédead France and flooded the whole Europe. Had America not been eager to secure the inborn rights of every human being the United States would have never come into being. If Mazzine like a Rishi has not infused exalted hopes and noble ideals into the heart of modern Italy– that fallen people could never have broken the chains of perenial servitude.SSriAurobindo on nationalism.

১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট এ দেশকে খণ্ডিত করে যে স্বাধীনতা এসেছে তাঁর দৃষ্টিতে তা ছিল 'এক দীর্ণ খণ্ডিত স্বাধীনতা'। যে স্বাধীনতায় দেশ এবং নাগরিক দুয়ের মাঝে আত্মিক অসংহতিতে রচিত দুস্তর ব্যবধানে এবং জনজীবনের সর্বস্তরে দূর্নীতির ক্রমবিকাশ এবং প্রকাশে সৃষ্ট পারস্পরিক অবিশ্বাস। অতএব বর্তমানের বিপন্ন সময়ে, সংঘাত জর্জর আভ্যন্তরীন অনৈক্য ভেদাভেদ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস আন্তরাষ্ট্রিক বিরোধ-আগ্রাসন এবং সীমানায় প্রতিবেশিশক্তির প্রায়শ আস্ফালনের প্রেক্ষিতে আজ দেশের প্রয়োজন এক সঠিক নির্ভীক কান্ডারীর।

কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে পালিত হল 'পার্টিশন হররস রিমেম্বারেন্স ডে'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বাধীনতা দিবসের আগে সোমবার কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে 'পার্টিশন হররস রিমেম্বারেন্স ডে' বা দেশভাগের ভয়াবহ স্মৃতির স্মরণ দিবস পালন করা হয়। এদিন 'পার্টিশন হররস রিমেম্বারেন্স ডে' উপলক্ষে নেতাজি মেট্রো ভবন স্টেশনে এক বিশেষ প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয় যে, দেশভাগের ফলে ১০ থেকে ২০ মিলিয়ন মানুষ অর্থাৎ বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন। মৃত্যু হয়েছিল ২ মিলিয়ন মানুষের। ২০২১ সালের ১৪ অগাস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছিলেন যে এই

দিনটিকে প্রতি বছর দেশভাগের ভয়াবহ স্মৃতির স্মরণ দিবস হিসাবে পালন করা হবে, যাতে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় ভারতীয়দের দুর্ভোগ এবং আত্মত্যাগের কথা জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়। আর সেই কারণেই সোমবার মেট্রো রেল কলকাতা নেতাজি ভবন স্টেশনে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার এবং শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাতি শ্রী রবিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার এবং প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার ভি কে শ্রীবাস্তব, প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার সৌমিত্র বিশ্বাস-সহ সহ অন্যান্য আধিকারিক এবং বিশিষ্টজনেরা।

৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'হর ঘর তিরঙ্গা ক্যাম্পেন' পিএনবির

নয়াদিল্লি, ১৪ অগস্ট: ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের তরফ থেকে 'হর ঘর তিরঙ্গা'ক্যাম্পেন কর্মসূচি উপলক্ষে একটি ওয়াকথনের আয়োজন করা হয়। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে ভারত সরকারের 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানের মাধ্যমে এই উদ্যোগ অনুপ্রাণিত হয়েই এই অনুষ্ঠান বলে জানানো হয়েছে এই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের তরফ থেকে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল ভারতের জাতীয় পতাকা সবার মন ছুঁয়ে থাকুক। এদিনের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন পিএনবি-র এমডি ও সিইও শ্রী অতুল কুমার গোয়েল এবং ব্যাঙ্কের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরাও। অনুষ্ঠানে

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের এমডি ও সিইও অতুল কুমার গোয়েল তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'পিএনবি ওয়াকাথনের মাধ্যমে 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানের স্মরণে আমরা আনন্দিত। এই 'ওয়াকথন' আমাদের দেশের বীর শহিদদের সম্মান জানাচ্ছে, যাঁরা স্বাধীনতার সংগ্রামে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।'

ইস্টবেঙ্গলকে আকাশে তুলে দেবেন না প্লিজ’! ডার্বি জিতে মাটিতেই পা খাবরার

কলকাতা: অতীতে প্রায় সাত আট বছর ইস্টবেঙ্গলে খেলেছিলেন তিনি। তারপর ইন্ডিয়ান সুপার লিগ তৈরি হওয়ার পর চলে গিয়েছিলেন অন্য দলে। কিছুদিন বেঙ্গালুরু এবং তারপর কেরল ব্লাস্টার্স জার্সিতে খেলেছিলেন খাবরা। যখন যে দলে খেলেছেন নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। ৩৬ বছর বয়স হয়ে গেলেও এখনও খাবরা কতটা ফিট এবং নির্ভরযোগ্য তার প্রমাণ দিয়েছেন ডার্বিতে।

মোহনবাগানের গোয়ান তারকা লিস্টন কোলাসোকে ম্যাচের বেশিরভাগ সময় বিপদজনক হতে দেননি তিনি। অন্যদিন লিস্টন যে স্বাভাবিক ফুটবল খেলেন সেটা এবারের ডার্বিতে সম্ভব হয়নি খাবরার জন্য। বয়স বেশি হলেও ফিটনেস এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে কোলাসোকে থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। অতীতে ট্রেভর জেমস মরগানের ইস্টবেঙ্গলে যতটা সফল ছিলেন এবার ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় ইনিংসে ততটা সাফল্য পাবেন কিনা সময় বলবে। একটা সময় মেহতাব, সৌমিকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলেছেন লাল হলুদ জার্সিতে। এখন খেলছেন একটা নতুন প্রজন্মের সঙ্গে। খাবরা মনে করেন এই কোচ অর্থাৎ কার্লোস ক্ষমতা রাখেন ইস্টবেঙ্গলকে তার চেনা গরিমা ফিরিয়ে দিতে। কারণ তিনি অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল মানুষ এবং বিপক্ষ দলের দুর্বলতা খুঁজে বের করতে ওস্তাদ। দীর্ঘদিন ভারতীয় ফুটবলের খেলা অভিজ্ঞ খাবরা বলছেন, প্লিজ এত তাড়াতাড়ি আমাদের আকাশে তুলে দেবেন না। পরের ম্যাচগুলোতে ফলাফল ভাল না হলেই, গালাগালি দেওয়া শুরু হবে। এটাও কিন্তু কলকাতার ফুটবল কালচার। তাই মাথাঠাণ্ডা রেখে আমরা কাজ করতে চাই। বাকিটা সময় বলবে। আগামী লক্ষ্য পাঞ্জাবকে হারিয়ে ডুরান্ড কাপের নক-আউটে কোয়ালিফাই করা। সেটা করতে পারলেই যথেষ্ট।

প্রাক্তন ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়ের বাড়িতে পরিচারিকাকে নিগ্রহের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রাক্তন ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়ের বাড়িতে পরিচারিকাকে নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে। সেই মামলায় সোমবার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। সেই ঘটনায় কেন শ্যামপুকুর থানার পুলিশ অপেক্ষাকৃত লঘু ধারায় মামলা দায়ের করেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন করেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের (উত্তর) নেতৃত্বে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

গত শুক্রবার (১১ অগস্ট) পঙ্কজের বাড়ির পরিচারিকাকে মারধোর করা হয় বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে পঙ্কজের নাতি পুষ্কর রায় এবং পুত্রবধূ মিতা রায়ের বিরুদ্ধে। ওই পরিচারিকা এই দু’জনের নামেই শুক্রবার থানায় অভিযোগ করেছিলেন। মেরে চোখ, মুখ ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জানিয়েছেন পরিচারিকার পরিবারের আইনজীবী ময়ূখ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে জানিয়েছেন ওই পরিচারিকা। পুলিশে অভিযোগ করেছেন বলে সেই পরিচারিকাকে আবার মারধোর করা হয়। হাই কোর্টেও প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় পুলিশকে। বিচারপতি সেনগুপ্ত বলেন, তঅত লঘু ধারায় কেন মামলা করা হয়েছে?দ ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকে ২১ অগস্ট তদন্তের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক পঙ্কজ দেশের হয়ে ৪৩টি টেস্ট খেলেছিলেন। ২৪৪২ রান করেছিলেন তিনি। পাঁচটি শতরানও করেছিলেন। একই টেস্টে ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে ওপেন করেছিলেন পঙ্কজ। তাঁর ছেলে প্রণব রায়ও ভারতের হয়ে খেলেছিলেন। দু’টি টেস্ট খেলেছিলেন তিনি।

এমবাপের জন্য প্রথম দলের দরজা খুলল পিএসজি

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবশেষে মিটল কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে প্যারিস সঁ জরমঁ কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্ব। দু’তরফের মধ্যে কয়েক দফা আলোচনার পর বরফ গলেছে। ফরাসি স্ট্রাইকারকে আবার প্রথম দলে ফিরিয়ে আনার কথা জানিয়েছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

নতুন চুক্তি নিয়ে ক্লাবের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল এমবাপের। তাঁকে প্রাকমরসুম সফরেও নিয়ে যায়নি ক্লাব। অনুশীলন করতে দেওয়া হচ্ছিল না ক্লাবের প্রথম দলের সঙ্গে। রিজার্ভ দলের সঙ্গে কিছু দিন অনুশীলন করা ২৪ বছরের স্ট্রাইকারও পাল্টা হুঙ্কার দিয়ে সতীর্থদের বলেছিলেন, প্রতিযোগিতামূলক যে কোনও ম্যাচে লুই এনরিকের দলকে হারিয়ে দেবেন। দরকারে গোটা মরসুম বেঞ্চে বসে কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু ক্লাব কর্তৃপক্ষের চাপের কাছে নতি স্বীকার করবেন না। তবে আলোচনার পর দু’পক্ষের দূরত্ব মিটেছে। পিএসজি কর্তৃপক্ষ রবিবার জানিয়েছেন, ‘‘এমবাপের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। ওকে আমরা আবার প্রথম দলের অনুশীলনে অন্তর্ভুক্ত করছি।’’

এ দিন থেকেই এই মরসুমের লিগ ওয়ান অভিযান শুরু করছে পিএসজি। প্রথম প্রতিপক্ষ লরিয়েন্ট। সেই ম্যাচের আগে এমবাপের সঙ্গে ক্লাবের সমস্যা মিটে যাওয়ায় খুশি সদস্য, সমর্থকেরা। ১৭ বছর বয়সে মোনাকো থেকে লোনে পিএসজিতে যোগ দিয়েছিলেন এমবাপে। সেই ২০১৭ সাল থেকে তিনি খেলছেন ক্লাবের হয়ে। এমবাপের সঙ্গে ২০২৪ সালের অগস্ট পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে পিএসজির।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমি, **শ্রীমতি স্বপ্না দে,** স্বামী শ্রী অলোক কুমার দে, পিতা -প্রয়াত শিশির কুমার শীল, সাকিন - মানসাতলা মাঝের রাস্তা, পো এবং থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলি- ৭১২১০৪, পশ্চিমবঙ্গ, নিম্নোক্ত সম্পত্তি অবস্থিত **জেলা-হুগলি, থানা-চুঁচুড়া, মৌজা- চুঁচুড়া,জেএল নং ২০, হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভা অধীন, এলআর দাগ নং -৮৮০১, এলআর খতিয়ান নং - ১৪০৩১,** মহল্লা-আঁতারবাগান, হোল্ডিং নং -১১৮/ ১০৮, ওয়ার্ড নং ২৩, ডিএসআর হুগলি এবং এডিএসআর চুঁচুড়া অধিক্ষেত্র অধীন পশ্চিমবঙ্গ অনুযায়ী একটি (১) মূল চেন দলিল হারিয়ে ফেলেছি। উক্ত সম্পত্তির দলিল নিম্নরূপ :

ক) ৬৬১৮-১৯৭০ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর চুঁচুড়া সমীপে।

আমি ইতিমধ্যেই চুঁচুড়া থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি দাখিল করেছি উল্লেখ্য জিডিই নং **৫০২ তাং ০৮.০৮.২০২৩** উক্ত হারিয়ে যাওয়া দলিলের জন্য। যদি কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকেন, তবে অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দলিল ফেরত পেলে চির কৃতজ্ঞ থাকব। উক্ত অনুমোদিত বিষয় সম্পর্কিত।

শান্তনু নন্দী
অ্যাডভোকেট
জেলা জজের আদালত, হুগলি
মোবাইল : ৯৭৩৪০৪৮৭৫৯

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসটি-ওটি-ইএলবি-০৮স্টেশন-কেজিপি-২৩-২৪, তারিখ ঃ ১১.০৮.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (কো)/খড়গপুর-৭২১ ৩০১, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা আইটেমের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত তারিখে বেলা ১২টায় বন্ধ হবে এবং বেলা ১২.৩০টায় খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** দঃপূঃ রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিশনে ৮টি ইন্টারলক্‌ড লেভেল ক্রসিং গেটে (লেভেল ক্রসিং নং ১, কেওয়াই -২০, কেওয়াই-১৪, ৪, ২৪, ৯০, ৯১ ও ৯৭) ইলেক্ট্রিক লিফ্টিং বেরিয়ার সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৮৪,০৮,৩৮১.৬৪ টাকা। **ইএমডি ঃ** ১,৬৮,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৮ মাস। **জমার তারিখ ঃ** ০৮.০৯.২০২৩-এ বেলা ১২টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ ঃ** ০৮.০৯.২০২৩। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/ স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য বিডাররা অন্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-508)**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৩_২৪_২১, তারিখ ১৪.০৮.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (এস অ্যান্ড টি), দঃপূঃরেলওয়ে, আদ্রা, পিন-৭২৩ ১২১, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** আদ্রা ডিভিশনে মোহুদাতে (এমএইচকিউ) এসএলবিপি দ্বারা বর্তমান টিএলবিআই-এর প্রতিস্থাপন এবং ইন্টারলক্‌ড লেভেল ক্রসিং গেট নং বিজি-২২-এর বন্ধ হওয়া সংক্রান্ত কাজে বর্তমান ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিংয়ের (মেক-মেধা) মডিফিকেশন। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১৭,৭৯,৯৯৯ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০১.০৯.২০২৩, বেলা ১১টা। বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **(PR-513)**

NOTICE

In the Court of Ld. District Delegate at Kharagpur.
Succession Certificate
Case No: 14/2023
1)SMT.DHANALACHHMI SWAMI,
(2) SRI LALIT SWAMI,
(3) SRI S. KARTIK SWAMY
.............PETNRS.
VERSUS
1) SMT.SARITA SWAMY
2) Sr. Divisional Electrical Engineer (G), S.E.R., KGP.
3) Asst. Works Manager(DSL), Southern Railway.
................O.P.S

It is to notify that **(1)** SMT. DHANALACHHMI SWAMI, **(2)** SRI LALIT SWAMI, **(3)** SRI S. KARTIK SWAMY, (1) the widow wife, (2) & (3) the Sons of Late Sanmugam Swami Son of Late Ranga Swami & the Opposite Party No.(1) the married daughter of Sanmugam Swami Son of Late Ranga Swami have filed an application praying for Succession Certificate Under Section:372 of The Indian Succession Act-XXXIX'1925 before District Delegate, Kharagpur in respect of securities for a sum of **Rs. 7,56,674/-** lying in the name of the deceased Sanmugam Swami son of Late Ranga Swami with the Railway Authorities.

If any person has got any objection in the matter they may be appear in person or by advocate on or before 30 days from this publication of the notice.

ATTESTED
Biswanath Das
Sheristadar
Date: 08/08/23
District Deligate Kharagpur Sub-Division Court, Paschim Medinipur

Date Corrigendum

NIT No. SFDC/MD/NIT - 15(e)/2023-24 (2nd Call) (SI-1 & 3)

Tender Id:- 2023_SFDCL_551392_1 & 2023_SFDCL_551392_3

Schedule of Dates:- Bid Submission End Date - **23/08/2023 at 2.00 p.m.** Date of opening Technical Bid - **25/08/2023** at **2.00 p.m.**

Note:- Details of information are available in the website **https://wbtenders.gov.in**

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমি রাখহরি দাস পিতা প্রয়াত সুকদেবদাস সাকিন ৫/৪, সারদা পল্লি, অশোক নগর, পো -আসানসোল, থানা-হিরাপুর, জেলা -পশ্চিম বর্ধমান, ক্রয় দলিল নং উল্লেখ্য **দলিল নং ৭০০২** রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর আসানসোল হারিয়ে ফেলেছি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমি আসানসোল (দক্ষিণ) থানায় জেনারেল ডায়েরি দাখিল করেছি উল্লেখ্য **জিডি নং ২৪৪ তারিখ** ০৭.০৮.২০২৩। কোনও ব্যক্তি/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ব্যাঙ্ক ইত্যাদি কোনও আপত্তি/দাবি/ স্বত্ব অধিকার এবং স্বার্থ থাকলে উক্ত দলিল সম্পর্কে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে যথেষ্ট প্রামাণ্য নথিতথ্য সহযোগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও যোগাযোগ না পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট মূল দলিল বিনষ্টকৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

রাখহরি দাস
৫/৪, সারদা পল্লি,অশোক নগর,
পো-আসানসোল, থানা-হিরাপুর, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, মোবাইল নং : ৭০০১৩৫৯৫৮৯

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/সাউথ, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন: দমদম-মহানায়ক উত্তম কুমার - ভূগর্ভস্থ স্টেশনগুলিতে এয়ার কন্ডিশনিং ও ভেন্টিলেশনের জন্য আপাতকালীন বিদ্যুৎ সরবরাহ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ২৪,৫২,৫০,৬৩৬.৫০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৬.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে (আইএসটি)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা :** প্রিন্সিপাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইট বিবরণ :** www.ireps.gov.in

টেন্ডার নং ইএলএম_৯৩_ইপিএস_তাং-০১-০৮-২৩

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-39/2023-24

Exe. Engr.(Elect.), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the works **(1)** Installation of High Mast with LED lights for Playground situated near Shravasti Housing Society, Durgapur-713214, Dist: Paschim Bardhaman (2nd Call); Est. Amt. Rs. 7,58,883.00; Tender ID No. 2023_ADDA_557159_1. **(2)** Illumination at Durgapur Trinath Ashram, Durgapur-713210, Dist- Paschim Bardhaman (2nd Call), Est. Amt. Rs. 6,51,501.00; Tender ID No. 2023_ADDA_557171_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA. **Sd/- Exe. Engr. (Elect.), ADDA**

AGIO PAPER

এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN No: L21090WB1984PLC037968
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫০৫, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৪১এ, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইট: www.agiopaper.co.in, **মেল আইডি:** ho@agiopaper.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	৩০.০৬.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২২ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (অনিরীক্ষিত)
মোট রাজস্ব	১.৪৫	১.১৩	০.০৭
করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	(৩৪.৯৫)	(১৪১.০৯)	(৪০.৪২)
আদায়ীকৃত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির ফেসভ্যালু ১০/- টাকা)	১,৬১২.৭৪	১,৬১২.৭৪	১,৬১২.৭৪
শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
মূল ও মিশ্র	(০.২২)	(০.৮৭)	(০.২৫)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি হল ত্রৈমাসিক/বার্ষিক সময়ের মাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস যা ফাইল করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ত্রৈমাসিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.agiopaper.com)-এ পাওয়া যাবে।

পর্ষদের পক্ষে
এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-র পক্ষে
এম চক্রবর্তী
ডিরেক্টর
DIN-03106149
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ অগস্ট, ২০২৩

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L01222WB1983PLC059695
রেজিঃ অফিস : অরিহান্ট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ৫৩এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোন নং: (০৩৩) ৪০৪১ ৬৬৬৬, **ফ্যাক্স:** (০৩৩) ২২৪৯ ৭৩১৯
ইমেল: info@taiind.com, **ওয়েবসাইট:** www.taiind.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক সময়ের স্টান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্রম. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত জুন ২০২৩	নয় মাস সমাপ্ত মার্চ ২০২২	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত জুন ২০২২	বর্ষ সমাপ্ত মার্চ ২০২৩
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৬,০১৯.৯৬	৭,২৬০.৮২	৬,১৯৪.৩০	২৬,০২১.১৬
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে)	৯.৬৬	৭০.৮৩	৪১.৫৪	৬৩১.৯৩
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	৯.৬৬	৭০.৮৩	৪১.৫৪	৬৩১.৯৩
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	১.১৫	৬৬.০৯	৩২.৭৯	৪৬১.৪৪
৫	সময়কালের জন্যমোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	২৮.৯৮	৪৩.৭৪	৪০.৩৬	৪১০.২৭
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০/- টাকা)	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে যেমন প্রদর্শিত	-	-	-	২,০৭১.১৩
৮	শেয়ার প্রতি আয়(₹১০/- প্রতিটি) (চালু থাকা ও ব্যাহত হওয়া কার্যাদির জন্য) - (ক) মৌলিক (₹)	০.০২	১.১০	০.৫৫	৭.৬৯
	(খ) মিশ্রিত (₹)	০.০২	১.১০	০.৫৫	৭.৬৯

দ্রষ্টব্য ঃ
ক) সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস উপরোক্তটি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.taiind.com-তেও পাওয়া যাবে।

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
রোহন ঘোষ
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN:- 00032965
স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১৪ অগস্ট, ২০২৩

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড

CIN: L27120WB1947PLC015767
রেজিস্টার্ড অফিস: ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দঃ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ইমেল: kkg@hul.net.in ফোন নং : ৪০৫৫-৬৮০০

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	(২৫.৫৮)	২৬.৪৭	৪৩.৮৭	৪৯৮.৬৫	(২৫.৫৮)	২৬.৪৭	৪৩.৮৭	১১৩.৪৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	(২৫.৫৮)	২,৭৭২.৮৯	৪৩.৮৭	৩,২৪৫.০৬	১,২৩৩.৮৪	৫,৫৯৬.৩৫	১০০০.৬৯	১০,৩৪৭.৭২
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	(২৫.৫৮)	২,৭৭২.৭৬	৪৩.৮৭	৩,২৪৪.৯৩	১,২৩৩.৮৪	৫,৫৯৬.২২	১০০০.৬৯	১০,৩৪৭.৫৯
মোট আনুপুঙ্খিক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) সন্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় করের পরে)	(৫২.৪১)	২,৬৩২.৭১	(৮৭.৪০)	২,৭৬৬.১৪	১,৪০৮.২৭	৫,২১৮.৫৯	৪১৯.২৪	৯,৫৬৬.৮৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০
পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	১১,২১৩.৪৮	-	-	-	৪২,০০৭.২৪
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	(০.৭৫)	৪২.২৪	(১.৪০)	৪৪.৬৭	১৯.৫৮	৮৭.৮২	১২.১২	১৫৯.৩২

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.hul.net.in)-তেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে ও জন্য
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ অগস্ট, ২০২৩

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড

CIN: L15520WB1960PLC024710
রেজি অফিস: ‘‘এ্যালপে কোর্ট’’ ৪র্থ তল, ২২৫সি, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, প:ব:
ফোন: (০৩৩)২২৮১-৭০০১, ওয়েবসাইট: www.obl.org.in, ইমেল: cs@obl.org.in

৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং.	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩,২৯৮	২,৯০৪	২,৫৯৬	১০,৪১৫	৩,৯৫৫	৩,২৯৮	২,৯৯৯	১২,২০১
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফা পূর্ব)	১০২	৭৭	৩২	১৫৪	১৮৪	৩০	২৫	৩১২
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী)	১০২	৭৭	৩২	১৫৪	১৮৪	৩০	২৫	৩১২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি)কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী)	১১২	৫৭	৪৮	১৯৬	১৯৩	(৪৪)	৪১	২৮৪
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	১১২	৫৭	৫২	১৯৭	১৯৩	(৫৬)	৪৫	২৮৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	১,৭০৩	-	-	-	১,৫৫৩
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ₹ ১০/- মূল্যে) (বার্ষিকীকরণ হয়নি) মৌলিক এবং মিশ্রিত (₹)	৫.১৯	৩.১৯	২.১৯	৯.০৬	৮.৯৪	(২.০৪)	১.৮৫	১৩.০৯

দ্রষ্টব্য:
১ ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য মেসার্স ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিঃ -র স্ট্যান্ডাঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল এবং ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য হোল্ডিং কোম্পানি ও তার সাবসিডিয়ারিগুলির (মেসার্স শারদ কোয়েঞ্চ প্রাঃ লিঃ এবং মেসার্স সত্যনারায়ণ রাইস মিল প্রাঃ লিঃ-এর কনসলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক সমীক্ষিত হয়েছে এবং ১৪ অগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হোল্ডিং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় তৎকর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২ হোল্ডিং কোম্পানি ১৬ ই মে, ২০২৩ থেকে উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমের অতিরিক্ত ব্যবসায়িক অঞ্চল পেয়েছে এবং দুর্গাপুরে একটি শাখা অফিস চালু করেছে। উপরের ফলাফলগুলিতে উল্লিখিত নতুন ব্যবসায়িক অঞ্চলের কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৩ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট উপরেরটি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহর ওয়েবসাইটসমূহ **www.bseindia.com** এবং **www.cse-india.com**-এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.oble.org.in** -এ পাওয়া যাবে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লি:-র জন্য
স্বা/-
এন. কে. পোদ্দার
চেয়ারম্যান
DIN: 00304291
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪.০৮.২০২২

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L27102WB1999PLC089755
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১,
দূরভাষ (০৩৩)২২৪৮-৯৮০৮, ফ্যাক্স (০৩৩)২২৪৩-০০২১
ইমেল : Jaibalaji@jaibalajigroup.com, ওয়েবসাইট www.jaibalajigroup.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত) (দ্রষ্টব্য ২)	৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত) (দ্রষ্টব্য ২)	৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৪৯,০৩৮.৬৯	১৭৪,৫২৪.৬৩	১৫০,১৯০.৯১	৬১৬,০৫৬.৪১	১৪৯,০৩৮.৬৯	১৭৪,৫২৪.৬৩	১৫০,১৯০.৯১	৬১৬,০৫৬.৪১
২	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	১৭,০৪৩.১০	৩,৪০২.১০	২,১৮১.৭৫	১০,৪৯৩.৩০	১৭,০৪২.৮৯	৩,৪০১.৯৫	২,১৮১.৬৩	১০,৪৯২.৭৩
৩	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১৭,০৪৩.১০	৩,৪০২.১০	২,১৮১.৭৫	১০,৪৯৩.৩০	১৭,০৪২.৮৯	৩,৪০১.৯৫	২,১৮১.৬৩	১০,৪৯২.৭৩
৪	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১৭,০৪৩.১০	(১,৩০৭.৬১)	২,১৮১.৭৫	৫,৭৮৩.৫৯	১৭,০৪২.৮৯	(১,৩০৭.৭৬)	২,১৮১.৬৩	৫,৭৮৩.০২
৫	বর্তমান সময়ের মোট আয় (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) যাতে যুক্ত আছে (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি)	১৭,০৪৩.১০	(১,৩৪৫.৮৭)	২,১৮১.৭৫	৫,৭৪৫.৩৩	১৭,০৪২.৮৯	(১,৩৪৬.০২)	২,১৮১.৬৩	৫,৭৪৪.৭৬
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৫,৫৪৫.০৩	১৫,৫৪৫.০৩	১১,০৪৫.০৩	১৫,৫৪৫.০৩	১৫,৫৪৫.০৩	১৪,৫৪৫.০৩	১১,০৪৫.০৩	১৪,৫৪৫.০৩
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	–	–	–	৪১,০৭১.১৩	–	–	–	৪১,০৬২.১২
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ১০/- টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়)								
	(ক) মৌলিক (টাকায়)	১১.৩৪	(১.২৬)	১.৯৮	৪.৪৯	১১.৩৪	(১.২৬)	১.৯৮	৪.৪৯
	(খ) মিশ্রিত (টাকায়)	৯.৬১	(০.৭৩)	১.৯৫	৪.১১	৯.৬১	(০.৭৩)	১.৯৫	৪.১১

দ্রষ্টব্য:
ক) উপরোক্ত বিষয়টি হল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে প্রথম ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ যথাক্রমে www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
গ) উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১৪.০৮.২০২৩ তারিখের পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।
ঘ) বিগত বর্ষের রাশিসমূহকে চলতি সময়কালের রাশির সঙ্গে সমতুল করতে পুনর্সজ্জিত/ পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
আদিত্য জাজোদিয়া
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN : 00045114)
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ অগস্ট, ২০২৩

‘জয়ের খিদে নেই, খেই হারিয়েছেন অধিনায়ক’

সিরিজ হারের পর হার্দিকের ওপর ক্ষোভ বেঙ্কটেশ প্রসাদের

ফ্লোরিডা: ১৭ বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে হার ভারতের। দীর্ঘ ২৫ মাস পর টি-টোয়েন্টি সিরিজে হার ভারতের। এই সকল লজ্জার নজির গড়েছে ভারত। যা টিম ইন্ডিয়ার জন্য মোটেও শোভনীয় নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পর পর ২টো ম্যাচে হারার পর ঘুরে দাঁড়িয়েছিল মেন ইন ব্লু। পর পর দুটো টি-২০ জিতে সিরিজ জয়ের স্বপ্নও দেখাচ্ছিলেন হার্দিকরা। কিন্তু তীরে এসে তরী ডুবল! পঞ্চম টি-২০ ম্যাচ হেরে ট্রফি হাতছাড়া করল ভারত। টি-২০ ফর্ম্যাটে টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান অবস্থা নিয়ে আগেও মুখ খুলেছিলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার বেঙ্কটেশ প্রসাদ। এ বার ক্যারিবিয়ানদের কাছে হার্দিক পান্ডিয়াদের টি-২০ সিরিজে হারের পর আরও এক বার সরব হলেন বেঙ্কটেশ প্রসাদ। শুধু তাই নয়, বেঙ্কটেশের মনে হয়ে মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন অধিনায়ক হার্দিক। টেস্ট, ওডিআই সিরিজ ভারত জিতলেও টি-২০ ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরতে পারবেন না হার্দিক পান্ডিয়ারা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়া পঞ্চম টি-২০ ম্যাচ হারার পর বেঙ্কটেশ প্রসাদ প্রথম টুইট করেন, ‘ভারতকে কোনও কোনও সময় সীমিত ওভারে একটি খুব সাধারণ দল বলে মনে হয়। কয়েক মাস আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ভারতকে হারিয়েছে। ওয়ান ডে সিরিজেও আমরা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হেরেছিলাম। আশা করি ওরা নির্বোধ বিবৃতি দেওয়ার পরিবর্তে নিজেদের ব্যর্থতার কারণ তুলে ধরবে।’

আসন্ন বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ভেঙ্কটেশ প্রসাদ বলছেন, দশুধু ৫০ ওভার নয়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারত হতশ্রী পারফরম্যান্স করলে তা দেখা যন্ত্রণাদায়ক। জয়ের খিদে, আগুন দেখা যায়নি ভারতের খেলায়। বিভ্রম নিয়ে আমরা বাস করছি।দ ক্যারিবিয়ান সিরিজের পরে ভারতের পরবর্তী সিরিজ আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ১৮, ২০ এবং ২৩ আগস্ট ভারত খেলবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। প্রসাদ বলছেন, দসীমিত ওভারের ক্রিকেটে ভারত বেশ কয়েকদিন ধরে খুবই সাধারণ মানের একটি দলে পর্যবসিত হয়েছে। কয়েক মাস আগেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হারতে হল। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে হার মেনেছে ভারত। নির্বোধের মতো মন্তব্য না করে আশা করবো নিজেদের অবস্থা নিরীক্ষণ করে দেখবে ভারত।

ডার্বির পর কলকাতা লিগেও জয় ইস্টবেঙ্গলের, পুলিশকে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে লাল-হলুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডার্বি জয়ের দু’দিন পর সোমবার কলকাতা লিগে খেলতে নেমেছিল ইমামি ইস্টবেঙ্গল। সেই ম্যাচে পুলিশ এসি-কে ২-১ গোলে হারাল তারা। গোল করলেন অভিষেক কুঙ্গম এবং পিভি বিষ্ণু। জয়ের ফলে গ্রুপে শীর্ষ স্থানে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল। সুপার সিক্সে তাদের যোগ্যতা অর্জনের দিকে এগিয়ে গেল আরও এক ধাপ।

ডার্বিতে খেলা কোনও ফুটবলারকেই এ দিনের ম্যাচে রাখা হয়নি। শুরু থেকে পুলিশকে চাপে রেখেছিল ইস্টবেঙ্গল। দু’টি ফ্রিকিক পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি। তবে ১৫ মিনিটেই এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল।

মাঝমাঠ থেকে পাস খেলতে খেলতে আক্রমণে উঠে আসেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারেরা। আচমকাই অভিষেকের উদ্দেশে সামনে একটি পাস বাড়িয়ে দেন জেসিন টিকে। সামনে এগিয়ে আসতে থাকা গোলকিপারের পাশ দিয়ে বল জালে জড়ান অভিষেক। প্রতিযোগিতায় ছ’টি গোল হয়ে গেল তাঁর। সুহেল ভাটের (৮) পিছনেই রয়েছেন তিনি।

প্রথমার্ধে বুনন্দ সিংহকে বেশি করে চোখে পড়ছিল। ডান দিক থেকে বার বার আক্রমণে উঠছিলেন তিনি। তাঁর ওভারল্যাপ সামলাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে যাচ্ছিলেন বিপক্ষের ফুটবলারেরা। প্রথমার্ধে আর গোল না পেলেও চাপ বজায় রেখেছিল ইস্টবেঙ্গল। বাঁ প্রান্ত দিয়ে তুহিনও বার বার উঠে পড়ছিলেন। ২৮ মিনিটের মাথায় ডান দিকে বুনন্দের একটি ক্রস ভেসে এসেছিল অভিষেকের উদ্দেশে। কিন্তু তিনি হেড করার আগেই বল তালুবন্দি করেন পুলিশের গোলকিপার। প্রথমার্ধের শেষের দিকে কিছু ক্ষণ বলের নিয়ন্ত্রণ ছিল পুলিশের পায়ে। তবে গোল করতে পারেনি তারা।

কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সমতা ফেরায় পুলিশ। তখনও ইস্টবেঙ্গল নিজেদের রক্ষণ ঠিক মতো গুছিয়ে নিতে পারেনি। বাঁ দিক থেকে আক্রমণে উঠে এসে বল বাড়িয়েছিলেন আশিক খান। সেখান থেকে গোল করেন জগমিত সিংহ। রক্ষণের দুর্বলতায় গোল হজম করে ইস্টবেঙ্গল। গোল পেয়ে তেড়েফুড়ে খেলতে থাকে পুলিশ। এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল তারা।

একাধিক প্রতি আক্রমণ দেখা যায়। ইস্টবেঙ্গলকে তখন কিছুটা হলেও দিশেহারা লাগছিল।ম্যাচে উত্তেজনাও দেখা যায়। ইস্টবেঙ্গলের তুহিন এবং পুলিশের দয়াল ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। পরিস্থিতি ভাল না হওয়ায় ইস্টবেঙ্গলের কোচ বিনো জর্জ বিষ্ণু-সহ আরও তিন জনকে নামিয়ে দেন। তাতেও গোল আসছিল না। উল্টে জগমিত আরও একটি সুযোগ মিস্ না করলে এগিয়ে যেতে পারত পুলিশই। যখন মনে হচ্ছিল এই ম্যাচ থেকে এক পয়েন্টই পাবে ইস্টবেঙ্গল, তখনই গোল হয়। ইস্টবেঙ্গলের একটি আক্রমণ গোলকিক হয়ে যাচ্ছিল। শেষ মুহূর্তে বলের দখল নেন সঞ্জীব ঘোষ। তিনি তন্ময় দাসকে পাস দেন। পুলিশের দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বিষ্ণুর উদ্দেশে পাস বাড়ান তন্ময়। বিষ্ণু তখন গোলের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে। চকিতে ঘুরে গিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলার।

বিশ্বকাপেও তুলতে পারেননি ইতালিকে, চুক্তি শেষের ৩ বছর আগেই ইস্তফা মানচিনির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৪ সালের পর পরপর দুই ফুটবল বিশ্বকাপের মূলপর্বেই খেলতে পারেনি ইতালিয়ান ফুটবল দল। ২০১৮ রাশিয়া এবং ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলা হয়নি সমর্থকদের আদরের ‘আজুরি’দের। এই সময়কালে তাদের সাফল্য বলতে একবার ইউরো কাপের ট্রফি জয়। এই দীর্ঘ ব্যর্থতার দায় নিয়েই এবার ইতালির সিনিয়র ফুটবল দলের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন রবার্তো মানচিনি।

ইতালিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ২০২৬ সাল পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ ছিল মানচিনির। তবে মেয়াদ দীর্ঘদিন পর্যন্ত থাকলেও তার অনেক আগেই ইতালিয়ান ফুটবলে সিনিয়র দলের হয়ে শেষ হয়ে গেল অভিজ্ঞ এই কোচের পথচলা। জাতীয় দলের ডাগআউটে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের পরপর ব্যর্থতা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল।ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন হলেও বিশ্বকাপ খেলতে না পারার যন্ত্রনা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল রবার্তো মানচিনিকে। উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে চলা তাঁর এই সফরে আস্থাও রেখেছিল ইতালির ফুটবল কর্তৃপক্ষ। তারপরেও হঠাৎ করেই ইতালি জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি।

রবিবার এক বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইতালির ফুটবল ফেডারেশন (এফআইজিসি)। ২০১৮ সালে ইতালিয়ান সিনিয়র ফুটবল দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন মানচিনি। ওই বছরে রাশিয়া বিশ্বকাপের মূলপর্বে জায়গা পায়নি চারবারের সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ১৯৫৮ সালের পর এই প্রথমবার ইতালি মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। এরপর ৫৮ বছর বয়সী মানচিনি দলের দায়িত্ব নেন। মানচিনির কোচিংয়ে ২০২১ সালে ইউরো কাপ ট্রফি জেতে ইতালি। তবে কাতার বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব থেকে বিদায় নেয় তারা। বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা না পাওয়ার ফলে ইতালিয়ান সংবাদমাধ্যমের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন মানচিনি। প্রাক্তন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি কোচের প্রতি আস্থা রাখে দেশের ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি। গত জুনে উয়েফা নেশন্স লিগে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিল ইতালি। এখনও পর্যন্ত নতুন কোচের নাম ঘোষণা করা হয়নি ইতালি ফুটবল কর্তৃপক্ষের তরফে।

ফিটনেস নিয়ে কটাক্ষ হজম করেও দ্বিশতরানের পর এবার সেঞ্চুরি পৃথ্বীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়াতে তাঁকে ব্যাপক ট্রোল করা হচ্ছে। শরীরে বাড়তি মেদ প্রকাশ পেতেই কেউ লিখছেন, ‘২৩ বছরের ছেলেটাকে দেখুন। ভুঁড়ি বেরিয়ে আছে।’ অনেকে আবার তাঁর মাঠের বাইরে বেহিসেবি জীবনযাপন নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁকে কটাক্ষ করে চলেছেন। অক্রিকেটীয় কাজকর্মের জন্য অনেক মাস থেকেই টিম ইন্ডিয়া সংসারে তিনি ব্রাত্য। তবুও পৃথ্বী শ-কে কিছুতেই রোখা যাচ্ছে না। চলতি ইংলিশ ওয়ান ডে কাপে দ্বিশতরান করে ইতিহাস গড়ার পরের ম্যাচেই শতরান করলেন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী এই ওপেনিং ব্যাটার। যিনি এবার নর্দাম্পটনশায়ারের জার্সি গায়ে চাপিয়ে জাত চেনাচ্ছেন।

গত ৯ আগস্ট সমারসেটের বিরুদ্ধে ওপেন করতে নেমে ১৫৩ বলে ২৪৪ রান করেছিলেন পৃথ্বী। তাঁর সেই বিস্ফোরক ইনিংস ২৮টি চার ও ১১টি ছক্কা দিয়ে সাজানো ছিল। তাঁর সেই ইনিংসের সৌজন্যে নর্দাম্পটনশায়ার প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ৪১৫ রান তোলে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৩২৮ রানে থেমে যায় সমারসেটের ইনিংস। ফলে ৮৭ রানে ম্যাচ জিতে যায় নর্দাম্পটনশায়ার। এরপর ১৩ আগস্ট ফের পৃথ্বী-র চওড়া ব্যাটের উপর ভর করে বড় জয় পায় তাঁর দল। এবার ডারহ্যামের বিরুদ্ধে খেললেন ৭৬ বলে ১২৫ রানের দাপুটে ইনিংস। দ্বিশতরানের চার দিনের মাথায় আবার শতরান করলেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল ১৫টি চার এবং ৭টি ছক্কা।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৯৮ রানে গুটিয়ে যায় ডারহ্যাম। এরপর চেজ করতে নেমে বাইশ গজে ঝড় তুলতে থাকেন পৃথ্বী। তাঁর দাপটে ২৫.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ২০৪ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় নর্দাম্পটনশায়ার। দলকে ছ’উইকেটে জয় এনে দিয়ে খুশি ২৩ বছরের ব্যাটার।

আল হিলালের সঙ্গে দু বছরের চুক্তি, চলতি সপ্তাহেই সৌদিতে নেইমার

রিয়াধ: কথাবার্তা সব পাকা। পারিস ছেড়ে সৌদি আরবের পথে নেইমার। পিএসজিতে ছয়টা বছর কাটিয়ে নেইমার এ বার খেলবেন সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল হিলালে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবে। এর আগে আল হিলাল সই করিয়েছে ব্যালন ডি’অর জয়ী ফুটবলার করিম বেঞ্জেমাকে। এ বার আরও এক তারকা ফুটবলার আল হিলালের জার্সি গায়ে চড়াতে চলেছেন। দুই বছরের চুক্তিতে পিএসজি থেকে সৌদির ক্লাবে যাচ্ছেন নেইমার। চলতি সপ্তাহেই সৌদির উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টারকে পেতে পিএসজিকে ১০০ মিলিয়ন ইউরো ট্রান্সফার ফি দিতে হবে সৌদির ক্লাবটিকে। আল হিলালের প্রস্তাবে পিএসজি আগেই রাজি ছিল। নেইমারের তরফে সায় মিলতেই ফুটবলারের জন্য মেডিকেল টেস্টের স্লট বুক করে ফেলে ক্লাবটি। আজকের মধ্যেই মেডিকেল সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

ফ্রান্সের ডেইলি এল ইকুইপের খবর অনুযায়ী, বছরে নেইমারের বেতন হবে ১৬০ মিলিয়ন ইউরো। দুই বছরে অঙ্কটা ৩১০ মিলিয়ন ইউরো। এর পাশাপাশি পিএসজি তাঁকে বিক্রি করে মোটা অঙ্কের অর্থ পাচ্ছে। পিএসজি ছেড়ে প্রথমে বার্সেলোনায় ফিরতে চেয়েছিলেন নেইমার। তবে বার্সা কোচ জাভি প্রথমেই নাক সিঁটকেছিলেন। পরে জানা যায়, চারগুণ বেতন কম ধার্য করে বার্সায় ফিরছেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। কারণ বার্সেলোনার এখন হাঁড়ির হাল। মাঝখান থেকে নেইমারকে দলে নেওয়ার জন্য পিএসজির কাছে মোটা অঙ্কের প্রস্তাব দেয় আল হিলাল। এই ক্লাবটি লিওনেল মেসির জন্যও ঝাঁপিয়েছিল। সেখানে সাফল্য না পেলেও পিএসজি থেকে মেসির প্রাক্তন সতীর্থ নিয়ে যাচ্ছে তারা। আবেগে ভেসে না গিয়ে আর্থিক দিকটি চিন্তা করে নেইমারও সবুজ সঙ্কেত দিতে দেরি করেননি।

২০১৭ সালে দলবদলের বাজারে বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেলেছিলেন নেইমার। বার্সেলোনা থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে সৌদির ক্লাবটিতে যান তিনি। এই ছয় বছরের মধ্যে ফরাসি জায়ান্টদের একবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে তুলেছেন নেইমার। তবে ট্রফি জেতাতে পারেননি। এর পাশাপাশি পিএসজিতে থাকাকালীন বহুদিন তাঁকে চোট আঘাত ভুগিয়েছে। অতীতে বহুবার ফ্রান্সের ক্লাবটি ছাড়ছেন বলে গুঞ্জন উঠেছে। এ বার আর গুঞ্জন নয়।

চোটের কাছে হার মেনে অবসর স্টিভেন ফিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রায় এক বছর পর ক্রিকেটে ফিরেছিলেন এ মাসে। কিন্তু ৪ আগস্ট ইংল্যান্ডের ঘরোয়া এক দিনের প্রতিযোগিতায় সাসেক্সের হয়ে ৪ ওভার বোলিং করেই আবার উঠে যেতে হয়। চোটের সঙ্গে দীর্ঘ সে লড়াইয়ে অবশেষে হার মানলেন স্টিভেন ফিন। সব ধরনের ক্রিকেট থেকে আজ অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ৩৪ বছর বয়সী এ পেসার। ইংল্যান্ডের হয়ে ১২৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ফিন তিনবার অ্যাশেজজয়ী দলের সদস্য ছিলেন।

২০১০ সালে বাংলাদেশ সফরে চট্টগ্রাম টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল ফিনের। প্রায় ৭ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে তিন সংস্করণ মিলিয়ে তাঁর উইকেট ২৫৪টি। ৩৬ টেস্টে ৩০.৪০ গড়ে ১২৪টি উইকেট আছে তাঁর। ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রায় নিয়মিত টেস্ট খেলেছিলেন তিনি। এর পর থেকেই অনিয়মিত হয়ে পড়েন।

২০১৬ সালে বাংলাদেশ সফরে আবার ফেরেন, মিরপুরে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের ম্যাচটাও খেলেছেন। ক্যারিয়ারে তাঁর শেষ টেস্ট হয়ে থাকল সেটিই। ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বশেষ তাঁকে দেখা গিয়েছিল ২০১৭ সালের লর্ডসে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডেতে। ২০০৫ সালে মিডলসেক্সের হয়ে প্রথম শ্রেণিতে অভিষেক করা ফিন ক্যারিয়ারের প্রায় পুরোটাই সেখানে কাটিয়েছেন। গত বছর সেখান থেকে পাড়ি জমান সাসেক্সে। মৌসুমে তাদের হয়ে ১৯টি ম্যাচ খেলেছিলেন। বিদায়ী বার্তায় ফিন বলেছেন, ‘আজ সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি, যা এখন থেকেই কার্যকর হবে। ১২ মাস ধরে নিজের শরীরের সঙ্গে লড়াই করছি, এর কাছে হার স্বীকার করে নিয়েছি। মিডলসেক্সের হয়ে ২০০৫ সালে অভিষেকের পর থেকেই পেশা হিসেবে ক্রিকেট খেলতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। ভ্রমণটা মসৃণ ছিল না, তবে উপভোগ করেছি।’

শেষে গিয়ে বলেছেন, ‘ক্রিকেট আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে, ভবিষ্যতে আশা করি কোনোভাবে কিছু ফিরিয়ে দেব। তবে আপাতত আমার শরীর আর এক দিনের ক্রিকেট নিতে পারবে কি না, সে ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে খেলা দেখব। ধন্যবাদ।’

ইংল্যান্ডের হয়ে ১২৫টি ম্যাচ খেলতে পারাটা নিজের স্বপ্নের চেয়েও উল্লেখ করা ফিন সাসেক্সকেও গত এক বছরে সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তবে ক্লাবটির হয়ে আরও খেলতে না পারার আক্ষেপও আছে তাঁর। সে আক্ষেপ তো ক্যারিয়ারজুড়েই চাইলে করতে পারেন তিনি। এমন সময়ে তাঁকে বিদায় বলতে দেখে হতাশ সাসেক্সের কোচ পল ফারব্রেসও। তরুণ বয়স থেকে ফিনকে দেখে আসা ফারব্রেস বলেছেন, ‘এ মুহূর্তে বেশ হতাশা কাজ করছে। পুরো ফিটনেস ফিরে পেতে এতটা খাটুনির পরও সে ক্যারিয়ার চালিয়ে যেতে পারছে না। সামনের কয়েক সপ্তাহ ও মাসে সে তার ক্যারিয়ার ও এ খেলায় বিশাল অবদানের দিকে গর্ব নিয়ে ফিরে তাকাতে পারবে।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**